[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক—AEC ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

সাহিত্যের বোধ ও বিচার ঃ সমীক্ষা

Ability Enhancement Course (AEC)

MIL - BENGALI (L1-1)

Semester-I

BENG 1041

[NEP-2020 নতুন সিলেবাস অনুসারে মূল টেক্সট্ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিকল্প উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর সম্বলিত]

ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য

এম. এ., পি. জি. বি. টি., পি. এইচ. ডি.

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যামন্দির,

প্রাক্তন 'লেকচারার', ডি. এন. কলেজ, মুর্শিদাবাদ,

প্রাক্তন 'গেস্ট লেকচারার', বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

২৯/১, কলেজ রো ● কলকাতা—৯

SAHITYER BODH O BICHAR : SAMIKHA
[Ref. book for MIL Bengali,
AEC, Semester-I
—By Dr. Debes Kumar Acharyya

প্রকাশক ঃ
শ্রী শরৎ চন্দ্র পাল
ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
২৯/১ কলেজ রো,
কলকাতা—৯

নতুন সংস্করণ ঃ ২০২৩

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র (১৫০.০০)

অক্ষর বিন্যাস ঃ
গৌতম নন্দী
২০/২/১ নাগবাগান রোড
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা
সূচক-৭৪৩১২৭

মুদ্রণ ঃ
পপুলার এন্টারপ্রাইজ
৩৫/এ/৩, বিপ্লবী বারিন ঘোষ সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৯

Cyber Research & Training Institute
Acc No....3296....
Date....21.11.2023....

ভূমিকা

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

সম্প্রতি কলেজ স্তরে সমস্ত শাখায় ভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতার জন্য মাতৃভাষা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে AEC কোর্সে। এই নতুন শিক্ষানীতি (NEP-2020) নির্দেশিত পদ্ধতি মেনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নতুন পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। নতুন পদ্ধতিতে MCQ প্রশ্নের প্রবর্তনের ফলে AEC বিষয়েও MCQ প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। তাই এই নতুন সূচি ও পদ্ধতি মেনে এই বইতে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ের পরিমার্জনা করা হল। পূর্বের মতই এই প্রয়াস মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের আনুকূল্যে সাফল্যলাভ করবে এই প্রত্যাশা করি। বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে নিবেদন কর্মে ইতি টানছি।

১১ই জুলাই, ২০২৩

বিনীত
গ্রন্থকার

CYBER RESEARCH & TRAINING INSTITUTE
BURDWAN
ESTD-2000

Syllabus for Burdwan University

SEMESTER-I

BENG-1041 AEC

Course Title : সাহিত্যের বোধ ও বিচার
Course Code : 4
Course Credit : 2
Course Lecture hours : 30
Full Marks : 50 (40+10)

ভাষা অংশ [Lecture hours 10]

একক-১ :

প্রবন্ধ	Lecture Hours
পাঠ্য প্রবন্ধ : স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা—স্বামী বিবেকানন্দ বইপড়া—প্রমথ চৌধুরী স্ত্রীজাতির অবনতি—বেগম রোকেয়া অপবিজ্ঞান—রাজশেখর বসু	১০

সাহিত্য অংশ

একক-২ :

ক. ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার অ. ছুটি আ. বলাই ই. মণিহারা খ. কবিতার ভাবসৌন্দর্য বিচার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নৈবদ্য (নির্বাচিত কবিতা) নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ্য : বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় (৩০), শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে (৬৪), চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির (৭২), শক্তিদত্ত স্বার্থলোভ মারীর মতন (৯২)	২০ ৬

সূচিপত্র

একক ১ : ভাষা অংশ

প্রবন্ধ ঃ বোধ পরীক্ষা ৭-৯১

বাংলা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, বিভাগ ও বিবর্তন ৭

স্বদেশী সমাজ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১

বাঙ্গালা ভাষা — স্বামী বিবেকানন্দ ৩০

স্ত্রীজাতির অবনতি — বেগম রোকেয়া ৪৬

অপবিজ্ঞান — রাজশেখর বসু ৫৯

বইপড়া — প্রমথ চৌধুরী ৭৫

একক ২ : সাহিত্য অংশ

ছোটগল্প ঃ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত) শিল্প সার্থকতা বিচার ৯২-১৪৪

ছোটগল্প ঃ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৯২

ছুটি ৯৭

মণিহারা ১১৩

বলাই ১৩২

নৈবেদ্য ঃ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কবিতার ভাবসৌন্দর্য বিচার ১৪৫-১৯৪

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় (৩০) ১৫৫

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে (৬৪) ১৬৫

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির (৭২) ১৭৬

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন (৯২) ১৮৪

বাংলা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, বিভাগ ও বিবর্তন

আধুনিক বাংলা গদ্যের মুখ্য সাহিত্যরূপ যে প্রবন্ধ তার সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে—যার মধ্যে রয়েছে বাঙালির জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একটি সুস্পষ্ট পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে যে বিষয়নিষ্ঠ ও আত্মভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধের রূপ লক্ষ করা যায় তা মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবজাত। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে মেলবন্ধন ঘটে তার মননশীল রূপের প্রকাশ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে। সেজন্য প্রবন্ধের মধ্যে রূপ পেল সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়।

রামমোহন প্রথম বাংলা প্রবন্ধ রচনা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারার সূত্রপাত করেন। এরপর অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেবের পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙালির সমাজ, ধর্ম ও মননকে সাহিত্যিক রূপ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এতদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল, ... বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে।" অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তার জীবননিষ্ঠ মননের ভাষ্য, তা তথ্য তত্ত্বে সুসংবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় অভূতপূর্ব।

'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে'—কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে 'প্রবন্ধ' শব্দটি যে অর্থে প্রযুক্ত করেছেন, তার থেকে ভিন্ন অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। 'প্রবন্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন আছে (সং প্র + ✓বন্ধ - অ)। সুতরাং যে রচনার মধ্যে প্রকৃষ্ট বন্ধন আছে তা-ই হল প্রবন্ধ।

Essay, নিবন্ধ, রচনা, সন্দর্ভ—এই শব্দগুলি প্রবন্ধের সমার্থক কিনা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রবন্ধ শব্দটি ইংরেজি Essay-র প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হলেও আসলে তা সমার্থক নয়।

J. A. Cuddon, Essay-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—*"A composition, usually in prose, which may be of only a few hundred words or of book length and which discusses, formally or informally, a topic or a variety of topics. It is one of the most flexible and adaptable of all literary forms.''*

আবার A. C. Benson বলেছেন—*''An essay is a thing which some one does himself; and the point of the essay is not the subject, for any subject will suffice but the charm of personality.''*

সুতরাং ইংরেজিতে Essay শব্দটি formal ও informal এই উভয় ক্ষেত্রে যেমন প্রযুক্ত তেমনি আত্মভাব-প্রধান, কল্পনা ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর রচনা এবং যুক্তি পরম্পরায় গঠিত বিষয় নির্ভর সংহত রচনাকেও Essay রূপে চিহ্নিত করা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'মহাবাক্য' এই শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। পারস্পরিক সুসংবদ্ধ, সুসংহত বাক্যগুলি সাধারণত 'মহাবাক্য' নামে ব্যবহৃত হয়। তাঁ 'সাহিত্য দর্পণে' উল্লিখিত হয়েছে—'প্রবন্ধে মহাবাক্য। অনন্তরোক্তদ্বাদশ ভেদোইর্যশক্ত্যুত্থঃ যথা মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদে।' আবার সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ 'রামায়ণ', 'মহাভারত' 'মালতী-মাধব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কাব্যনাটক সমস্ত রচনাকেই 'প্রবন্ধ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন সুতরাং 'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবন্ধের প্রতিশব্দ রূপে বাংলা সাহিত্যে নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 'নিবন্ধে'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থও 'প্রবন্ধে'র মতোই (সং নি + ✓বন্ধ-অ)। অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত রচনা। 'সন্দর্ভ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সং সম্ + ✓দৃভ্ + অ (ভা.র্ম)। সম্যকরূপে গ্রন্থ হল সন্দর্ভের আক্ষরিক অর্থ। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ হিসেবে প্রস্তাব শব্দের ব্যবহার করেছেন (সংস্কৃ ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব)।

প্রবন্ধ আধুনিক বাংলা গদ্যের অন্যতম মুখ্য সাহিত্যরূপ। বাঙালির মনন, চিন্তন, অনুধ্যানে ফসল হল এই প্রবন্ধ। তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে, যুক্তির পারম্পর্যে, পরিবেশনের নিরপেক্ষতা বিশিষ্ট রীতির সাহিত্যিক রূপ হিসেবে বর্তমানে 'প্রবন্ধ' পরিচিতি লাভ করেছে। শশিভূষ দাশগুপ্তও বলেছেন, "কোন রচনার সকল অংশ ও উপাদান যখন কোনও একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনে ভিতর দিয়া পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটা সমগ্রতা লাভ করিয়াছে তখনই তাহা প্রব আখ্যা লাভ করিয়াছে।"

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি লেখক মাইকেল দ্য মন্‌টেইন ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম তাঁর আত্মভাবপ্রধান গদ্য রচনাসমূহ Essais (১৫৮০) নাম নিয়ে প্রকাশ করেন তারপর থেকেই আত্মভাবনিষ্ঠ কল্পনা ও অভিজ্ঞতাপ্রধান রচনার সঙ্গে যুক্তিতথ্য সমন্বি বিষয়নির্ভর গাঢ়বদ্ধ সংহত আলোচনাও ইংরেজি Essay নামে অভিহিত হতে থাকে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবজাত। সে কারণে বাংলা প্রবন্ধের রূপ-রীতি গঠি হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের বিভাগ পদ্ধতি অনুসারে।

বাংলা প্রবন্ধের দুটি শ্রেণি—বিষয়নিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত। বিষয়বস্তু প্রাধান্য যেমন বিষয়নি প্রবন্ধের তেমনি আত্মভাবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিহৃদয়ের প্রাধান্য ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মৌ উপাদান। বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য হ'ল—গুরুগম্ভীর উপাদান, তথ্য ও তত্ত্বের সুনিপু

সমাবেশ, প্রাবন্ধিকের পাণ্ডিত্য, চিন্তা, বিচারশক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় তথা নৈয়ায়িক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইংরেজি সাহিত্যে বেকন, ড্রাইডেন, লক, কার্লাইল, রাসকিন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির খ্যাতি বিষয়নিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসাবে। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর এই শ্রেণির প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য হল—বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের মতো বিচারবুদ্ধি বা যুক্তি-তর্কের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে এমন এক মহিমাময় আবেদন থাকে, যে আবেদনে পাঠকহৃদয় গভীরভাবে আপ্লুত হয়। সেজন্য প্রবন্ধের ভাব ও বিষয় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। এই শ্রেণির প্রবন্ধে পরম্পরা এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য যেমন থাকে তেমনি থাকে প্রাবন্ধিকের আত্মপ্রকাশ। এই প্রকাশ যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সংহত। এই শ্রেণির প্রাবন্ধিক হলেন ইংরেজি সাহিত্যে চার্লস ল্যাম্ব, ডিকুইন্সি, হ্যাজলিট, অস্কার ওয়াইল্ড এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **বিবৃতিমুখ্য প্রবন্ধ** ঃ ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গ।

(খ) **বর্ণনা বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ** ঃ বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়, নিসর্গ, সমাজ-সংস্কৃতিমূলক রচনা।

(গ) **তত্ত্ব-বিচার বা মননাশ্রিত প্রবন্ধ** ঃ ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গ, দর্শন তত্ত্বমূলক রচনা।

(ঘ) **সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ** ঃ সাহিত্য প্রসঙ্গ, বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা। আবার ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে মোহিতলাল মজুমদার 'মনঃপ্রধান ও অন্তরানুভূতিপ্রধান' এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাঁর স্বরূপ লক্ষণকে চিহ্নিত করেছেন। মনঃপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধে সাধারণত লেখকের বিচিত্র খেয়ালী কল্পনা, ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন সুচতুর কৌশল, লঘু হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ রচনা এই গোত্রের। ইংরেজি সাহিত্যে এডিসন, স্টিল, চেস্টারটন-এর প্রবন্ধ এই শ্রেণির। অন্যদিকে অন্তরানুভূতিপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সাধারণত লেখকের আত্মগত গভীর অনুভূতির অনিবার্য প্রেরণায় রচিত হয়। তা লেখকের অন্তর বা হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাহিত্যরসে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির প্রাবন্ধিক হলেন ইংরেজি সাহিত্যে ল্যাম্ব, হ্যাজলিট এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে বাঙালি তথা বাংলা সাহিত্যে যে নবজাত প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দেয় তারই ফসল হল প্রবন্ধ সাহিত্য। রাজা রামমোহন রায়-এ যার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার মুক্তি। আর এই প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িক পত্রিকার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ধারায় 'সম্বাদ কৌমুদী', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার গুরুত্ব তাই যথেষ্ট। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের ক্ষেত্রে 'সাধনা', 'সবুজপত্র', 'শনিবারের চিঠি', 'পরিচয়', 'দেশ' পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রোত্তর পর্বে প্রবন্ধের রীতি-নীতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর মতে, প্রবন্ধ বলতে বুঝি, "যাতে স্পষ্ট কোন বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে

পৌঁছতে হয়।" শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে— যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়।" শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে—"তথ্যের সহিত তত্ত্বের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য—এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয় এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন—ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।" সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"নিবন্ধমূলক গদ্যরচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি তত্ত্বাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সন্দর্ভ। অর্থাৎ যে গদ্য রচনায় যুক্তির বিশেষ বন্ধন আছে তার মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্য-নিজগুণেই প্রাধান্য লাভ করে। আর একটি হল রসাশ্রয়ী গদ্যরচনা যা নিবন্ধ হলেও প্রবন্ধ নয়।" এই জাতীয় গদ্য রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য। এখানে তিনি রসস্রষ্টা, রূপদক্ষ এবং কল্পনাপ্রবণ। বাংলায় আমরা তত্ত্বাশ্রয়ী গদ্যরচনাকে বলতে পারি প্রবন্ধ সাহিত্য এবং রসাশ্রয়ী গদ্য রচনাকে বলা যাবে রচনা সাহিত্য। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপারকে তথ্য ও তত্ত্বের আধারে এবং যৌক্তিক পারম্পর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই যথার্থ প্রবন্ধের লক্ষণ। তত্ত্ববহুল প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাতে যুক্তির পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং বক্তব্যটি দৃঢ়মূল সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রবন্ধ হবে নৈর্ব্যক্তিক। বস্তুগত ও যৌক্তিক পারম্পর্যে রূপনির্মিতি প্রবন্ধের প্রধান চরিত্র।

প্রবন্ধ

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১ এবং মৃত্যু ৭ই আগস্ট, ১৯৪১। পৈতৃক নিবাস কোলকাতার জোড়াসাঁকো-তে। শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিতে সে-যুগের ভারতবর্ষে এই পরিবার ছিল অগ্রগণ্য। স্কুল-কলেজের প্রথানুগ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ না পেলেও পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উন্নত। মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযোগী সর্ববিধ শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়। তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় পিতার জমিদারি তদারকির কাজে শিলাইদহে। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিস্ময়কর রবীন্দ্র প্রতিভাকে কেউ কেউ বলেছেন বহুতল হীরার মতো; হীরককে যেদিকে ঘোরানো যায়, সে সেদিকেই আলো ফেলে। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা থেকে তেমনি সৃষ্টির বিচিত্র ধারা বহুভাবে উৎসারিত হয়েছে। গদ্য এবং পদ্যে তাঁর সমান দক্ষতা। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্রসাহিত্য, নাটক—আবার নাটকের মধ্যে রূপক-সাংকেতিক নাটক, হাস্যকৌতুক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাটক, কবিতা, গান, চিঠিপত্র—সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তবে কবিতাই তাঁর প্রতিভার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। তাঁর সবথেকে বড় পরিচয়, তিনি কবি।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই

আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই-সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্য দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে। স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিত ভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ

লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একেশ্বরত্ব স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বাহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্ন-জলে-স্বাস্থ্যে-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—

কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেন্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে।

দেশকে খণ্ডিত করিলে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না। সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে।

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।

কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক

এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যা আশা করিতে না পারিব, সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি, সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজত্বই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইয়া থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন আমরা মনকে প্রস্তুত করি—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া আজ মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া, কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।

উৎস ও প্রকাশ

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—'বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রব লিখিত হয়। স্বদেশী সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমা পাঠ করি।' এই প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস ('বঙ্গদর্শন' পত্রিক প্রকাশিত)। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটি 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

শব্দার্থ

- মেলা—মিলনের ক্ষেত্র।
- নিষ্ফল পলিটিকস্—রাজনীতির শুকনো বুলি।
- পল্লী—গ্রাম।
- উৎসুক—আগ্রহান্বিত।
- যথার্থভাবে—উপযুক্তভাবে।
- সদ্ভাব—সৌহার্দ্য।
- গোচর জমি—গবাদি পশু বিচরণের জমি।
- উদ্বৃত্ত—অতিরিক্ত।
- তন্ন তন্ন—নিখুঁতভাবে।
- বান্ধবঃ—আত্মীয়জনেরা।
- আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক পর্যন্ত।
- আকর—উৎপত্তিস্থান, আধার।
- কদাচ নহে—কখনো না।
- পরিধি—সীমা।
- প্রতিমাস্বরূপ—প্রতিমার মতো।
- পার্ষদসভা—অনুচরবর্গ।
- সপ্রমাণ—প্রমাণসহ।
- স্কন্ধ—ঘাড়।
- উদ্যত—উদ্যোগী।
- একাধিপত্য—সর্বেসর্বা হয়ে কাজ করা।
- অধিপতিত্বে—অধিনায়কত্বে।
- প্রকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ।
- মঙ্গলকর্মচালনা—কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা।
- দুরূহ—কষ্টসাধ্য।
- স্বেচ্ছাদত্ত—নিজের ইচ্ছায় প্রদত্ত।
- নিশ্চেষ্ট—চেষ্টারহিত।
- সমাজতন্ত্র—সমাজে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমান অধিকার।
- কর্তৃশক্তি—কর্তৃত্বের ক্ষমতা।
- বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল—পরিচিত জীবনের গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জীবনের সমন্বয় সাধন।
- নাড়ী—রক্ত সঞ্চালনকারী শিরা।
- বিস্মৃত—ভুলে যাওয়া।
- সম্প্রদায়—গোষ্ঠী।
- নিষ্ফল—ব্যর্থ।
- বায়োস্কোপ—চলচ্চিত্র।
- ভোজবাজি—ইন্দ্রজাল।
- সাহিত্যরস—সাহিত্য পাঠ করে যে অনুভূতি তৈরি হয়।
- কণামাত্র—বিন্দুমাত্র।
- আয়ত্তাতীত—আয়ত্তের বাইরে।
- অন্তঃকরণ—অন্তরিন্দ্রিয়, হৃদয়।
- উপেক্ষিত—বঞ্চিত।
- ব্যাপ্ত করা—প্রসারিত করা।
- অব্যবহিতভাবে—ব্যবধানশূন্যভাবে।
- সমাজপতি—সমাজের নেতা।
- অধিপতি—অধিকারী, প্রভু।
- উদ্ভাবন—আবিষ্কার।
- স্খলিত—পতন।
- আত্মসাৎ—গ্রাস করা।
- প্রত্যক্ষগম্য—সরাসরি জানা যায়।
- অনিষ্ট—অপকার।
- অজেয়—যাকে জয় করা যায় না।
- উৎসর্গ—কারও উদ্দেশে সংস্কার বা অর্পণ।
- গ্রামভাটি—গ্রামের সাধারণ অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ।
- অনুবর্তী—অনুসরণকারী।
- আত্মশক্তি—নিজের সামর্থ্য।
- গভর্মেন্ট—সরকার।
- দ্বিখণ্ডিত—দু'ভাগে বিভক্ত।
- মূর্ছিতভাবে—জ্ঞানহীনভাবে।

- উত্তরোত্তর—ক্রমান্বয়ে।
- শৈথিল্য—অকর্মণ্যতা।
- সম্ভবপর—সম্ভবযোগ্য।
- অন্তর্নিহিত—অভ্যন্তরীণ।
- কলসের—কলসীর।
- শূরবীরদের—প্রতিপত্তিশালী বীরদের।
- কুতর্ক—যুক্তি না মেনে তর্ক।
- ভঙ্গুরতাকে—ব্যর্থ অবস্থাকে।
- নিগূঢ়—অপ্রকাশ্য, গোপন।
- হৃদয়স্থাপন—অন্তরের প্রতিষ্ঠা।
- ব্যবস্থাতন্ত্র—পরিচালন ব্যবস্থা।
- নিঃশেষপূর্বক—সমাপ্ত করে।
- অবিচ্ছিন্নভাবে—অবিরামভাবে।
- বিধৃত—গৃহীত।
- সুধী—মাননীয়।
- ক্ষালন—জলদ্বারা শোধন।
- আবর্জনাস্তূপের—পরিত্যক্ত স্তূপের।
- সনাথ—নাথযুক্ত, সহায়বিশিষ্ট।

টীকা

- **কীর্তন**—রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান, নামগান। বিশেষ সুরে গাওয়া হত বলে এ কীর্তন।
- **কথকতা**—পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা। কথক ঠাকুর (পরিবেশনকারী) পুরাণের কথাকে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করত। রামায়ণ-মহাভারতের নীতি ও আদর্শমূলক কাহিনি কথন।
- **মিষ্টান্ন**—উৎসব অনুষ্ঠানে যাত্রা ও কথকতাকে মিষ্টান্ন বলা হয়। আলোচ্য প্রব লেখার সময় বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা ছিল। জমিদারেরা গ্রামে মেলা ও যা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। তাই দেশের জনসাধারণ আনন্দ উপভোগের সুযো পায়। কিন্তু জমিদাররা শহরের অধিবাসী হলে উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের কোনো সুযো থাকত না।
- **নিষ্ফল পলিটিক্সের সম্ভব**—রাজনৈতিক আলোচনা শুধু কচকচি বা তর্কাতর্কি নয় যার মহৎ উদ্দেশ্যে থাকে না, বরং সংঘাত সৃষ্টি করে।
- **হিন্দু-মুসলমানের সম্ভব**—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আমাদে দেশের বহুদিনের ব্যাধি। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে মেলার মিলনক্ষেত্রে এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব। কারণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই মেলায় যায় এবং সেখা কোন জাত বিচার থাকে না।
- **সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ**—সর্বজনের স্বদেশী সমাজ কবির লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সেখা (সে সমাজে) মানবিক আদর্শই একমাত্র উদ্দেশ্য। সেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, উচ্চ নীচ ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য থাকবে না। সব মানুষে সমান অধিকার মানবিক মূল্যেই স্বীকৃত হয়।
- **বল পাইতেই হইবে**—বল অর্থাৎ বন্ধের সাহায্যেই বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে কাজ করা হবে। তার সাথে রাষ্ট্রনৈতিক সহযোগিতারও প্রয়োজন। তা না হলে বৃহত্তর রাষ্ট্রে উন্নতি অসম্ভব।
- **একণে আমাদের সমাজপতি চাই**—আদর্শ সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে সমাজপ অর্থাৎ উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন। নেতাই হবেন কেন্দ্রীয় নিয়ন্তা। নেতার উপদে ও পরামর্শ মতো দেশের মানুষ সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ হবে। দেশবাসী নেতাকে নির্বাচিত করবেন। এবং দেশবাসীর চাপে নেতাই সঠিক লক্ষ্যে অগ্রসর হবেন। সুযোগ্য সমাজপতি নির্বাচিত হলে আদর্শ স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভবপর।
- **বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন**—১৯০৪ সালে আলোচ্য প্রবন্ধ রচিত হওয়ার সময় লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আবার ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী (স্বরাজ ও বয়কট) আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ঝড় ওঠার আগে জাতির প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সতর্কবাণীও রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির লেখক হলেন—
(অ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(ই) হীরেন্দ্র নাথ দত্ত □ (ঈ) দীনবন্ধু মিত্র □

২। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল হল—
(অ) ১৩১১, ভাদ্র মাস □ (আ) ১৩২১, শ্রাবণ মাস □
(ই) ১৩০৫, আশ্বিন মাস □ (ঈ) ১৩২৫, কার্তিক মাস □

৩। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়—
(অ) বঙ্গদর্শন-এ □ (আ) সমাচার দর্পণ-এ □
(ই) সোমপ্রকাশ-এ □ (ঈ) তত্ত্ববোধিনী-তে □

৪। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির উৎস গ্রন্থ হল—
(অ) আত্মশক্তি □ (আ) বিশ্বপরিচয় □ (ই) আত্মপরিচয় □ (ঈ) জীবনস্মৃতি □

৫। 'মেলা' শব্দের অর্থ হল—
(অ) মিলন □ (আ) মেলবন্ধন □ (ই) আদান-প্রদান □ (ঈ) উৎসব □

৬। রাজা ও রাজ্যের মধ্যে বড়ো—
(অ) রাজা □ (আ) রাজ্য □ (ই) প্রজা □ (ঈ) সমাজ □

৭। মন্দিরের মাথায় কি আছে—
(অ) কলস □ (আ) স্বর্ণকলস □ (ই) ঘট □ (ঈ) সমাজপতি □

৮। 'এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই'—কোন্ ধরনের সমাজপতি চাওয়া হয়েছে?
(অ) শিক্ষিত ও বাক্‌পটু □ (আ) সমাজের উন্নতি বিধায়ক □
(ই) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াকু □ (ঈ) সুলেখক □

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলাকে বলেছেন—
(অ) মিলনের ক্ষেত্র □ (আ) মানুষে মানুষে মিলন □
(ই) সম্প্রীতি স্থাপনের স্থান □ (ঈ) খবর আদান-প্রদান □

১০। 'বায়োস্কোপ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) থিয়েটার □ (আ) চলচ্চিত্র □
(ই) নাটক □ (ঈ) যাত্রা □

১১। মিকাডো শহরটি অবস্থিত—
(অ) ফ্রান্স-এ □ (আ) জাপান-এ □
(ই) ইংল্যান্ড-এ □ (ঈ) চীন-এ □

১২। 'বান্ধবাঃ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) বন্ধুবান্ধব □ (আ) আত্মীয়স্বজন □
(ই) নিকটজন □ (ঈ) বন্ধুবর্গ □

১৩। 'গ্রামভাটি' শব্দের অর্থ হল—
(অ) গ্রামের সাধারণ অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ □
(আ) মেলা উপলক্ষে আদায়ীকৃত অর্থ □
(ই) চাঁদা আদায় করে অর্থ উপার্জন □
(ঈ) পারিশ্রমিক দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ □

১৪। আমাদের দেশ হল প্রধানত—
(অ) নগরবাসী □ (আ) পল্লীবাসী □
(ই) শহরকেন্দ্রিক □ (ঈ) গ্রামকেন্দ্রিক □

১৫। মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল—
(অ) বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান □ (আ) পারস্পরিক আদান-প্রদান
(ই) ঘরকে বাইরে নেওয়া □ (ঈ) নবপ্রাণে সজীব করে তোল

১৬। 'মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ'—বাক্যটির অর্থ হল—
(অ) সাধারণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ □
(আ) মিষ্টান্নের উপায় জোগান □
(ই) পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ □ (ঈ) প্রজাদের নিকট চাঁদা আদায়

১৭। বিদেশী আমাদের স্বদেশকে চিরদিন দেবে—
(অ) অন্নজল ও বিদ্যাভিক্ষা □ (আ) অন্নজল □
(ই) ভিক্ষার অংশ □ (ঈ) লোকশিক্ষা □

১৮। 'স্বদেশকে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি করতে চাই'—বিশেষ ব্যক্তি কে হবে?
(অ) সমাজের প্রতিমাস্বরূপ □ (আ) সমাজপতি □
(ই) সমাজের অধিপতি □ (ঈ) পার্ষদ সভা □

১৯। আমাদের দেশে সামান্য উপলক্ষে বিরোধ বাধে কাদের মধ্যে?
(অ) হিন্দু-শিখ □ (আ) পারসিক □
(ই) হিন্দু-মুসলমান □ (ঈ) খ্রীস্টান □

২০। 'কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না'—অনিষ্ট না করতে পারার কারণ কী?
(অ) সমাজ জাগ্রত থাকে □ (আ) অধিপতির অভিষেক □
(ই) সমাজপতি থাকে □ (ঈ) সমাজের অধিপতি বাধা দেয়

২১। সমাজের শূন্য আসনে অভিষেক হবে—
(অ) সমাজপতির □ (আ) অধিপতির □
(ই) পার্ষদগণের □ (ঈ) সমাজের অধিপতির □

২২। 'কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না'—'কল' হল—
(অ) যন্ত্রপাতি □ (আ) দেশী যন্ত্র □
(ই) বিদেশী মুদ্রা □ (ঈ) যন্ত্র □

২৩। জমিদাররা অনুষ্ঠান করতেন—
(অ) শহরে □ (আ) গ্রামে □
(ই) পল্লী বাংলায় □ (ঈ) গ্রাম বাংলায় □

২৪। মেলার উপর কবি সচেতন হতে নির্দেশ দিয়েছেন কার বিরুদ্ধে—
(অ) সরকারী খবরদারি ও নজরদারির বিরুদ্ধে □
(আ) মেলার উপযোগিতার বিরুদ্ধে □
(ই) লোকশিক্ষার বিরুদ্ধে □
(ঈ) রাজশক্তির বিরুদ্ধে □

২৫। মেলা সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন—
(অ) কাজ বন্ধ রেখে □ (আ) অবসরের সময় □
(ই) ছুটির দিনে □ (ঈ) কাজের দিনে □

২৬। পল্লীতে মেলার সময় কীর্তন ও কথকতা হয়—
(অ) সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে □ (আ) পরস্পরের মেলবন্ধনে □
(ই) অর্থনৈতিক লাভের জন্য □ (ঈ) সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূরীকরণে □

২৭। ম্যাজিক লণ্ঠন হল—
(অ) চলচ্চিত্র, সিনেমা □
(আ) বায়োস্কোপ □
(ই) লেন্সসমেত স্লাইডে আলোর সাহায্যে পর্দায় ছবি □
(ঈ) নাটক □

২৮। 'নিষ্ফল পলিটিক্স্' হল—
(অ) রাজনীতির শুকনো বুলি □ (আ) অর্থনীতি বিষয়ক □
(ই) পারস্পরিক সদ্ভাব স্থাপন □ (ঈ) সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমান অধিকার □

২৯। কবি চোখের সামনে রেখেছেন—
(অ) কেবল বাংলাদেশকে □ (আ) রাজনীতিকে □
(ই) পল্লীকে □ (ঈ) ম্যাজিক লণ্ঠনকে □

৩০। রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হল—
(অ) জাপান □ (আ) বাংলাদেশ □ (ই) পাকিস্তান □ (ঈ) আফ্রিকা □

৩১। রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের দুর্বলতার প্রধান কারণ কী?
(অ) সতীদাহ □ (আ) বহুবিবাহ □
(ই) হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ □ (ঈ) জাতপাতের লড়াই □

৩২। আমাদের দেশকে কারা দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল?
(অ) পাকিস্তান □ (আ) ইংরেজরা □
(ই) জঙ্গীরা □ (ঈ) জমিদাররা □

৩৩। সমাজতন্ত্র কী?
(অ) সব মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা □ (আ) সব মানুষের বস্ত্রের নিশ্চয়তা □
(ই) সব মানুষের বাসস্থানের নিশ্চয়তা □
(ঈ) সব মানুষের সমান অধিকার □

৩৪। 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী'—উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত?
(অ) 'বাঙ্গালা ভাষা' □ (আ) 'স্বদেশী সমাজ' □
(ই) 'অপবিজ্ঞান' □ (ঈ) 'বইপড়া' □

৩৫। 'এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই'—কেন এই উক্তি?
(অ) পঞ্চায়েত গঠনের জন্য □ (আ) স্বদেশী সমাজ গঠনের কারণে □
(ই) রাজনৈতিক কারণে □ (ঈ) স্বাধীনতা লাভের জন্য □

৩৬। বিদেশী চিরদিন আমাদের—ও—দিবে, (শূন্যস্থান পূরণ করো)।
(অ) অন্নজল ও বিদ্যা □ (আ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য □
(ই) জ্ঞান ও বিজ্ঞান □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৭। 'কল পাতিতেই হইবে'—কেন একথা বলা হয়েছে?
(অ) শিল্পকে সমর্থনের জন্য □ (আ) বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা □
(ই) ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৮। 'বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন'—কোন্ সময়ের ঘটনা?
(অ) ১৯০৫ □ (আ) ১৯৪২ □ (ই) ১৮৮৫ □ (ঈ) ১৯৪৭ □

৩৯। 'আত্মশক্তি' বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন—
(অ) স্বাবলম্বন □ (আ) পেশি শক্তি □
(ই) আধ্যাত্মিক শক্তি □ (ঈ) আত্মবিশ্বাস □

৪০। মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ এই মেলার অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন—
(অ) কুশিক্ষাকে □ (আ) আধ্যাত্মিকতার অভাবকে □
(ই) প্রকৃত পরিচালনার অভাবকে □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪১। 'বাহির হইতে যে—শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে' (শূন্যস্থান পূরণ করো)।
(অ) উদ্যত □ (আ) বহির্মুখী □
(ই) অশুভ □ (ঈ) শুভ □

৪২। 'রাজাই রাজাকে—করে' (শূন্যস্থান পূরণ করো)।
(অ) বড় □ (আ) পালন □ (ই) সমৃদ্ধ □ (ঈ) মহৎ □

৪৩। সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হল—
(অ) মানবিক আদর্শ স্থাপন □ (আ) আত্মবিশ্বাসী হওয়া □
(ই) স্বাবলম্বনকে গ্রহণ করা □ (ঈ) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা □

৪৪। সমাজকে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় হল—
(অ) সমাজপতি নির্বাচন করা □ (আ) ঐক্যবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া □
(ই) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষা করা □ (ঈ) নিজ নিজ কাজ করা □

৪৫। মিকাডো শহরটি কোন্ দেশে অবস্থিত—
(অ) জার্মান □ (আ) জাপান □ (ই) ইন্দোনেশিয়া □ (ঈ) নেপাল □

৪৬। মেলার কাজ হল—
(অ) ঘরের মধ্যে বাহিরকে আহ্বান □ (আ) বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা □
(ই) বিনোদনের উপাদান □ (ঈ) বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী কেনা বেচার স্থান □

৪৭। কীর্তন বেশি প্রচার লাভ করে—
(অ) শ্রীরামকৃষ্ণের আমলে □ (আ) চৈতন্যদেবের দ্বারা □
(ই) বৈষ্ণব মহাজনদের দ্বারা □ (ঈ) সপ্তদশ শতাব্দীতে □

৪৮। স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন—
(অ) বিশেষ লোক □ (আ) সমাজপতি □
(ই) পল্লীবাসী □ (ঈ) আধুনিক যন্ত্রপাতি □

৪৯। ইংরেজ সরকারের বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কারণ—
(অ) বাংলার মানুষের ঐক্যচেতনা হবে □
(আ) শাসনকার্য পরিচালনা হবে না □
(ই) ঐক্য নষ্ট ও শাসনকার্য পরিচালনা সুবিধাজনক হবে □
(ঈ) কোনোটি নয়। □

৫০। আমাদের দেশে মেলা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ—
(অ) তুচ্ছ ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে □
(আ) মানুষকে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা □
(ই) সমাজপতির প্রয়োজনে □ (ঈ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে □

৫১। কোন্ সমাজে সমাজপতিরা ক্ষতিসাধন করতে পারে না?
(অ) বিদেশী □ (আ) নিজেদের মঙ্গল রক্ষার্থে সচেতন ও জাগ্রত □
(ই) সংকীর্ণতামুক্ত □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৫২। 'তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে'—কার কথা বলা হয়েছে?
(অ) পল্লীবাসীর □ (আ) ইংরেজদের □
(ই) সমাজপতির □ (ঈ) সমাজতন্ত্রের □

৫৩। আমাদের গৌরব কোন্ কার্যে?
(অ) সমাজকে সংকীর্ণতা মুক্ত করা □ (আ) স্বদেশের ভার গ্রহণ করা □
(ই) শাসনকার্য পরিচালনার □ (ঈ) সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার □

৫৪। 'আমাদের প্রথম কাজ হইবে'—এখানে কোন্ প্রথম কাজের কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন?
(অ) বিশেষ ব্যক্তি (সমাজপতি) স্থির করা □
(আ) ঐ ব্যক্তির বাধ্যতা স্বীকার করা □
(ই) বিশেষ ব্যক্তির চারদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

সমাজরাজতন্ত্র কেমন প্রতিষ্ঠিত হবে?
৫৫। সমাজরাজতন্ত্র কেমন প্রতিষ্ঠিত হবে?
(অ) জাতিকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী করে তোলা □
(আ) যোগ্য ব্যক্তিকে সমাজপতি হিসেবে নির্দিষ্ট করা □
(ই) সমাজপতির অধীনে কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫৬। সভার থেকে মেলাকে রবীন্দ্রনাথ কেন গুরুত্ব দিয়েছেন?
(অ) ঘরের মধ্যে বাহিরকে আহ্বান করার উপযুক্ত জায়গা মেলা □
(আ) মেলার মধ্যে প্রাণের আনন্দ পাওয়া যায় □
(ই) হৃদয়কে মেলে ধরার অবকাশ □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫৭। 'এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়।'—কোন্ উৎসবে...
কথা বলা হয়েছে?
(অ) মেলা □ (আ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান □
(ই) কীর্তন ও কথকতা □ (ঈ) কোনটি নয় □

৫৮। 'এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়।'—কিভাবে প...
সংকীর্ণতার বিস্মরণ ঘটে?
(অ) পরস্পর মেলামেশার অবসরে □ (আ) সমাজের উন্নয়নে □
(ই) ঘরের মধ্যে বাহিরকে আহ্বান করার মধ্যে □
(ঈ) সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগে □

৫৯। 'আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপল...
করা,...একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।'—উদ্ধৃতিটি ক...
প্রবন্ধের অন্তর্গত? কোন্ গ্রন্থে সংকলিত?
(অ) বাঙ্গালা ভাষা, ভাববার কথা □ (আ) স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি □
(ই) বই পড়া, প্রবন্ধ সংগ্রহ □ (ঈ) অপবিজ্ঞান, লঘুগুরু □

৬০। আমাদের দেশের প্রধান প্রাণস্পন্দন কোথায়?
(অ) মেলায় □ (আ) পল্লীগ্রামে □ (ই) কৃষিতে □ (ঈ) স্বদেশী সমাজে...

৬১। সভা ও মেলার মধ্যে মূল পার্থক্য হল—
(অ) প্রয়োজনের দিক □ (আ) আনন্দের দিক □
(ই) স্ববিলম্বনের দিক □ (ঈ) সম্পর্কের দিক □

৬২। মেলা কোন্ সময়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়?
(অ) অবসরের সময়ে □ (আ) কাজকর্মের দিনে □
(ই) যে কোন সময়ে □ (ঈ) উৎসব-অনুষ্ঠানের সময়ে □

৬৩। মেলা সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের ভাবধারার প্রাসঙ্গিকতা হল—
(অ) দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী হতে হবে □
(আ) পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও মেলবন্ধন □
(ই) পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে গ্রামের উন্নতির বিধান...
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬৪। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মেটানোর প্রয়োজন, কেননা—
(অ) দেশকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করলে দেশের কল্যাণ সম্ভব □
(আ) পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য অখণ্ড ঐক্য □
(ই) ঐক্যবোধের জন্যই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের গুরুত্ব □
(ঈ) উপরের সবগুলি □

৬৫। সমাজপতি নির্বাচনের ব্যাপারে অসুবিধাগুলি হল—
(অ) নির্বাচন করার পদ্ধতি □
(আ) নির্বাচিতকে সকলের না মেনে নেওয়া □
(ই) ব্যবস্থাতন্ত্র না করে সমাজপতির প্রতিষ্ঠা □
(ঈ) উপরে সবগুলি ঠিক □

৬৬। মেলার লাভজনক দিক হল—
(অ) মেলার জন্য জমিদারকে নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়া □
(আ) জমিদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া □
(ই) ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬৭। জমিদাররা যে উৎসব অনুষ্ঠান করত সেগুলি ছিল—
(অ) জমিদাররা উৎসব উপলক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত □
(আ) জমিদাররা কর আদায়ের বিনিময়ে গ্রামে উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলার পৃষ্ঠপোষকতা করত □
(ই) জমিদাররা তাদের পুত্র কন্যার বিবাহে আমোদের জন্য শহরের ধনী বন্ধুদের ডেকে নাচগান ও থিয়েটার করত □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬৮। 'এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য'।—মেলার তালিকা সংগ্রহ করা কর্তব্য কেন?
(অ) কোন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা □
(আ) দেশের জনজীবন সম্পর্কে জানা □
(ই) দেশের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে জানা □
(ঈ) উপরের সবগুলি □

৬৯। স্বদেশের উন্নতি কিভাবে সম্ভব?
(অ) বিদ্যালয়, পথঘাট প্রভৃতি সমস্যার সমাধান □
(আ) জলাশয়ের সমস্যার সমাধান □
(ই) গোচর-জমি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭০। সমাজরাজতন্ত্র সম্বন্ধে লেখকের অভিমত হল—
(অ) সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনা □
(আ) সমাজপতিকে কেন্দ্রে রেখে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র □
(ই) সমাজপতির অধীনে একদল লোক কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

'এই সকল মেলায় তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন'

৭১। 'এই সকল মেলায় তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন'—'তাঁহারা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?
(অ) শিক্ষিতগণ □ (আ) অশিক্ষিতগণ □
(ই) ধার্মিক লোকেরা □ (ঈ) কোনটিই নয় □

৭২। 'বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন'—কে ইচ্ছা করেছেন?
(অ) লর্ড কার্জন □ (আ) লর্ড ডাফরিন □
(ই) লর্ড ওয়েলেসলি □ (ঈ) লর্ড ডালহৌসী □

৭৩। যাকে জয় করা যায় না—'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ অবলম্বনে এককথায় প্রকাশ করো।
(অ) অজেয় □ (আ) অটল □ (ই) অমর □ (ঈ) কোনটিই নয় □

৭৪। 'সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে।'—'তাঁহাকে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
(অ) সমাজপতির □ (আ) বিধাতার □
(ই) স্বদেশী সমাজের □ (ঈ) দেশের লোকের □

৭৫। জাপানের মিকাডো জাপানের কাদের দ্বারা বড়ো?
(অ) সুধীজনের □ (আ) সাধকদের □
(ই) শূরবীরদের □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৬। 'মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে'—কে তাকে উচ্চ করে?
(অ) মন্দিরের উচ্চতাই □ (আ) মন্দির □
(ই) সমাজের সকলে □ (ঈ) সমাজপতি □

৭৭। সমাজের শূন্য আসনে সমাজপতির অভিষেক কিভাবে হওয়া প্রয়োজন?
(অ) বিনম্র-বিনীতভাবে □ (আ) নম্রভাবে □
(ই) অশ্রদ্ধায় □ (ঈ) ভক্তিভাবে □

৭৮। 'আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব'—'এইটুকুমাত্র' বলতে কীসের বলা হয়েছে?
(অ) মনকে প্রস্তুত করার কথা □ (আ) সমাজের কথা □
(ই) সমাজপতির কথা □ (ঈ) হৃদয়ের কথা □

৭৯। ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি থেকে কাকে শোধন করার কথা বলা হয়েছে?
(অ) হৃদয়কে □ (আ) মন্দিরকে □
(ই) সমাজপতিকে □ (ঈ) সমাজের মানুষকে □

৮০। 'ক্ষালন' শব্দের অর্থ হল—
(অ) জলদ্বারা শোধন □ (আ) পতন □ (ই) উদ্ভাবন □ (ঈ) বঞ্চিত □

৮১। 'আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।'—'সনাথ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) নাথযুক্ত □ (আ) সহায়বিশিষ্ট □
(ই) একসূত্রে গ্রথিত করা □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৮২। আশ্রয়চ্যুত সমাজকে কি করার কথা বলা হয়েছে?
(অ) সনাথ □ (আ) অনাথ □ (ই) উৎপাটিত □ (ঈ) পতন □

৮৩। ব্যাধির বীজ বাহির থেকে কোথায় প্রবেশ না করলে ভালো?
(অ) শরীরে □ (আ) মনে □ (ই) ইন্দ্রিয়ে □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৮৪। সমাজ কার মতো শূন্য হয়ে যায়?
(অ) ফুটো কলসের □ (আ) থালার □ (ই) পাত্রের □ (ঈ) সমাজপতির □

৮৫। 'সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে' কার মধ্যে নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে?
(অ) আবর্জনা স্তূপের □ (আ) হৃদয়ের □ (ই) মনের □ (ঈ) কর্মের □

৮৬। পল্লী মাঝে মাঝে বাইরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে কার মধ্যে?
(অ) আপনার নাড়ীর □ (আ) হৃদয়ের □ (ই) মনের □ (ঈ) দেশের □

৮৭। আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ হয় কখন?
(অ) বর্ষার আগমনে □ (আ) গ্রীষ্মের শুরুতে □
(ই) শীতের সময়ে □ (ঈ) হেমন্তের আগমনে □

৮৮। পল্লীর হৃদয়কে ভরে দেবার উপযুক্ত স্থান হল—
(অ) মেলা □ (আ) হাট □ (ই) বাজার □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৮৯। পল্লীগুলি কী বন্ধ করে ছুটি নিয়েছে?
(অ) হাল-লাঙল □ (আ) হাট-বাজার □ (ই) মেলা □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৯০। বাংলাদেশে এমন জেলা নেই যেখানে বৎসরের নানা সময়ে নানা স্থানে—— না হয়ে থাকে। শূন্যস্থান পূরণ করো।
(অ) মেলা □ (আ) বাজার □ (ই) হাট □ (ঈ) কীর্তন □

৯১। 'প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ ধরিয়া দেন'— কোন্ প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে?
(অ) খাজনা □ (আ) কথকতা □ (ই) লভ্যাংশ □ (ঈ) নূতন নূতন যাত্রা □

৯২। আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে কি কি দান করা হয়েছে?
(অ) সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা □ (আ) আমোদ-আহ্লাদ □
(ই) থিয়েটার ও নাচগান □ (ঈ) জলদান □

৯৩। শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে কি হবে না?
(অ) শুষ্ক মরুভূমি □ (আ) হিমশীতল □ (ই) শীতাতপ □ (ঈ) আর্দ্র □

৯৪। জমিদার ক্রিয়াকর্মে কার নিকট থেকে চাঁদা আদায় করতে কুণ্ঠিত হন না?
(অ) প্রজাদের □ (আ) সমাজের □ (ই) সমাজপতির □ (ঈ) পল্লীর □

৯৫। বাংলার গ্রাম সকল দিনে দিনে কেমন হচ্ছে?
(অ) নিরানন্দ □ (আ) পল্লীময় □ (ই) কারখানা □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৯৬। 'আবালবৃদ্ধবনিতা' শব্দের অর্থ হল—
(অ) বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক পর্যন্ত □ (আ) আত্মীয় স্বজন □
(ই) নিকটজন □ (ঈ) বন্ধুবর্গ □

'আকর হইয়া উঠিয়াছে।'—'আকর' শব্দের অর্থ বল।

৯৭। 'কুশিক্ষার ও আকর হইয়া উঠিয়াছে।'—'আকর' শব্দের অর্থ বল।
(অ) উৎপত্তিস্থান/আধার □ (আ) পতন □ (ই) গ্রাস করা □ (ঈ) প্রসারিত

৯৮। 'তন্ন তন্ন' শব্দের অর্থ হল—
(অ) নিখুঁতভাবে □ (আ) ব্যর্থ □ (ই) বঞ্চিত □ (ঈ) আধার □

৯৯। ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ কোন্ মহাপুরুষের জন্মদিন?
(অ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (আ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □
(ই) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ (ঈ) প্যারীচাঁদ মিত্র □

১০০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস কবে?
(অ) ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১ □ (আ) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ □
(ই) ৯ই অক্টোবর, ১৯৪৩ □ (ঈ) ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৪ □

১০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল—
(অ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় □ (আ) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় □
(ই) গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় □ (ঈ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় □

১০২। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ লেখার সময় বাংলাদেশে কোন্ প্রথা ছিল?
(অ) জমিদারী □ (আ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত □
(ই) স্বত্ববিলোপ নীতি □ (ঈ) দ্বৈত শাসনব্যবস্থা □

১০৩। আমাদের দেশে ধর্মের নামে কি প্রচলিত আছে?
(অ) মেলা □ (আ) খাজনা □ (ই) লোকশিক্ষা □ (ঈ) কীর্তন □

১০৪। 'কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা আনাইতে হইবে'—কোথা থে আনতে হবে?
(অ) বিদেশ □ (আ) স্বদেশ □ (ই) মেলা □ (ঈ) কোনোটি নয়

১০৫। 'এইখানে দেশের মন পাইবার অবকাশ ঘটে'। কোথায় 'প্রকৃত অবকাশ' ঘটে
(ক) খেলার মাঠে □ (খ) মেলায় □ (গ) জন সমবেশে □ (ঘ) আলোচনা সভায়

১০৬। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি কোথায় প্রথম পঠিত হয়?
(ক) এ্যালবার্ট হলে □ (খ) মিনার্ভা রঙ্গামঞ্চে □
(গ) মহাজাতি সদনে □ (ঘ) কার্জন রঙ্গামঞ্চে □

১০৭। 'শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না'—কোন প্রবন্ধের অংশ?
(ক) স্বদেশী সমাজ □ (খ) বইপড়া □ (গ) বাঙ্গালা ভাষা □ (ঘ) অপবিজ্ঞান

১০৮। 'পুঞ্জীভূত' কথাটির অর্থ হল
(ক) রাশিকৃত □ (খ) বিস্ত্রস্ত □ (গ) পরিণত □ (ঘ) পঞ্জিকরণ □

উত্তরমালা

১। (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। (অ) ১৩১১, ভাদ্রমাস। ৩। (অ) বঙ্গাদর্শন। ৪। (অ আত্মশক্তি। ৫। (অ) মিলন। ৬। (অ) রাজা। ৭। (আ) স্বর্ণকলস। ৮। (আ) সমাজে উন্নতি বিধায়ক। ৯। (ই) সম্প্রীতি স্থাপনের স্থান। ১০। (আ) চলচ্চিত্র। ১১। (আ জাপান। ১২। (আ) আত্মীয়স্বজন। ১৩। (অ) গ্রামের সাধারণ অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ

১৪। (আ) পল্লীবাসী। ১৫। (অ) বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। ১৬। (অ) সাধারণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ। ১৭। (অ) অন্নজল ও বিদ্যাভিক্ষা। ১৮। (অ) সমাজের প্রতিমাস্বরূপ। ১৯। (ই) হিন্দু-মুসলমান। ২০। (অ) সমাজ জাগ্রত থাকে। ২১। (অ) সমাজপতির। ২২। (অ) যন্ত্রপাতি। ২৩। (অ) শহরে। ২৪। (অ) সরকারী খবরদারি ও নজরদারির বিরুদ্ধে। ২৫। (আ) অবসরের সময়। ২৬। (অ) সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে। ২৭। (ই) লেন্সসমেত স্লাইডে আলোর সাহায্যে পর্দায় ছবি। ২৮। (অ) রাজনীতির শুকনো বুলি। ২৯। (অ) কেবল বাংলাদেশকে। ৩০। (অ) জাপান। ৩১। (ই) হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ। ৩২। (আ) ইংরেজরা। ৩৩। (ঈ) সব মানুষের সমান অধিকার। ৩৪। (আ) 'স্বদেশী সমাজ'। ৩৫। (আ) স্বদেশী সমাজ গঠনের কারণে। ৩৬। (অ) অন্নজল ও বিদ্যা। ৩৭। (আ) বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা। ৩৮। (অ) ১৯০৫। ৩৯। (অ) স্বাবলম্বন। ৪০। (অ) কুশিক্ষার কারণে। ৪১। (অ) উদ্যত। ৪২। (অ) বড়। ৪৩। (অ) মানবিক আদর্শ স্থাপন। ৪৪। (আ) ঐক্যবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া। ৪৫। (আ) জাপান। ৪৬। (অ) ঘরের মধ্যে বাহিরকে আহ্বান। ৪৭। (আ) চৈতন্যদেবের দ্বারা। ৪৮। (আ) সমাজপতি। ৪৯। (ই) ঐক্য নষ্ট ও শাসনকার্য পরিচালনা সুবিধাজনক হবে। ৫০। (আ) মানুষকে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। ৫১। (আ) নিজেদের মঙ্গল রক্ষার্থে সচেতন ও জাগ্রত। ৫২। (ই) সমাজপতির। ৫৩। (আ) স্বদেশের ভার গ্রহণ করা। ৫৪। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫৫। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫৬। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫৭। (অ) মেলা। ৫৮। (অ) পরস্পর মেলামেশার অবসরে। ৫৯। (আ) স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি। ৬০। (আ) পল্লীগ্রামে। ৬১। (আ) আনন্দের দিক। ৬২। (অ) অবসরের সময়ে। ৬৩। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৪। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৫। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৬। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৭। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৮। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৯। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৭০। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৭১। (অ) শিক্ষিতগণ। ৭২। (অ) লর্ড কার্জন। ৭৩। (অ) অজেয়। ৭৪। (অ) সমাজপতির। ৭৫। (ঘ) উপরের সবগুলি। ৭৬। (অ) মন্দিরের উচ্চতাই। ৭৭। (অ) বিনম্র-বিনীতভাবে। ৭৮। (অ) মনকে প্রস্তুত করার কথা। ৭৯। (অ) হৃদয়কে। ৮০। (অ) জলদ্বারা শোধন। ৮১। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৮২। (অ) সনাথ। ৮৩। (অ) শরীরে। ৮৪। (অ) ফুটো কলসের। ৮৫। (অ) আবর্জনা স্তূপের। ৮৬। (অ) আপনার নাড়ীর। ৮৭। (অ) বর্ষার আগমনে। ৮৮। (অ) মেলা। ৮৯। (অ) হাল-লাঙল। ৯০। (অ) মেলা। ৯১। (অ) খাজনা। ৯২। (অ) সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা। ৯৩। (অ) শুষ্ক মরুভূমি। ৯৪। (অ) প্রজাদের। ৯৫। (অ) নিরানন্দ। ৯৬। (অ) বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক পর্যন্ত। ৯৭। (অ) উৎপত্তিস্থান/আধার। ৯৮। (অ) নিখুঁতভাবে। ৯৯। (অ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০০। (অ) ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১। ১০১। (অ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১০২। (অ) জমিদারী। ১০৩। (অ) মেলা। ১০৪। (অ) বিদেশ। ১০৫। (খ) মেলায়। ১০৬। (খ) মিনার্ভা রঙ্গামঞ্চে। ১০৭। (ক) স্বদেশী সমাজ। ১০৮। (ক) রাশিকৃত।

প্রবন্ধ

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

লেখক পরিচিতি

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গদ্যরচয়িতা। উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বাঙালিকে যে সমস্ত মনীষী উপহার দিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। পরাধীন ভারতবর্ষের অন্তরে তিনি দিয়েছিলেন পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ-চিত্ত জাতির হৃদয়ে তিনি উদার মানবিকতার সঞ্চার করেছিলে দরিদ্র নরনারায়ণের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি তিনি অনুভব করেছিলেন এবং দেশবাসীকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলেছিলেন। এই সংস্কারমুক্ত, মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথের ডাকনাম বিলে। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী ছিলেন আদর্শ স্ত্রী এবং জননী।

বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে লিখিত। কিন্তু চিঠিপত্রে তিনি গুরুভা ও শিষ্যদের নানা উপদেশ দিতেন, য়ুরোপে ভ্রমণের সময় ডায়েরি লিখেছিলেন, কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কর্মযোগী বীর সন্ন্যাসী—কৃত্রিম সাহিত্য, অলস কাব্যলীলা এসব ব্যাপারকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। যে সাহিত্য বলিষ্ঠ জীবনের প্রতীক, তাকে তিনি ভালোবাসতেন। সাধু ভাষায় তিনি কিছু কিছু লিখলেও চলিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনি ও ডায়েরির বিচিত্র বিষয়, চলতি বুলির সরসতা ও সজীবতা এখনও আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'ভাববার কথা', 'পত্রাবলী'—এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশই উত্তর-কলকাতার মৌখিক সংলাপের ভাষায় লেখা। তাঁর চরিত্রের প্রচণ্ড পৌরুষ ও মনোরম সরসতা এই চলিত ভাষায় এমন একটা অপূর্বতা সৃষ্টি করেছে যে, বিশ শতকের চলিত ভাষার কোন লেখকই তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না। খাঁটি কলকাতাই 'ককনি' ভাষা যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, পূর্বেই হুতোম তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তাঁর খোলাখুলি ভাষায় অশালীনতার নামগন্ধও ছিল না; প্রমথ চৌধুরীর মত রসিকতা ছিল কিন্তু বুদ্ধির মার-প্যাঁচ ছিল না। আবার কোথাও কোথাও তাঁর চলিত ভাষায় অপূর্ব ধ্বনিগম্ভীর ক্লাসিক ঝংকার সঞ্চারিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বাংলা চলিত ভাষার যে একজন বিচিত্রকর্মা শিল্পী, তা স্বীকার করতে হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও গঙ্গাজলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষে আচার্য শংকরের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—'রাজা আসীৎ'!!! আহা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও-সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই-

সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!! গান কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল ছত্রিশ নাড়ীর টান তাই রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি-ঘর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

উৎস

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি এক অগ্নিদীপ্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধির আলোয় উ যুক্তির বিন্যাসে সুশৃঙ্খল, চিন্তার দীপ্তিতে মৌলিক, ভাবনার স্বকীয়তায় গভীর একটি স্বদেশপ্রেমে মন্দ্রিত, আবেগে মথিত, হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত, ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত অভি চিহ্নিত একটি পত্র-প্রবন্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বা ভাষা' নিবন্ধটি। 'বড়ো বিস্ময় লাগে'—আজ থেকে প্রায় আট দশক আগে সেই ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি বিচারে এমন প্রগতি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন এই ছোট পত্র-প্রবন্ধটিতে। রচনাটির অ ছোট, কিন্তু বক্তব্য গভীর-দূরচারী। মনীষা, বৈদগ্ধ্য, দূরদৃষ্টি, স্বচ্ছ বিচারবোধ এবং সরসতার আশ্চর্য সমন্বয় এই রচনা।

আলোচ্য প্রবন্ধে স্বামীজির দৃষ্টি নির্মোহ, বাস্তবসম্মত এবং দূরদর্শিতাসূচক। প্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে পত্রাকারে লেখা। তাই এর মধ্যে রয়েছে অন্তরঙ্গ সঙ্গে মন খুলে আলাপচারণের ঘরোয়া ঢঙ। স্বামীজির এই ঘরোয়া বাক্‌রীতি প্র 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"কথ্যভাষা, কথ্যরীতির উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দখল ছিল। অনুরক্ত গোষ্ঠীর ভিতরে তিনি করিয়া অনুপ্রাণিতভাবে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন", তেমন করিয়াই অনায়াস ভ বৈঠকী মেজাজে লেখা হলেও বিবেকানন্দের আলোচ্য প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় লঘু নয়। হাল্কাভাবে এ প্রবন্ধে স্বামীজি শুনিয়েছেন গভীর কথা।

শব্দার্থ

❖ **সংস্কৃতয়**—সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের একটি প্রা সুসমৃদ্ধ ভাষা। সংস্কৃত ভাষার উৎস—ইন্দো ইউরোপীয় (Indo European)

পাণ্ডিত্য—বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান।

উৎকৃষ্ট—ভাল।

কটমট ভাষা—কঠিন দুর্বোধ্য ভাষা।

অপ্রাকৃতিক—অস্বাভাবিক।

কল্পিত মাত্র—কৃত্রিম, যার স্থান শুধু কল্পনায়।

তয়ের ক'রে—তৈরি বা সৃষ্টি করে।

কিম্ভূতকিমাকার—এটি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের যৌগ রূপ। অর্থাৎ উদ্ভট বস্তু।

সাফ্ ইস্পাত—খাঁটি ইস্পাত, যা একাধারে কঠিন ও নমনীয়।

একচোটে—এক ঘায়ে।

রেল—বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ি।

গতাগতি—যাতায়াত।

গদাই-লস্করি চাল—গাধা বোট বা তার লস্করের (চালকের) মতো অলস গতি। মতান্তরে, কাল্পনিক গদাধর (গদাই) লস্করের মতো ঢিলে স্লথ চাল-চলন।

প্যাঁচওয়া বিশেষণ—প্যাঁচালো বা ঘোরালো অর্থাৎ জটিল বিশেষণ।

বাহাদুর—কুশলী।

চট্টগ্রাম—পূর্বে অখণ্ড বঙ্গের এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের এবং বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তস্থ জেলা শহর। সদর ও কক্সবাজার মহকুমা নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা গঠিত। পাহাড় ও সমুদ্র শোভিত চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোহর।

শ্লেষ—এক শ্রেণির শব্দালঙ্কার। এই শব্দালঙ্কারে একই শব্দ দু'বার দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিকে ভেঙে দুটি অর্থ পাওয়া গেলে হয় 'সভঙ্গ শ্লেষ'; আর শব্দটিকে না ভেঙে দুটি অর্থ মিললে হয় 'অভঙ্গ শ্লেষ'।

উৎসন্ন যেতে—গোল্লায় যেতে, অধঃপতিত হতে।

কুঁদে কুঁদে—পাথর কেটে খোদাই করে।

শোধরাবার— সংশোধন করার, ত্রুটি দূর করার।

ডামাডোল— ব্যাপক ও তীব্র গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খল অবস্থা।

ছাঁদি বিশেষণ—অপ্রয়োজনীয় বাক্ চাতুরীভরা কৃত্রিম বিশেষণ।

ডগমগ করবে—'ডগমগ' শব্দের মূল অর্থ ঢলঢল বা বিভোর। কিন্তু স্বামীজি এখানে 'দীপ্ত হবে' বা 'পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে' এই অর্থে 'ডগমগ করবে' ব্যবহার করেছেন।

টীকা

অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে—'অপার সমুদ্র' কথা দুটির অর্থ 'অকূল সাগর', বিশাল মহাসাগরের দুই তীরের মধ্যে যেমন সুবিস্তৃত ব্যবধান, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিশেষ শ্রেণি এবং সংস্কৃত না জানা সাধারণ ভারতীয়দের মনোজগতেও তেমনি দুস্তর পার্থক্য।

বুদ্ধ—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। ইনি শাক্যসিংহ, সিদ্ধার্থ, গৌতম, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি নামেও

খ্যাত। দীর্ঘ ৪৫ বছর ভারত পরিক্রমা করে তিনি অহিংসা, মৈত্রী, কল্যাণ ও শা…
বাণী প্রচার করেন।

❖ **চৈতন্য**—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু অন্তর… বহিঃগৌর—তিনি একই তনুতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপের প্রকাশ। … ভক্তি, নামানুরাগ, লোক কল্যাণ—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। তাঁর দিব্য জীবনাদর্শ প্রভা… বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্বর্ণযুগ সম্ভাবিত হয়।

❖ **রামকৃষ্ণ**—মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি হু… জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরমহংসদেব তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, … প্রভৃতি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 'যত মত তত পথ'—এই ছিল তাঁর সর্বধর্ম সমন্ব… বাণী। উনিশ শতকে নব্য শিক্ষিত হিন্দুদের অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণকে তিনিই বহুলা… সংযত করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর বাণীকে ছড়িয়ে দেন স… বিশ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণই ধর্মের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের বাংলায় নবজাগৃতির … প্রাণপুরুষ।

❖ **'লোকহিতায়'**—লোক কল্যাণের জন্য। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ নি… ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন লোকশিক্ষক। বুদ্ধদেব প্রেম ও অহিংসার আ… শ্রীচৈতন্য নামপ্রেম, অহৈতুকী ভক্তি এবং চণ্ডালে প্রেম বিতরণের আদর্শ, শ্রীরাম… সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের জীবনের সংস্প… এসে নিজেদের জীবনধারা পরিবর্তিত করেন। কিন্তু এঁদের কেউই সংস্কৃত অ… পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় লোকশিক্ষা দেননি। বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন কথ্য ভাষা পালি… তাঁর পঞ্চশীল মন্ত্রও পালি ভাষাতেই প্রকাশিত। বুদ্ধের শেষ বাণী ছিল পালি ভা…

❖ **পালি ভাষায় উচ্চারিত**—"বয়ধম্মাসংঘারা অপ্পমাদেন সম্পাদেয়" অর্থাৎ সমুদয় … বস্তুই ধ্বংসশীল, তোমরা অপ্রমাদের সঙ্গে কাজ সম্পাদন কোরো। শ্রীচৈতন্য য… তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে, কিন্তু তাঁর উপদেশবাণী মূলত প্রচা… হয়েছিল বাংলা ভাষায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল—"জীবে প্রেম নামে রুচি"। শ্রীরাম… অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। যেমন—"সাকার … নিরাকার কিরূপ জান? যেমন জল আর বরফ; যখন জল জমাট বেঁধে থাকে ত… সাকার, আর যখন গলে জল হয় তখনই নিরাকার।"

❖ **স্বাভাবিক যে ভাষায়.......ব্যবহার ক'রে যেতে হবে**—মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স… সরল মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করে। এই ঘরোয়া সর্বজনবোধ্য স্বাভাবিক … ভাষাতেই আমরা রাগ, অনুরাগ, বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকি। সর্বপ্রকার রচ… ক্ষেত্রেও এই ভাষাই ভাব প্রকাশের যোগ্যতম বাহন। অন্তরের অনুভূতি এবং জ্ঞ… বিজ্ঞান প্রকাশে এর চেয়ে উপযুক্ততর ভাষা হওয়া সম্ভব নয়।

❖ **ও ভাষায় যেমন জোর.......তৈরি ভাষা কোনো কালে হবে না**—অকৃত্রিম ও স… ভাষা একদিকে যেমন জোরালো, আর একদিকে তেমনি নমনীয়। এই ভাষা সর্ব… প্রকাশক্ষম।

❖ **দাঁত পড়ে না**—খাঁটি ইস্পাতের তৈরি যন্ত্র কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ। এই অস্ত্রের সাহ… এক ঘায়ে পাথরও কেটে ফেলা যায়, তাতে অস্ত্রের ধার নষ্ট হয় না। তেমনি শক্তি…

চলিত ভাষায় যে কোনো সুকঠিন ভাব প্রকাশ করা যায়, তাতে ভাষা বিকৃত হয় না।

সংস্কৃতর.........চাল—অর্বাচীন ভাষায় মন্থর গতি কাল্পনিক গদাই-লস্করের চলনের মতোই অতি ধীর ও নিষ্প্রাণ।

বাঙ্গালা দেশের........রকমারি ভাষা—বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলা ভাষার নানা আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত। আধুনিক বাংলা ভাষার অঞ্চলভেদে প্রধান উপভাষা পাঁচটি। যথা—রাঢ়ী (মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা), কামরূপী (উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা), বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা), বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা), ঝাড়খণ্ডী (উত্তর পূর্ববঙ্গের উপভাষা)।

কোন্‌টি গ্রহণ করব?—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত ভাষার মধ্যে কোন্‌টি সাহিত্যিক ভাষার আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য? স্বামীজির সিদ্ধান্ত কলকাতার ভাষাই চলিত ভাষার আদর্শ মানদণ্ড।

প্রাকৃতিক নিয়মে.......হচ্ছে—প্রকৃতির নিয়ম 'Survival of the fittest' বা যোগ্যতমের টিকে থাকা। প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে যা সত্য, ভাষা সম্পর্কেও তা সত্য। কলকাতার ভাষা বাংলার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, সর্বজনবোধ্য ও বহুল প্রচলিত। সুতরাং এই যোগ্যতম ভাষাটিই আদর্শ-চলিত ভাষার মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবে।

বৈদ্যনাথ—বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত থেকে বাহিত জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথ এই তীর্থের অধিদেবতা। তাঁর নাম অনুসারেই তীর্থটির নাম বৈদ্যনাথধাম হয়েছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। এই স্থান 'দেওঘর' নামেও পরিচিত।

গ্রাম্য ঈর্ষাটিকে—সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার মোহকে। নিজের অঞ্চল এবং সেখানকার ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভেবে একশ্রেণির মানুষ অন্য অঞ্চলের ভাষাকে ঈর্ষা করে। স্বামীজির মতে এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব বর্জনীয়।

জলে ভাসান দিতে হবে—বিসর্জন দিতে হবে, ত্যাগ করতে হবে।

হীরে—দামী খনিজ পদার্থ হীরক। এটি মৌল কার্বনের বহুরূপের মধ্যে একটি রূপ। হীরক পৃথিবীর কঠিনতম পদার্থ। আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলায় সাধারণত হীরক পাওয়া যায়। স্বচ্ছ হীরা অতি মূল্যবান পাথর হিসেবে অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়।

মোতিমুক্তা— ভারতীয় শাস্ত্রবর্ণিত মহামূল্যবান পঞ্চরত্নের মধ্যে মুক্তা অন্যতম। এই রত্নটি খনিজ পদার্থ নয়। এক জাতীয় শুক্তি বা ঝিনুকের দেহনিঃসৃত রস দানার আকারে জমাট বেঁধে মুক্তা সৃষ্টি করে।

ব্রাহ্মণের সংস্কৃত—ব্রাহ্মণ-বেদের গদ্যে রচিত বিবিধ অংশ। 'ব্রাহ্মণের' যে অংশে বিভিন্ন যাগযজ্ঞের বিধি দেওয়া আছে তাকে 'বিধি' (Mandatory Text) বলে, আর যে অংশে বিধির সমর্থন ও প্রাশস্ত্য আছে তাকে বলে 'অর্থবাদ'।

শবরস্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য'—শবরস্বামী পূর্বমীমাংসা দর্শনের জৈমিনীসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার। তিনি জৈমিনীসূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ের যে ভাষ্য রচনা করেন, তা 'শাবর ভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ। শবরস্বামী ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। অপর মতে, তাঁর আবির্ভাবকাল আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দ। জৈনদের নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার

জন্য তিনি বনে আত্মগোপন করে শবরজাতির মধ্যে বাস করেছিলেন বলে শবরস্বামী নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আদিত্যদেব। তিনি সম্ভবত তক্ষশীলার অধিবাসী ছিলেন। শবরস্বামী তাঁর মীমাংসাভাষ্যে কর্মবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। কর্ম-মীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো কর্মজিজ্ঞাসা" থেকে তাঁর ভাষ্য শুরু। তাঁর ভাষ্যের সংস্কৃত ভাষা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট।

❖ **আচার্য শংকরের ভাষ্য**—শঙ্করাচার্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং বেদান্তবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, দশটি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, 'বিবেকচূড়ামণি' ও 'গঙ্গাস্তোত্র' আদি নানা স্তোত্র রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যে শংকর অমর অবদান রেখে গেছেন। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের মূল কথা—এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্ম (চৈতন্য বা আত্মা) একমাত্র সত্য; জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। তাঁর প্রতিপাদ্য—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। শংকরের অদ্বৈতবাদ মানস মনীষার অপূর্ব নিদর্শন।

❖ **অর্বাচীন কালের সংস্কৃত**—খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের মূল কালসীমা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এর আদি পর্ব, খ্রিস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক সমৃদ্ধি পর্ব, খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক অবক্ষয় পর্ব। এই শেষ পর্বের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে 'অর্বাচীন কালের সংস্কৃত' বলা যেতে পারে। এই যুগ কৃত্রিম কাব্যের যুগ। এ যুগে কৃত্রিমতায় ও অলঙ্করণ বাহুল্যে ভাষা ও সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এই যুগের লেখক।

❖ **যত মরণ নিকট...... ছাপাবার চেষ্টা হয়**—স্বাধীন, মৌলিক ও অভিনব চিন্তার অভাব জাতির ভাবজীবন ও মনোজীবনে অপমৃত্যু ঘনিয়ে তোলে। প্রাণশক্তির অভাবে ভাষায় তখন দেখা দেয় অকারণ পুনরাবৃত্তি অথবা অর্থহীন অনাবশ্যক অলঙ্কার বাহুল্য। এ যেন ভাষারও অকাল মৃত্যু।

❖ **"দশপাতা লম্বা........রাজা আসীৎ"**—অবক্ষয় যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে সামান্য 'রাজা আসীৎ' বা 'রাজা ছিলেন' এই বাক্যটি বোঝাতে রাজার পূর্বে সুদীর্ঘ, ক্লান্তিকর, অর্থহীন অসম্ভব বিশেষণমালা যুক্ত হত। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কথা-কাব্যের সূচনাংশ এর উদাহরণ।

❖ **ও সব মড়ার....উদয় হ'ল**—অকারণ অলঙ্কারবাহুল্য শিল্পের প্রাণহীনতার নিদর্শন। যখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীন এবং অধঃপতিত হয়, তখনই শিল্পে-সাহিত্যে এই ঐশ্বর্য চাপিয়ে প্রাণশক্তির দৈন্য ঢাকার চেষ্টা হয়।

❖ **বাড়িটার........সারা করে দিলে**—গৃহনির্মাণ স্থাপত্যশিল্পের একটি অঙ্গ। গৃহের শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন— (১) নির্ভুল ও অদ্বিতীয় পরিকল্পনা, (২) বিভিন্ন অংশের নিখুঁত রকমের সামঞ্জস্য এবং (৩) সমগ্র সৌধের অলঙ্কারে মাত্রাচেতনা।

❖ **ব্রহ্ম রাক্ষসী**—ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর প্রেতযোনি পেলে অর্থাৎ ভূত হলে ব্রহ্মদৈত্য হয়, এই হল কিংবদন্তী। সুতরাং ব্রাহ্মণী পেত্নী হলে হবে ব্রহ্মরাক্ষসী। অতিরিক্ত গয়না নাক-কান ফুঁড়ে দেহে উৎকটভাবে সাজালে কোনো নারীকে সুন্দর লাগে না, বরং তাকে বিকটাকার পেত্নী মনে হয়—এই হল স্বামীজির কৌতুককর ব্যাখ্যা।

ভরত ঋষি—সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রবক্তা। তাঁকে ভরত মুনিও বলা হয়। তাঁর আবির্ভাবকাল বিতর্কিত, জীবনীও অজ্ঞাত। তবে ভবভূতি, ভামহ প্রভৃতির রচনায় ভরত মুনির 'নাট্যশাস্ত্র'-এর উল্লেখ ও অনুসরণ থেকে মনে হয় গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

ছত্রিশ নাড়ীর টান—ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী ছয়টি মূল রাগের রাগিণী ছত্রিশটি। অপটু গায়ক কালোয়াতি গানে কেরামতি দেখাবার জন্য মূল রাগকে বিকৃত করে তার সঙ্গে যেন এক সঙ্গে ছত্রিশটি রাগিণী মিশিয়ে এক উদ্ভট অপসঙ্গীত সৃষ্টি করে।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির লেখক হলেন—
(অ) প্রমথ চৌধুরী □ (আ) স্বামী বিবেকানন্দ □
(ই) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (ঈ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □

২। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির উৎস গ্রন্থ হল—
(অ) পরিব্রাজক □ (আ) ভাববার কথা □
(ই) বর্তমান ভারত □ (ঈ) শিকাগোর বক্তৃতা □

৩। সংস্কৃত ভাষার উৎস হল—
(অ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা □ (আ) ইন্দো-ইরানীয় ভাষা □
(ই) সাধারণ লোকের ভাষা □ (ঈ) রকমারি ভাষা □

৪। 'লোকহিতায়' শব্দের অর্থ হল—
(অ) অমঙ্গালের জন্য □ (আ) লোক কল্যাণের জন্য □
(ই) লোকশিক্ষার জন্য □ (ঈ) সাধারণের জন্য □

৫। যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন'—কারা এসেছেন?
(অ) বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত □
(আ) বিদ্যাসাগর থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত □
(ই) স্বামীজি থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত □
(ঈ) বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত □

৬। 'গদাই লস্করি চাল' কোন্ ভাষার বৈশিষ্ট্য?
(অ) সংস্কৃত মিশ্রিত সাধু বাংলা ভাষার □ (আ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার □
(ই) চলিত বাংলা ভাষার □ (ঈ) সংস্কৃত ভাষার □

৭। 'পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ' ঘুচে যাওয়া সম্ভব—
(অ) রেল চলাচলের সম্প্রসারণে □
(আ) সারা দেশে বাংলা ভাষা চালু হলে □
(ই) মেধার আদান-প্রদান হলে □
(ঈ) দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে □

৮। বৈদ্যনাথ কোথায় অবস্থিত?
(অ) বীরভূম □ (আ) ঝাড়খণ্ড □ (ই) বর্ধমান □ (ঈ) ঝাড়গ্রাম □

৯। 'মীমাংসাভাষ্য' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন—
(অ) পতঞ্জলি □ (আ) শূদ্রক □ (ই) শবর স্বামী □ (ঈ) বামনাচার্য □

১০। 'মহাভাষ্য' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন—
(অ) শূদ্রক □ (আ) শবর স্বামী □ (ই) পতঞ্জলি □ (ঈ) শংকর □

১১। 'ভাষ্য' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন—
(অ) পতঞ্জলি □ (আ) বামনাচার্য □ (ই) শূদ্রক □ (ঈ) আচার্য শংকর □

১২। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ কোন্ ভাষা অনুসরণের পক্ষপাতী ছি
(অ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা □ (আ) চলিত ভাষা □ (ই) সংস্কৃত ভাষা □ (ঈ) সাধু ভাষা □

১৩। 'গদাই লস্করী চাল' কথাটির অর্থ হল—
(অ) শ্লথ চাল চলন □ (আ) স্বাভাবিক চলন □ (ই) দ্রুত গতিতে চলন □ (ঈ) বেগে চলন □

১৪। 'বাঙ্গালা ভাষা' বলতে লেখক কোন্ ভাষার কথা বলেছেন?
(অ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা □ (আ) পালি ভাষা □ (ই) সংস্কৃত ভাষা □ (ঈ) চলিত ভাষা □

১৫। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় উপদেশ দিতেন?
(অ) সংস্কৃত ভাষায় □ (আ) চলিত ভাষায় □ (ই) পালি ভাষায় □ (ঈ) সাধু ভাষায় □

১৬। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি কী জাতীয় রচনা?
(অ) পত্র জাতীয় রচনা □ (আ) পত্র-প্রবন্ধ জাতীয় রচনা □ (ই) নাটক জাতীয় রচনা □ (ঈ) কথাসাহিত্য জাতীয় রচনা □

১৭। ভাষা কার বাহন ও কার মত?
(অ) ভাবের, বিবেকানন্দ □ (আ) কথার, রামকৃষ্ণ □ (ই) শব্দের, গৌতম বুদ্ধ □ (ঈ) বাক্যের, শ্রীচৈতন্য □

১৮। আমাদের দেশে শিক্ষায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিদ্বানদের ব্যবধানের কা
(অ) সমস্ত বিদ্যা সংস্কৃত ভাষার দ্বারা পরিচালিত □
(আ) সমস্ত বিদ্যা চলিত ভাষার দ্বারা পরিচালিত □
(ই) সমস্ত বিদ্যা সাধু ভাষার দ্বারা পরিচালিত □
(ঈ) সমস্ত বিদ্যা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার দ্বারা পরিচালিত □

১৯। অর্বাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের নাম—
(অ) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' □ (আ) ব্রাহ্মণের 'সংস্কৃত' □ (ই) পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' □ (ঈ) শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' □

২০। স্বাভাবিক ভাষা হল—
(অ) সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা □ (আ) ক্রোধ, দুঃখ প্রকাশক ভাষা □ (ই) কৃত্রিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা □ (ঈ) কলকেতার ভাষা □

২১। অস্বাভাবিক ভাষা হল—
(অ) কৃত্রিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা, সংস্কৃত ভাষা □
(আ) সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা □
(ই) কলকেতার ভাষা □
(ঈ) রকমারি ভাষা □

২২। 'যে ভাষায় ঘরে কথা কও',—কোন্ ভাষার কথা বলা হয়েছে?
(অ) পালি ভাষার □ (আ) সংস্কৃত ভাষার □ (ই) চলিত ভাষার □ (ঈ) সাধু ভাষার □

২৩। 'ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক',—'ও ভাষা' কোন্ ভাষা?
(অ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা □ (আ) সংস্কৃত ভাষা □ (ই) চলিত ভাষা □ (ঈ) সাধু বাংলা ভাষা □

২৪। চৈতন্য ও বুদ্ধ কোন্ ধর্মের প্রবর্তক?
(অ) বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্মের □ (আ) বৌদ্ধ ও শিখ ধর্মের □ (ই) হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের □ (ঈ) বৈষ্ণব ও পারসিক ধর্মের □

২৫। শিল্প সঙ্গীতের স্বাভাবিকতার লক্ষণ হল—
(অ) প্রাণময়তা □ (আ) ভাবহীনতা □ (ই) কৃত্রিমতা □ (ঈ) প্রাণহীনতা □

২৬। 'ও-সব মড়ার লক্ষণ'—'ও-সব' হল কি?
(অ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা □ (আ) চলিত বাংলা ভাষা □ (ই) সাধু গদ্য ভাষা □ (ঈ) সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা □

২৭। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য হল—
(অ) কৃত্রিম ভাষা, জীবন্ত ভাষা □ (ই) গ্রাম্য ভাষা, কলকেতার ভাষা □ (আ) জীবন্ত ভাষা, খটমট ভাষা □ (ঈ) রকমারি ভাষা, অস্বাভাবিক ভাষা □

২৮। কলকেতার ভাষাই পূর্ব-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।—'পূর্ব-পশ্চিমে' কথার অর্থ কী?
(অ) চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ □ (ই) বিহার থেকে আসাম □ (আ) বাংলা থেকে বিহার □ (ঈ) আসাম থেকে মেঘালয় □

২৯। গ্রাম্য ঈর্যাটিকেও জলে ভাসান দেওয়ার তাৎপর্য হল—
(অ) সংকীর্ণ মনোভাব বিসর্জন দিতে হবে □
(আ) জেলার প্রাধান্য ত্যাগ করতে হবে □
(ই) সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য পাবে □
(ঈ) জেন্ত ভাষায় কথা বলা □

৩০। 'মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।'—'মরা ভাষা' কী?
(অ) সাধু গদ্য ভাষা □ (আ) সংস্কৃত ভাষা □
(ই) চলিত ভাষা □ (ঈ) বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা □

৩১। 'কটমট ভাষা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(অ) কঠিন দুর্বোধ্য ভাষা □ (আ) অপ্রাকৃতিক ভাষা □
(ই) আদিবাসীদের ভাষা □ (ঈ) চলিত ভাষা □

৩২। 'প্যাচওয়া বিশেষণ' কী ধরনের বিশেষণ?
(অ) জটিল বিশেষণ □ (আ) কুটিল বিশেষণ □
(ই) দীর্ঘ বিশেষণ □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৩। 'চট্টগ্রাম' বর্তমানে কোন্ দেশে অবস্থিত?
(অ) বাংলাদেশে □ (আ) পাকিস্তানে □
(ই) ইন্দোনেশিয়া-য় □ (ঈ) ভারতবর্ষে □

৩৪। 'ডগমগ করবে'—'ডগমগ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(অ) টলমল বা বিভোর □ (আ) উজ্জ্বল বা চকচকে □
(ই) খুব সুন্দর □ (ঈ) খুব খারাপ □

৩৫। বুদ্ধ-এর বাণী কী?
(অ) অহিংসা □ (আ) প্রেমধর্ম প্রচার □
(ই) নামগান করা □ (ঈ) পরোপকার করা □

৩৬। 'পালি' ভাষা কোন্ ধরনের ভাষা?
(অ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা □ (আ) মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা □
(ই) নব্যভারতীয় ভাষা □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৭। 'গ্রাম্য ঈর্ষা' বলতে স্বামীজি কী বুঝিয়েছেন?
(অ) সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার মোহ □ (আ) গ্রামের গ্রাম্যতা □
(ই) পারস্পরিক বিদ্বেষ □ (ঈ) কোনোটাই নয়। □

৩৮। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে গঠিত বৈষ্ণব ধর্মের নাম কী?
(অ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম □ (আ) বৈষ্ণব মহাজন ধর্ম □
(ই) নবদ্বীপের ধর্ম □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৯। 'কুঁদে কুঁদে' শব্দটির অর্থ কী?
(অ) পাথর কেটে খোদাই করা □ (আ) ক্রন্দনরত □
(ই) ছোট ছোট করে □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪০। 'ভরত ঋষি'—কে?
(অ) প্রাচ্য সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা □ (আ) প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষি
(ই) এঁর নামে ভারতবর্ষের নাম □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪১। 'ছত্রিশ নাড়ীর টান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(অ) সঙ্গীত শাস্ত্রের ছত্রিশটি রাগিনী □ (আ) শরীরের ছত্রিশটি নাড়ী
(ই) মা ও সন্তানের সম্পর্ক □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

নাট্যশাস্ত্র → শাস্ত্র ভরত,

৪২। পুস্তক রচনার ভাষা হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ কোথাকার ভাষাকে আদর্শ হিসাবে নিতে পরামর্শ দিয়েছেন?
(অ) চলিত ভাষাকে □ (আ) সাধু ভাষাকে □
(ই) কলকেতার ভাষাকে □ (ঈ) পালি ভাষাকে □

৪৩। 'প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিকে নিতে হবে।'— কোন্ ভাষাকে নিতে হবে?
(অ) সাধু ভাষাকে □ (আ) কলকেতার ভাষাকে □
(ই) চলিত ভাষাকে □ (ঈ) সংস্কৃত ভাষাকে □

৪৪। স্বামীজির মতে গদাই-লস্করী চাল রয়েছে কোন্ ভাষায়?
(অ) চলিত ভাষায় □ (আ) সাধু ভাষায় □
(ই) কলকেতার ভাষায় □ (ঈ) সংস্কৃত ভাষায় □

৪৫। বুদ্ধিমানরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কোন্ পথ গ্রহণের কথা বলেছেন?
(অ) পুস্তকের ভাষা □ (আ) মুখের ভাষা □
(ই) পুস্তক ও মুখের ভাষা এক করে সেই ভাষাকে গ্রহণ করা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৪৬। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চার ভাষা ছিল—
(অ) পালি □ (আ) উর্দু □ (ই) সংস্কৃত □ (ঈ) হিন্দি □

৪৭। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি লেখক কাকে লিখেছিলেন?
(অ) 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে □
(আ) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদককে □
(ই) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদককে □
(ঈ) 'দিক্‌দর্শন' পত্রিকার সম্পাদককে □

৪৮। কলকেতার হাওয়া খেলে মানুষের পরিণতি হয়—
(অ) চলিত ভাষায় কথা বলে □ (আ) পালি ভাষায় কথা বলে □
(ই) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে □ (ঈ) কলকেতার ভাষায় কথা বলে □

৪৯। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে 'জেন্ত কথা'-র প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হল—
(অ) সংস্কৃত ভাষায় প্রাণের স্পন্দন নেই □
(আ) সংস্কৃত ভাষা মরা ভাষা □
(ই) সংস্কৃত ভাষার সজীবতা ও কৃত্রিমতা □
(ঈ) উপরের সবগুলি □

৫০। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসাল কোন্‌টি?
(অ) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ □ (আ) ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ □
(ই) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ □ (ঈ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ □

৫১। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার সালটি বল।
(অ) ১৮৯৩ খ্রিঃ, ১১ই সেপ্টেম্বর □ (আ) ১৮৯৪ খ্রিঃ, ১২ই অক্টোবর □
(ই) ১৮৯৫ খ্রিঃ, ১৩ই নভেম্বর □ (ঈ) ১৮৯৬ খ্রিঃ, ১৪ই ডিসেম্বর □

৫২। নরেন্দ্রনাথ দত্ত কার নাম ছিল?
(অ) স্বামী বিবেকানন্দ □ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(ই) বিশ্বনাথ দত্ত □ (ঈ) প্রবোধচন্দ্র দত্ত □

৫৩। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে কোন্ ভাষায় সমস্ত বিদ্যা ছিল?
(অ) সংস্কৃত □ (আ) বাংলা □ (ই) ফারসি □ (ঈ) আরবি □

৫৪। কাদের মধ্যে অপার সমুদ্র রয়েছে?
(অ) বিদ্বান এবং সাধারণের □ (আ) মহাপুরুষদের □
(ই) বৌদ্ধ ও শিখদের □ (ঈ) হিন্দু ও বৌদ্ধদের □

৫৫। পাণ্ডিত্য অবশ্য—
(অ) উৎকৃষ্ট □ (আ) উদ্ভট □ (ই) কটমট □ (ঈ) অস্বাভাবিক

৫৬। কটমট ভাষা হল—
(অ) অপ্রাকৃতিক □ (আ) অস্বাভাবিক □ (ই) স্বাভাবিক □ (ঈ) উৎকৃষ্ট

৫৭। 'যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর'—কোন্ ভাষার কথা বলা হয়েছে?
(অ) চলিত ভাষা □ (আ) সাধুভাষা □
(ই) অপ্রাকৃতিক ভাষা □ (ঈ) উপভাষা □

৫৮। 'তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না'—'উপযুক্ত ভাষা' বলতে কোন্ ভা
(অ) স্বাভাবিক মনের ভাবপ্রকাশক ভাষা □ (আ) কৃত্রিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা
(ই) রকমারি ভাষা □ (ঈ) মরা ভাষা □

৫৯। 'ভাষাকে করতে হবে'—কি করতে হবে?
(অ) সাফ্ ইস্পাতের মতো □ (আ) হীরের মতো □
(ই) সোনার মতো □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৬০। আমাদের ভাষা হবে—
(অ) সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল □ (আ) রকমারি ভাষা □
(ই) আঞ্চলিক ভাষা □ (ঈ) গ্রামীণ ভাষা □

৬১। 'যত মত তত পথ—কোন্ মহাপুরুষের বাণী?
(অ) রামকৃষ্ণ □ (আ) শ্রীচৈতন্য □ (ই) বুদ্ধদেব □ (ঈ) নানক

৬২। 'স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে?—'ত করে' শব্দের অর্থ বল।
(অ) তৈরী বা সৃষ্টি করে □ (আ) দূর করে □
(ই) বিশৃঙ্খল করে □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৬৩। বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে কোন্ ভাষা?
(অ) রকমারি □ (আ) উপভাষা □
(ই) বিভাষা □ (ঈ) কলকেতার ভাষা □

৬৪। কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে কোন্ দেশের ভাষা হয়ে যাবে?
(অ) সমস্ত বাঙ্গালা দেশের □ (আ) দিল্লীর □
(ই) উড়িষ্যার □ (ঈ) মুর্শিদাবাদের □

৬৫। গ্রাম্য ঈর্ষাকে কি করতে হবে?
(অ) জলে ভাসান দিতে হবে □ (আ) সংরক্ষণ করতে হবে □
(ই) প্রাধান্য দিতে হবে □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৬৬। স্বামী বিবেকানন্দের মতে কোনটি প্রধান কোনটি পরে?
(অ) ভাবই প্রধান, ভাষা পরে □ (আ) ভাষা প্রধান, ভাব পরে □
(ই) বুদ্ধি প্রধান, ভাব পরে □ (ঈ) চিন্তা আগে, মুক্তি পরে □

৬৭। 'হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর' কি বসালে ভালো দেখায়?
(অ) বাঁদর □ (আ) বিড়াল □ (ই) শিয়াল □ (ঈ) ভালুক □

৬৮। 'রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার' চেষ্টা করা হয় কোন্ ভাব?
(অ) পচাভাব □ (আ) বাহাদুর ভাব □
(ই) প্যাঁচওয়া ভাব □ (ঈ) শ্লেষ ভাব □

৬৯। 'গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে' কি সাজিয়ে দিলে?
(অ) ব্রহ্মরাক্ষসী □ (আ) ব্রাহ্মণ □ (ই) কঙ্কাল □ (ঈ) দানবী □

৭০। 'গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে' তা কে বুঝতে পারেন না?
(অ) ভরত ঋষি □ (আ) শাবর স্বামী □ (ই) পতঞ্জলি □ (ঈ) ব্রাহ্মণ □

৭১। 'সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়'—কাজের নয় কেন?
(অ) ভাবহীন প্রাণহীন বলেই □ (আ) অর্থহীন ভাবহীন বলেই □
(ই) আনন্দহীন বলেই □ (ঈ) প্রাণহীন বলেই □

৭২। জাতীয় জীবনে কার আসার কথা বলা হয়েছে?
(অ) বলের □ (আ) প্রাণের □ (ই) ভাবের □ (ঈ) অর্থের □

৭৩। 'ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি' কিভাবে প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে?
(অ) ভাবময় □ (আ) অর্থময় □ (ই) প্রাণময় □ (ঈ) শিল্পময় □

৭৪। 'দুটো চলিত কথায় যে ভাররাশি আসবে' তা আর কোথায় নেই?
(অ) দু-হাজার-ছাঁদি বিশেষণেও □ (আ) সংগীতেও □
(ই) প্যাঁচওয়া বিশেষণেও □ (ঈ) ছত্রিশ নাড়ীর টানেও □

৭৫। দেবতার মূর্তি দেখলেই কি হবে?
(অ) ভক্তি □ (আ) পুণ্য □ (ই) মুক্তি □ (ঈ) ধুম □

৭৬। 'গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই' কি মনে হবে?
(অ) দেবী □ (আ) দেবদেবী □ (ই) অপ্সরী □ (ঈ) লক্ষ্মী □

৭৭। 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি কার রচনা?
(অ) স্বামী বিবেকানন্দ □ (আ) প্যারীচাঁদ মিত্র □
(ই) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ (ঈ) রামকৃষ্ণ পরমহংস □

৭৮। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কিভাবে লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন?
(অ) জনগণের মুখের ভাষাতেই □ (আ) কলকেতার ভাষাতেই □
(ই) উপভাষাতেই □ (ঈ) বিভাষাতেই □

৭৯। 'উৎসন্ন যেতে' কথাটির অর্থ হল—
(অ) গোল্লায় যেতে/অধঃপতিত হতে □
(আ) ক্রন্দনরত □
(ই) ছোট ছোট করে □
(ঈ) কোনোটিই নয় □

৮০। 'রাজা আসীং' বাক্যের অর্থ হল—
(অ) রাজা ছিলেন □
(আ) রাজা নেই □
(ই) রাজা সমেত □
(ঈ) কোনোটি নয় □

৮১। 'ছাঁদি বিশেষণ' বাক্যটির অর্থ বল।
(অ) বাক্-চাতুরীভরা কৃত্রিম বিশেষণ □
(আ) জটিল বিশেষণ □
(ই) কুশলী সমাস □
(ঈ) শ্লেষের বাহুল্য □

৮২। 'বাড়ি-ঘর-দোর সব প্রাণস্পন্দনে' কি করবে?
(অ) ডগমগ □
(আ) চকচকে □
(ই) খুব সুন্দর □
(ঈ) কোনোটি নয় □

৮৩। 'মীমাংসাভাষ্য' কার রচনা?
(ক) শবরস্বামী, (খ) পতঞ্জলি, (গ) আচার্য শংকর, (ঘ) অদ্বৈতাচার্য।

৮৪। 'ভাষা-ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে'—কোন রচনার অংশ?
(ক) স্বদেশী সমাজ, (খ) বাঙ্গালা ভাষা, (গ) অপবিজ্ঞান, (ঘ) শিল্পলিপি

উত্তরমালা

১। (আ) স্বামী বিবেকানন্দ। ২। (আ) ভাববার কথা। ৩। (অ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ৪। (আ) লোক কল্যাণের জন্য। ৫। (অ) বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত। ৬। (ঈ) সংস্কৃত ভাষার। ৭। (অ) রেল চলাচলের সম্প্রসারণে। ৮। (আ) ঝাড়খণ্ড। ৯। (ই) শবর স্বামী। ১০। (ই) পতঞ্জলি। ১১। (ঈ) আচার্য শংকর। ১২। (আ) চলিত ভাষা। ১৩। (অ) শ্লথ চাল চলন। ১৪। (ঈ) চলিত ভাষা। ১৫। (ই) পালি ভাষায়। ১৬। (আ) পত্র-প্রবন্ধ জাতীয় রচনা। ১৭। (অ) ভাবের, বিবেকানন্দ। ১৮। (অ) সমস্ত বিদ্যা সংস্কৃত ভাষার দ্বারা পরিচালিত। ১৯। (অ) বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। ২০। (অ) সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। ২১। (অ) কৃত্রিম পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা, সংস্কৃত ভাষা। ২২। (ই) চলিত ভাষার। ২৩। (ই) চলিত ভাষা। ২৪। (অ) বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের। ২৫। (অ) প্রাণময়তা। ২৬। (ই) সাধু গদ্য ভাষা। ২৭। (অ) কৃত্রিম ভাষা, জীবন্ত ভাষা। ২৮। (অ) চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ। ২৯। (অ) সংকীর্ণ মনোভাব বিসর্জন দিতে হবে। ৩০। (আ) সংস্কৃত ভাষা। ৩১। (অ) কঠিন দুর্বোধ্য ভাষা। ৩২। (অ) জটিল বিশেষণ। ৩৩। (অ) বাংলাদেশে। ৩৪। (অ) ঢলমল বা বিভোর। ৩৫। (অ) অহিংসা। ৩৬। (আ) মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা। ৩৭। (অ) সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার মোহ। ৩৮। (অ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ৩৯। (অ) পাথর কেটে খোদাই করা। ৪০। (অ) প্রাচ্য সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা।

৪১। (অ) সঙ্গীত শাস্ত্রের ছত্রিশটি রাগিনী। ৪২। (ই) কলকেতার ভাষাকে। ৪৩। (ই) চলিত ভাষাকে। ৪৪। (ঈ) সংস্কৃত ভাষায়। ৪৫। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৪৬। (ই) সংস্কৃত। ৪৭। (অ) 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে। ৪৮। (ঈ) কলকেতার ভাষায় কথা বলে। ৪৯। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫০। (ই) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ। ৫১। (অ) ১৮৯৩ খ্রিঃ, ১১ই সেপ্টেম্বর। ৫২। (অ) স্বামী বিবেকানন্দ। ৫৩। (অ) সংস্কৃত। ৫৪। (অ) বিদ্বান এবং সাধারণের। ৫৫। (অ) উৎকৃষ্ট। ৫৬। (অ) অপ্রাকৃতিক। ৫৭। (অ) চলিত ভাষা। ৫৮। (অ) স্বাভাবিক মনের ভাবপ্রকাশক ভাষা। ৫৯। (অ) সাফ্ ইস্পাতের মতো। ৬০। (অ) সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল। ৬১। (অ) রামকৃষ্ণ। ৬২। (অ) তৈরী বা সৃষ্টি করে। ৬৩। (অ) রকমারি। ৬৪। (অ) সমস্ত বাঙ্গালা দেশের। ৬৫। (অ) জলে ভাসান দিতে হবে। ৬৬। (অ) ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। ৬৭। (অ) বাঁদর। ৬৮। (অ) পচাভাব। ৬৯। (অ) ব্রহ্মরাক্ষসী। ৭০। (অ) ভরত ঋষি। ৭১। (অ) ভাবহীন প্রাণহীন বলেই। ৭২। (অ) বলের। ৭৩। (অ) ভাবময়। ৭৪। (অ) দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও। ৭৫। (অ) ভক্তি। ৭৬। (অ) দেবী। ৭৭। (অ) স্বামী বিবেকানন্দ। ৭৮। (অ) জনগণের মুখের ভাষাতেই। ৭৯। (অ) গোল্লায় যেতে/অধঃপতিত হতে। ৮০। (অ) রাজা ছিলেন। ৮১। (অ) বাক্-চাতুরীভরা কৃত্রিম বিশেষণ। ৮২। (অ) ডগমগ। ৮৩। (ক) শবরস্বামী। ৮৪। (খ) বাঙ্গালা ভাষা।

প্রবন্ধ

স্ত্রীজাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন

লেখিকা পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার না... উল্লেখযোগ্য। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন... পিতার নাম ছিল জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। ছেলেবেলা থেকেই রোকেয়া... লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখে তাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইংরেজি এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাংলা শেখান... মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে, যিনি ছিলে... নারীশিক্ষার সমর্থক। তাই স্ত্রীর লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দেখান। কিন্তু মা... দশবছর পরে শাখাওয়াতের মৃ... হলে রোকেয়াকে বাধ্য হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আস... হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় মহিলাদের শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে... ১৫ মার্চ মাত্র আটজন মেয়েকে নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' প্রতি... করেন। যা বর্তমানে একটি খ্যাতনামা স্কুল। স্বামীর অর্থ সাহায্যেই বেগম রোকে... অন্তঃপুরবাসী নারীদের সামনে আলোর দরজা খুলে দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া আজী... অশিক্ষা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মহিলাদের শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা করা... দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল ক্লান্তিহীন। 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন ইসলাম' নামে মহিলা সমিতি... তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসি... ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে সুলতানার স্বপ্ন বইটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়... বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সেজ... যুক্তি দেখিয়ে পিছিয়ে পড়া নারীদের শিক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞা... আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্র... নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডা... দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া ক... আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপ... করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আ... আলোক-দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিরু... অধিকাংশে লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলে

"শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?.......

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে ... কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যা... করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যা... সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের... বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধি... সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া ... করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull h... সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ ... কিরূপে? কেন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চ... পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দে... লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দ... কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে —সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁ... পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে ... দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতি... গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আ... তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পু... সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলির... আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া ... সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য ... জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

উৎস

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধটি রোকেয়া রচ... থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধটি 'মতিচুর' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ...

প্রবন্ধটির নামকরণ বুঝিয়ে দেয়, লেখিকা তাঁর বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপিত কর... বিষয়মুখ্য এই নামকরণ থেকে পাঠক জানতে পারে একালে স্ত্রীজাতির কেন অ... হলো, যেহেতু এই প্রবন্ধে তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুরুষের তুলনায় ... কেন সব কাজে পিছিয়ে আছে, কেন তারা যথোচিত গুরুত্ব পাচ্ছে না, বেগম রো... সেইসব ছিদ্র খুঁজেছেন। পাশাপাশি এর থেকে মুক্তি বা সমাধানের পথ দেখিয়ে... শুধু স্ত্রীজাতির অবনতি দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাদের উন্নতির পথ রেখাও ... প্রবন্ধে পাওয়া যায়। তাই প্রবন্ধের নামকরণ "স্ত্রীজাতির অবনতি ও তার প্রতিকার... জাতীয় হলে যথার্থ হতো। বর্তমান নামকরণ সমস্যার কথাই বলে। হয়ত লেখিক... অবনতির দিকে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন।

শব্দার্থ

আমাদের শয়নকক্ষে —রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের অন্তঃপুরের কথা বলা হয়েছে।

মনোকক্ষে—মনরূপ কক্ষে।

তাদের মনোজগতে চিরান্ধকার—কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন।

পতিতপাবন—ভগবান।

সর্বই দাসী হইয়া পড়িয়াছে—নারীজাতির অধঃপতনের কারণ হল তাদের দাসত্বের মনোভাব।

লেডী ভাইসরয়—ব্রিটিশ ভারতের (মহিলা) সর্বময় কর্তা।

স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার—এদেশে প্রবাদ হয়ে উঠেছিল স্ত্রীশিক্ষা গর্হিত কাজ। তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের কাছে স্ত্রীশিক্ষার স্থান ছিল না বলেই ব্যঙ্গ করে একথা বলা হত।

রাজকীয় কার্যক্ষেত্র—ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সরকারি চাকরি।

দুর্বলভুজা—মেয়েদের হাতে যেহেতু শক্তি অপেক্ষাকৃত কম তাই এই নাম।

অর্ধাঙ্গ—সমাজে পুরুষ ও নারী বর্তমান। তাই নারী সমাজের অর্ধ অঙ্গ।

কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন—মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হলে পিতাও বরপণের দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

অনুর্বর মস্তিষ্ক—নির্বোধ, বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট প্রকাশ যার মধ্যে নেই।

পুতুল জীবন—কৃত্রিম জড়বৎ জীবন।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের লেখিকা হলেন—
(অ) প্রতিভা বসু □ (আ) বেগম রোকেয়া □
(ই) সুচিত্রা ভট্টাচার্য □ (ঈ) আশাপূর্ণা দেবী □

২। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধটির উৎস গ্রন্থ হল—
(অ) ভাববার কথা □ (আ) লঘুগুরু □
(ই) মতিচুর □ (ঈ) তিনপুরুষ □

৩। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধটি কোন্ জাতীয় প্রবন্ধ?
(অ) সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ □ (আ) বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ □
(ই) নারী স্বাধীনতামূলক প্রবন্ধ □ (ঈ) ধর্মীয় বিষয়ক প্রবন্ধ □

৪। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—
(অ) বেগম রোকেয়া □ (আ) আশাপূর্ণা দেবী □
(ই) মাদার টেরেজা □ (ঈ) স্বর্ণকুমারী দেবী □

৫। পুরুষের অর্ধাঙ্গ বলা হয়—
(অ) সমাজকে □ (আ) নারীকে □
(ই) পুরুষ ও নারীকে □ (ঈ) দাসীকে □

৬। সমাজে নারীর আধিপত্য, সমকক্ষতা, সমান্তরাল ভূমিকা চায় না—
(অ) পুরুষ □ (আ) দাসী □
(ই) বেগম রোকেয়া □ (ঈ) নারী পুরুষ □

৭। নারীর অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, চেতনাহীনতা, দাসী মনোবৃত্তির জন্য দায়ী—
(অ) সমাজ □ (আ) পুরুষ □
(ই) নারী □ (ঈ) নারী-পুরুষ □

৮। অধিকাংশ লোকে চাকুরী লাভের পথ মনে করে—
(অ) নারীকে □ (আ) শিক্ষাকে □
(ই) নারী পুরুষকে □ (ঈ) লেখিকাকে □

৯। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন না করার জন্য নারী হয়েছে—
(অ) হীনতেজ □ (আ) মূর্খ □
(ই) দুর্বলভুজা □ (ঈ) হীনবুদ্ধিসম্পন্না □

১০। 'কি করিলে লুপ্তরত্ন উদ্ধার হইবে'? —'লুপ্তরত্ন' বলতে বোঝান হয়ে
(অ) লুকিয়ে রাখা রত্ন □ (আ) স্ত্রীজাতির জন্য সংরক্ষণ □
(ই) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার □ (ঈ) স্ত্রীলোকদের সঞ্চিত অর্থ □

১১। 'Dull head' কথাটির অর্থ হল—
(অ) উর্বর মস্তিষ্ক □ (আ) অনুর্বর মস্তিষ্ক □
(ই) হীনবুদ্ধি □ (ঈ) দুর্বলভুজা □

১২। 'Viceroy' শব্দের বাংলা অর্থ—
(অ) কেরাণী □ (আ) বড়লাট □
(ই) বড়বাবু □ (ঈ) মহিলা কেরানী □

১৩। 'পতিতপাবন' শব্দের অর্থ—
(অ) ভগবান □ (আ) ভক্ত □
(ই) ভৃত্য □ (ঈ) পতি □

১৪। 'লেডি' শব্দটি কোন্ জাতীয়?
(অ) বাংলা □ (আ) বিদেশী □
(ই) ইংরেজি □ (ঈ) ফারসী □

১৫। ব্রিটিশ ভারতের সর্বময় কর্তা হলেন—
(অ) লেডি-ব্যারিস্টার □ (আ) লেডি জজ □
(ই) লেডি ভাইসরয় □ (ঈ) রানী □

১৬। স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করার উপায় হল—
(অ) শিক্ষা □ (আ) অনুশীলন □
(ই) চাকুরী □ (ঈ) শারীরিক শ্রম □

১৭। 'পুরুষদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে'—'আমাদের' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?
(অ) পুরুষ জাতির □ (আ) স্ত্রীজাতির □
(ই) কেরানীর □ (ঈ) ব্যারিস্টারদের □

১৮। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সরকারি চাকরিকে বলা হয়—
(অ) রাজকীয় কার্যক্ষেত্র □ (আ) জীবিকা অর্জন □
(ই) কার্যক্ষেত্র □ (ঈ) সরকারি ক্ষেত্র □

১৯। 'Enslaved' শব্দের বাংলা অর্থ হল—
(অ) দাস □ (আ) ক্রীতদাস □
(ই) দাসীবৃত্তি □ (ঈ) প্রবৃত্তি □

২০। অকর্মণ্য পুতুল জীবন হল—
(অ) শিক্ষিত নারীদের জীবন □ (আ) অসহায় নারীদের জীবন □
(ই) বঞ্চিত জীবন □ (ঈ) দাসীবৃত্তি জীবন □

২১। 'নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করো'—কার প্রভুত্বের কথা বলা হয়েছে?
(অ) পুরুষের □ (আ) সমাজের □
(ই) মানুষের □ (ঈ) শিক্ষিতার □

২২। 'সূচিকর্ম' শব্দের অর্থ হল—
(অ) সেলাই-এর কাজ □ (আ) শিক্ষার কাজ □
(ই) ভারবহনের কাজ □ (ঈ) কৃষিকাজ □

২৩। নারীদের অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হবে কোন্ উপায়ে?
(অ) বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ ও জ্ঞানচর্চা করলে □
(আ) হীনবল হলে □
(ই) দুর্বলভুজা হলে □
(ঈ) দাসীবৃত্তি করলে □

২৪। স্বামীদের গৃহের কাজে শ্রম ব্যয় করে।— কে শ্রম ব্যয় করে?
(অ) নারী □ (আ) হীনবল □
(ই) দাস □ (ঈ) স্ত্রীজাতি □

২৫। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য নারীদের করণীয় হল—
(অ) সুশিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় করা □
(আ) বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করা □
(ই) দুর্বলভুজা হওয়া □
(ঈ) নিঃসঙ্গ হওয়া □

২৬। 'নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেদের চেষ্টা করতে হবে'— কাদের উন্নতির কথা বলা হয়েছে?
(অ) স্ত্রীজাতির □ (আ) নারীর □
(ই) হীনবুদ্ধির □ (ঈ) অসহায়াদের □

২৭। 'তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়।'—এখানে কোন্ 'আশার আলোক'-এর কথা বলা হয়েছে?
(অ) স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের □ (আ) বঞ্চিতের □
(ই) হীনবৃত্তির □ (ঈ) দুর্বলভুজার □

২৮। 'কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব?'—কোন্ উপায়ে?
(অ) হীনবল, বুদ্ধিহীন ও গোলাম মনোবৃত্তি মুছে ফেললে □
(আ) দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে □
(ই) ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখলে □
(ঈ) সুশিক্ষিত হলে □

২৯। 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার' বলতে কি বোঝান হয়েছে?
(অ) স্ত্রীশিক্ষা মঙ্গলজনক নয় এমন ব্যঙ্গার্থে □ (আ) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার □
(ই) নারী জাতির উন্নতি □ (ঈ) হীনবল মনোবৃত্তির জন্য □

৩০। নারীদের নিজেদেরই উন্নতির জন্য অবরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়াস হবে, তবেই কে তাদের সহায় হবেন?
(অ) ঈশ্বর □ (আ) পুরুষ □
(ই) হীনবল জাতি □ (ঈ) মূর্খ জাতি □

৩১। 'রাজকীয় কার্যক্ষেত্র' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(অ) আভিজাত্যপূর্ণ কাজ □ (আ) ইংরেজের অধীনে চাকরি □
(ই) রাজার মত কাজ □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩২। 'দুর্বলভুজা' কাদের বলা হয়?
(অ) হীনবলদের □ (আ) যারা যুদ্ধ করতে পারে না □
(ই) প্রতিবন্ধীদের □ (ঈ) স্ত্রীজাতি-দের □

৩৩। 'স্ত্রীজাতির অম্লানবদনে' মেনে নেবার কারণ কী?
(অ) সহনশীলা বলে □ (আ) প্রতিবাদ করতে পারে না □
(ই) লোকলজ্জার ভয় □ (ঈ) কোনোটাই নয়। □

৩৪। স্ত্রীশিক্ষার অপূর্ণতা কোথায়?
(অ) উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব □
(আ) সমাজের মানুষের উদার মানসিকতার অভাব □
(ই) পরিবারের মানুষের অসহযোগিতা □
(ঈ) উপরের তিনটি কারণের সবগুলি □

৩৫। 'স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস হয়ে গিয়েছিল' —কেন?
(অ) দীর্ঘদিনের দাসীবৃত্তির জন্য □ (আ) পুরুষদের কথা শুনে □
(ই) নিজেরা অলস বলে □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৬। পুরুষদের সমকক্ষতা লাভের জন্য কি করণীয়?
(অ) নারীদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ খোঁজা □
(আ) মনোভাবের পরিবর্তন □
(ই) পুরুষদের অবহেলা করা □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৭। পুরুষ ও নারীর স্বার্থ এক কেন?
(অ) শিশুর জীবনধারণের জন্য উভয়কে প্রয়োজন □
(আ) একসঙ্গে থাকার জন্য □
(ই) দাম্পত্য জীবন সুন্দর করার জন্য □
(ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৮। নিষ্কর্মা পুরুষেরা স্ত্রীদের উপর নিপীড়ন করেন কেন?
(অ) স্ত্রীর শিক্ষার অভাব □ (আ) সহনশীলা বলে □
(ই) সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৩৯। 'আমাদের এবুপ গুণের আবশ্যক'—কোন্ গুণের কথা বলা হয়েছে?
(অ) উচ্চ চিত্তবৃত্তি □ (আ) নিজ বুদ্ধিবৃত্তি □
(ই) ওজস্বিতা □ (ঈ) উপরের সব গুণগুলি □

৪০। 'দেশের উপযুক্ত কন্যা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(অ) যথার্থ সম্মান ও অধিকার সম্পন্ন স্ত্রী জাতি □
(আ) পুরুষদের সমকক্ষ স্ত্রীজাতি □
(ই) যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্না নারী □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪১। অকর্মণ্য পুরুষেরা স্বামী হয় কেন?
(অ) দীর্ঘদিনের কুসংস্কার ও সচেতনতার অভাব □
(আ) স্বামী বলে মেনে নেয় □
(ই) পারিপার্শ্বিকতার চাপ □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪২। মেয়েরা সমাজের অর্ধঅঙ্গ কেন?
(অ) নারী ও পুরুষ মিলে সমাজ বলেই □
(আ) উভয়েই সম্পত্তির অধিকারী □
(ই) একসঙ্গে থাকে বলে □ (ঈ) কোনোটাই নয় □

৪৩। বেগম রোকেয়া-র দুটি প্রবন্ধের নাম বল।
(অ) মতিচুর, অবরোধবাসিনী □ (আ) কমলাকান্তের দপ্তর, পঞ্চভূত □
(ই) বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য □ (ঈ) আত্মচরিত, লোকশক্তি □

৪৪। স্ত্রীজাতির অবনতির মূলে আছে—
(অ) সমাজ ও পুরুষের দুরভিসন্ধি □ (আ) নারীদের শিক্ষার অভাব □
(ই) নারীদের চেতনা ও আত্মমর্যাদার অভাব □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৪৫। 'আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ...।'-'তদ্রূপ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
(অ) স্ত্রীজাতির মনোকক্ষে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে না □
(আ) পুরুষরা একমাত্র আয় করে □
(ই) পুরুষদের প্রভুত্ব নারীরা সহ্য করে □
(ঈ) কোনোটিই নয় □

৪৬। 'আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ করে।' —কে কোন্ প্রবন্ধে এই উক্তিটি করেছেন?
(অ) বেগম রোকেয়া, স্ত্রীজাতির অবনতি □
(আ) রাজশেখর বসু, অপবিজ্ঞান □
(ই) প্রমথ চৌধুরী, বই পড়া □
(ঈ) স্বামী বিবেকানন্দ, বাঙ্গালা ভা

৪৭। 'ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন?'—কার লেখা কোন্ প্রবন্ধের অংশবিশেষ?
(অ) প্রমথ চৌধুরী, বই পড়া □
(আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমা
(ই) বেগম রোকেয়া, স্ত্রীজাতির অবনতি □
(ঈ) রাজশেখর বসু, অপবিজ্ঞান □

৪৮। 'পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ'—'আমরা' বলতে কারা
(অ) পুরুষ সমাজ □
(আ) নারী সমাজ □
(ই) স্ত্রীশিক্ষা □
(ঈ) কোনোটিই নয় □

৪৯। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের লেখিকার পুরো নাম হল—
(অ) স্বর্ণকুমারী দেবী □
(আ) কামিনী রায় □
(ই) বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন □
(ঈ) মহাশ্বেতা দেবী □

৫০। নারী দুর্বল শক্তি হওয়ার জন্য দায়ী হল—
(অ) শিক্ষিত সমাজ □
(আ) অশিক্ষিত □
(ই) পুরুষশাসিত সমাজ □
(ঈ) রাষ্ট্রনায়ক □

৫১। 'God helps those that helps themselves'—উক্তিটি কোন্ প্রব অংশবিশেষ?
(অ) স্ত্রীজাতির অবনতি □
(আ) স্বদেশী সমাজ □
(ই) বইপড়া □
(ঈ) বাঙ্গালা ভাষা □

৫২। বেগম রোকেয়ার জন্ম সাল কোন্টি?
(অ) ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ □
(আ) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ □
(ই) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ □
(ঈ) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ □

৫৩। 'উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না নাই?'—উদ্ধৃতিটি নীচের কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত?
(অ) স্বদেশী সমাজ □
(আ) অপবিজ্ঞান □
(ই) স্ত্রীজাতির অবনতি □
(ঈ) বাঙ্গালা ভাষা □

৫৪। কন্যাদায় থেকে মুক্তির জন্য কোন্ পথ ভাল?
(অ) কর্মে প্রতিষ্ঠিত □
(আ) সুশিক্ষায় শিক্ষিত □
(ই) বিবাহ দেওয়া □
(ঈ) সুশিক্ষিত করে কার্যক্ষেত্রে ছেড়ে দেও

৫৫। নারী কীভাবে উপার্জন করবে?
(অ) দাসীবৃত্তি দ্বারা □
(আ) আপন বুদ্ধি ও সুশিক্ষার দ্বারা
(ই) বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে □
(ঈ) হীনবল দ্বারা □

৫৬। কোন্ জাতি কাঁচা আম, ঝাল লংকা এবং কড়া স্বামী পছন্দ করে?
(অ) পুরুষ □
(আ) স্ত্রী □
(ই) সভ্য □
(ঈ) অশিক্ষিত □

৫৭। কোন্ জাতীয় স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করে থাকে?
(অ) শিক্ষিত □
(আ) গায়িকা □
(ই) নেত্রী □
(ঈ) অশিক্ষিত □

৫৮। কাকে সুশিক্ষিতা করে কার্যক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
(অ) কন্যাদের □
(আ) শিশুদের □
(ই) পুরুষদের □
(ঈ) বৃদ্ধদের □

৫৯। সূর্যালোক কোথায় প্রবেশ করে না?
(অ) শয়নকক্ষে □
(আ) পাঠদান কক্ষে □
(ই) রন্ধন কক্ষে □
(ঈ) জিমকক্ষে □

৬০। জ্ঞানের আলোক কোথায় প্রবেশ করতে পারে না?
(অ) মনোকক্ষে □
(আ) শয়নকক্ষে □
(ই) শ্রেণিকক্ষে □
(ঈ) রন্ধনকক্ষে □

৬১। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কী আছে?
(অ) কুসংস্কার □
(আ) সংস্কার □
(ই) কুশিক্ষা □
(ঈ) কুচিন্তা □

৬২। 'শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে...।'—কী বলে থাকে?
(অ) স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার □
(আ) শিক্ষার কুফলের □
(ই) মহিলাগণের চাকুরী □
(ঈ) স্ত্রীলোকের দাসীবৃত্তি □

৬৩। 'এক স্থলে আমি বলিয়াছি',—কী বলেছে?
(অ) ভরসা কেবল পতিতপাবন □
(আ) স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার □
(ই) ভরসা কেবল পুরুষ □
(ঈ) পুরুষের সমকক্ষমতা লাভ □

৬৪। 'আমাদের উচিত যে' উক্তিটি হল—
(অ) স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি □
(আ) নিজ হস্তে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা □
(ই) দেবালয়ের দরজা স্বহস্তে খোলা □
(ঈ) পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করা □

৬৫। 'God helps those that helps themselves' বাক্যটির বাংলায় অনুবাদ হল—
(অ) ভগবান সাহায্য করেন তাকে যে নিজে নিজের সাহায্য করে □
(আ) ভগবান সাহায্য করেন তাকে যে অপরের সাহায্য করে □
(ই) ভগবান নিজে সাহায্য করে □
(ঈ) ভগবান সাহায্য করেন তাকে মানুষ অপরের সাহায্য করে □

৬৬। 'ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন'—'তাহাকেই' বলতে বোঝান হয়েছে

(অ) যে নিজে নিজের সাহায্য করে □

(আ) যে অপরের সাহায্য করে □

(ই) যে অপরের কথা ভাবে না □

(ঈ) যে অন্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয় □

৬৭। 'কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত...' স্মরণে রাখার বিষয় হল—

(অ) উর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন করতে হয় □

(আ) ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য করেন □

(ই) আমাদের ষোল আনা উপকার হবে না □

(ঈ) নারী পুরুষের প্রভুত্ব সহ্য করে। □

৬৮। 'কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক।'—কোন্ কথার প্রসঙ্গ এখানে বর্ণিত?

(অ) পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলে নারী তার প্রভুত্ব সহ্য করে

(আ) স্ত্রীজাতির মন দাস হতে দেখা যায় □

(ই) স্ত্রী তার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না □

(ঈ) পুরুষের কষ্ট উপার্জিত অর্থ ভোগ করে নারী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় □

৬৯। 'স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম' হয়ে কী করতে বাধ্য হয়?

(অ) পরের উপার্জিত ধনভোগে □

(আ) স্ত্রীজাতির মন দাসে পরিণত □

(ই) ষোলআনা উপকার □

(ঈ) চাকুরী লাভের পথ □

৭০। 'স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।'—আপত্তি না করার কারণ হল—

(অ) নারী-হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় □

(আ) নারী চিত্তের বৃত্তিগুলি জাগরিত হয় □

(ই) নারীর শত দোষ সমাজ মেনে নেয় □

(ঈ) নারীর স্বাধীনতা বলে কোন বস্তু নেই □

৭১। 'আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না' করেন তখন তিনি কী করেন?

(অ) প্রভুত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন □

(আ) নারী তার প্রভুত্ব সহ্য করে □

(ই) আমাদের ষোল আনা উপকার হবে না □

(ঈ) উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে □

৭২। দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা কী দ্বারা অর্থ উপার্জন করে?

(অ) সূচির্ক বা দাসীবৃত্তি □ (আ) পতিতপবনের দ্বারা □

(ই) দৃঢ় সংকল্প □ (ঈ) স্বাধীনতা □

৭৩। 'আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি'—'আমরা' বল কার কথা বলা হয়েছে?

(অ) মেয়ে □ (আ) স্ত্রী □

(ই) দাসী □ (ঈ) অর্ধাঙ্গিনী □

৭৪। 'আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি', তবে কী করব?

(অ) কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ □ (আ) দাসীবৃত্তি □

(ই) অর্থ উপার্জন □ (ঈ) পুতুল জীবন যাপন □

৭৫। ভারতে কী দুর্লভ হওয়ার কারণে কন্যাদায়ে কেঁদে মরি?

(অ) বর □ (আ) পুরুষ □

(ই) ধন □ (ঈ) শিক্ষা □

৭৬। প্রাবন্ধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে কী হলে দেশের সমস্ত নারীকে 'রানী' করে ফেলবে?

(অ) লেডী ভাইসরয় □ (আ) লেডী কেরানী □

(ই) লেডী ব্যারিস্টার □ (ঈ) লেডী ম্যাজিস্ট্রেট □

৭৭। 'নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক'—কখন উপার্জন করবে?

(অ) মেয়েরা সুশিক্ষিতা হলে □

(আ) মেয়েরা অর্ধাঙ্গিনী হলে □

(ই) মেয়েরা দুর্বলভুজা হলে □

(ঈ) মেয়েরা অনুর্বর মস্তিষ্ক হলে □

৭৮। 'আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে?'—নাউঠার কারণ হল—

(অ) আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ □

(আ) আমরা সমাজেরই অন্তর্গত □

(ই) আমরা সমাজের অঙ্গ □

(ঈ) আমরা সমাজের সঙ্গিনী নই □

৭৯। 'সে দোষ কাহার?'—'কাহার' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

(অ) আমাদের □ (আ) সমাজের □

(ই) তাদের □ (ঈ) জড়বৎ জীবনের □

৮০। 'এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন....।' সেখানে গিয়ে কী দেখছেন?

(অ) তাঁদের সঙ্গিনী নেই □

(আ) সমাজের পুরুষরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হচ্ছেন □

(ই) তাঁরা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন □

(ঈ) উন্নতির পথে তাঁরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন □

৮১। কী কী ভাবে আমরা তাঁদের সহায়তা করি?

(অ) সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী □ (আ) সহকর্মিণী, দুর্বলভুজা, হীন □

(ই) সহচরী, মূর্খ, হীনবুদ্ধি □ (ঈ) সহধর্মিণী, দুর্বল, সতেজ □

৮২। আমরা কিজন্য সৃষ্ট হইনি?

(অ) অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করার □

(আ) লেডী ভাইসরয় হওয়ার □

(ই) অর্থ উপার্জনের □

(ঈ) রানী হওয়ার □

উত্তরমালা

১। (আ) বেগম রোকেয়া। ২। (ই) মতিচুর। ৩। (ই) নারী স্বাধীনতামূলক প্র
৪। (অ) বেগম রোকেয়া। ৫। (আ) নারীকে। ৬। (আ) পুরুষ। ৭। (অ) সা
৮। (আ) শিক্ষাকে। ৯। (অ) হীনতেজ। ১০। (ই) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। ১১।
অনুর্বর মস্তিষ্ক। ১২। (আ) বড়লাট। ১৩। (অ) ভগবান। ১৪। (ই) ইংরে
১৫। (ই) লেডি ভাইসরয়। ১৬। (আ) অনুশীলন। ১৭। (আ) স্ত্রীজাতির। ১৮।
রাজকীয় কার্যক্ষেত্র। ১৯। (অ) দাস। ২০। (আ) অসহায় নারীদের জী
২১। (অ) পুরুষের। ২২। (অ) সেলাই-এর কাজ। ২৩। (অ) বুদ্ধিবৃত্তিকে স
ও জ্ঞানচর্চা করলে। ২৪। (অ) নারী। ২৫। (অ) সুশিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে জী
অর্জনের উপায় করা। ২৬। (অ) স্ত্রীজাতির। ২৭। (অ) স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের।
(অ) হীনবল, বুদ্ধিহীন ও গোলাম মনোবৃত্তি মুছে ফেলতে হবে। ২৯। (অ) স্ত্রী
মঙ্গলজনক নয় এমন ব্যক্তার্থে। ৩০। (অ) ঈশ্বর। ৩১। (আ) ইংরেজের অ
চাকরি। ৩২। (ঈ) স্ত্রীজাতি-দের। ৩৩। (অ) সহনশীলা বলে। ৩৪। (ঈ) উপ
তিনটি কারণের সবগুলি। ৩৫। (অ) দীর্ঘদিনের দাসীবৃত্তির জন্য। ৩৬। (অ) নারী
স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ খোঁজা। ৩৭। (অ) শিশুর জীবনধারণের জন্য উ
প্রয়োজন। ৩৮। (অ) স্ত্রীর শিক্ষার অভাব। ৩৯। (ঈ) উপরের সব গুণগুলি।
(অ) যথার্থ সম্মান ও অধিকার সম্পন্ন স্ত্রী জাতি। ৪১। (অ) দীর্ঘদিনের কুসং
ও সচেতনতার অভাব। ৪২। (অ) নারী ও পুরুষ মিলে সমাজ বলেই। ৪৩।
মতিচুর, অবরোধবাসিনী। ৪৪। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৪৫। (আ) স্ত্রীজা
মনোকক্ষে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে না। ৪৬। (অ) বেগম রোকেয়া, স্ত্রীজা
অবনতি। ৪৭। (ই) বেগম রোকেয়া, স্ত্রীজাতির অবনতি। ৪৮। (আ) নারী সম
৪৯। (ই) বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। ৫০। (ই) পুরুষশাসিত সম
৫১। (অ) স্ত্রীজাতির অবনতি। ৫২। (অ) ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ। ৫৩। (ই) স্ত্রীজা
অবনতি। ৫৪। (ঈ) সুশিক্ষিত করে কার্যক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া ৫৫। (আ) আ
বুদ্ধি ও সুশিক্ষার দ্বারা। ৫৬। (আ) স্ত্রী। ৫৭। (ঈ) অশিক্ষিত। ৫৮। (অ) কন্যা
৫৯। (অ) শয়নকক্ষ। ৬০। (অ) মনোকক্ষে। ৬১। (অ) কুসংস্কার। ৬২। (আ) স্ত্রীশিক্ষ
নমস্কার। ৬৩। (অ) ভরসা কেবল পতিপাবন। ৬৪। (অ) স্বহস্তে উন্নতির
উন্মুক্ত করি। ৬৫। (অ) ভগবান সাহায্য করেন তাকে যে নিজে নিজের সাহায্য ক
৬৬। (অ) যে নিজে নিজের সাহায্য করে। ৬৭। (অ) উর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন ক
হয়। ৬৮। (অ) পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলে নারী তার প্রভুত্ব সহ্য ক
৬৯। (অ) পরের উপার্জিত ধনভোগে। ৭০। (অ) নারী-হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অ
বিনষ্ট হয়। ৭১। (অ) প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। ৭২।
সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি। ৭৩। (অ) মেয়ে। ৭৪। (অ) কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ। ৭৫।
বর। ৭৬। (অ) লেডী ভাইসরয়। ৭৭। (অ) মেয়েরা সুশিক্ষিতা হলে। ৭৮।
আমরা সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ। ৭৯। (অ) আমাদের। ৮০। (অ) তাঁদের সঙ্গিনী
৮১। (অ) সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী। ৮২। (অ) অকর্মণ্য পুতুল জীবন
করার।

প্রবন্ধ

অপবিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক, বুদ্ধিদীপ্ত রচনার স্রষ্টারূপে রাজশেখর বসু বা পরশুরাম সুপরিচিত। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজ-এস্টেটে ম্যানেজার ছিলেন। রাজশেখরের বাল্যজীবন বিহারেই কাটে। দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে পাটনা কলেজে এম. এ. পড়েন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বি. এল. পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেন। তারপর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কসে যোগ দেন। স্বীয় দক্ষতায় অল্পদিনেই ঐ সংস্থার ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। আমৃত্যু এই সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ জীবনযাপনে রাজশেখর বসু ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য মানুষ। বাইরে গম্ভীর দেখালেও আসলে তিনি ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি। পরশুরাম ছদ্মনামে তিনি যে সব রম্যরচনা লেখেন, তা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতিমান করে তোলে। গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ আজও সমান জনপ্রিয়। 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর "চলন্তিকা" অভিধান আজও তুলনাহীন। রামায়ণ, মহাভারতের সারানুবাদ করে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশটি।

সারাজীবনে রাজশেখর বসু নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করে। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে পান আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মান প্রদান করেছিলেন। এই সুলেখক ও মনীষীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল।

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাই
তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপ
হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের
অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যে
ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আ
কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন
একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্য
সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন
বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রো
অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল এ
ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়ে
বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যু
আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের
নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্ট
উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন!

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ
না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের
নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণ
নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই
বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে
ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌ
অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস
বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফস
আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরো
যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-
যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই
শিখিলে স্থানে-অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউ
পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা
গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জল
বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে য
গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যে সকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হই
তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি—

নাইট্রিক অ্যাসিড, তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ,
অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রা

ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন, চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা— সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐ সকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার প্রলেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—Complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে, ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপার পরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ

নাই ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। ... স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

উৎস ও প্রকাশ

রাজশেখর বসু-র "লঘুগুরু" গ্রন্থের অন্তর্গত 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটির রচনাকাল ... বঙ্গাব্দ। উনিশ শতকে আমাদের দেশে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার মধ্যে বিজ্ঞ... ও যুক্তিবিচারের ভূমিকা ছিল অন্যতম। মধ্যযুগীয় প্রথা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ... যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বস্তুবাদী ভাবনায় ও বিজ্ঞান ... মানুষকে সচেতন করেছিলেন। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু, ব্রাহ্মণেরা এই সময় কোণঠাসা ... পড়েন। তারপর তাঁরা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে শাস্ত্রব্যাখ্যার যে নতুন ভাষ্য দেন ... আবার জনগণ চমৎকৃত ও বিভ্রান্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় তাঁর সব্যঙ্গ ... আছে। রাজশেখর বসু নিজে একজন বস্তুবাদী ভাবুক, চিন্তাশীল, মননশীল বুদ্ধিমান ... বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে তিনি দেখেছেন এদেশে অতিচালাকেরা কিভাবে বিজ্ঞানকে পণ্য ... বিজ্ঞান ভাঙিয়ে অপবিজ্ঞানের প্রসার রোধ করতে তিনি উৎসাহী হয়েছেন। কেননা, ... নিয়েও যখন কুসংস্কার, কুযুক্তি তৈরি হয়, তখন তা রীতিমতো ভাববার ও ... বিষয়। "অপবিজ্ঞান" প্রবন্ধে লেখক এমনই কিছু অদ্ভুত উদাহরণ দিয়েছেন, যা ... বিজ্ঞানের, কিন্তু আসলে তা অপবিজ্ঞান। যা অনুচিত তাই 'অপ' মনে রাখলে, 'অপ... নামকরণের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে। লেখক সরাসরি বিষয়ভিত্তিক নামকরণ ক... যদিও রচনার মধ্যে সাধারণ পাঠক ও মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ... , তির্যক উক্তি, পরিহাস পটুত্বে "অপবিজ্ঞান" প্রবন্ধটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি ... তর্কে শাণিত হয়ে উঠেছে। সাধু গদ্যরীতিতে লেখা হলেও কোথাও জটিল বাক্য ... নেই। কথ্য গদ্যরীতির মতোই প্রবন্ধটি পড়া যায়। অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখার অ... বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে শেষ পর্যন্ত "অপবিজ্ঞান" হয়ে ওঠে, তা রচনাটির মধ্যে সুস্পষ্ট।

শব্দার্থ

- **অন্ধসংস্কার**—কুসংস্কার; কোনো বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস।
- **অপধর্ম**—বিকারগ্রস্ত ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা।
- **অপবিজ্ঞান**—ভ্রান্ত বিজ্ঞান।
- **অগস্ত্যমুনি**—বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সূর্য ও বরুণদেবের পুত্র; তেজস্বী, ক্রো... অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।
- **ভ্রান্তি**—ভ্রম বা ভুল।
- **কিঞ্চিৎ**—কিছুটা; খানিকটা।
- **কবিরাজ**—ভেষজবিদ্ বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক।
- **অষ্টধাতু**—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা।
- **কোমরবন্ধ**—Belt; কটি বেষ্টনী।

- **অক্সিজেন**—মৌলিক গ্যাস, অম্লজান, যার যোগে দহন ও শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
- **হাইড্রোজেন**—মৌলিক গ্যাস, উদ্‌জান, জলের অন্যতম উপাদান।
- **ফসফরস**—মৌলিক পদার্থ, যা একটুতেই জ্বলে ওঠে; জীবদেহের হাড়ে থাকে।
- **নিষ্যন্দ**—ক্ষরণ, নির্যাস।
- **শৃঙ্গবৎ**—শিঙের মতন।
- **আলপাকা**—উজ্জ্বল একপ্রকার পশমী কাপড়।
- **কদর্থ**—খারাপ বা বিকৃত অর্থ।
- **বুকনি**—কথার ফোড়ন; প্রসঙ্গের মধ্যে মধ্যে রসাত্মক বাক্য প্রয়োগ।
- **আত্মপ্রতারণা**—নিজেকে ছলনা করা বা ঠকানো।
- **বাক্‌ছল**—কথার ছলনা বা চাতুর্য।
- **উদ্বায়ী**—যা সহজেই উবে যায়।
- **স্বাধিকারচ্যুত**—নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুত হওয়া।
- **পুদিনা**—সুগন্ধ শাকবিশেষ।
- **হেত্বাভাস**—Fallacy, হেতুদোষ বা দুষ্টযুক্তি।
- **অদৃষ্টবাদ**—প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের কর্মফলে এ জন্মে সুখ-দুঃখ লাভের মতবাদ।
- **নিয়তিবাদ**—বিধির বিধান; গ্রীক 'নেমেসিস' থেকে নিয়তিবাদ বা ভাগ্যফল এসেছে।
- **পুরুষকার**—দৈবের বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে নিজের পৌরুষে, শক্তিতে আস্থা।
- **প্রতর্ক্য**—বিচার, তর্কবিতর্ক।
- **ত্রিকালজ্ঞ**—ভূত বা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালদর্শী।
- **চন্দ্রগ্রহণ**—চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। পুরাণের মতে, চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে।
- **কমপ্লেক্স**—মানসিক অবস্থা বা এক ধরনের চিত্তবিকার।
- **সালসা**—রক্তশোধক ওষুধ বিশেষ।

টীকা

- **পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি**—প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত, ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও বাগ্মী। জন্ম ১৮৫১ খ্রিঃ ও মৃত্যু ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু ধর্মের অনুসৃত বিভিন্ন কুসংস্কারাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদি কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের পৈতে, টিকি বা গঙ্গাজলে বিদ্যুতের অস্তিত্বের কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন।
- **অগস্ত্য মুনি**—ঋক্‌বেদ অনুসারে সূর্য বা বরুণের পুত্র, অত্যন্ত কোপন স্বভাবের মুনি। অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অসুরেরা সমুদ্রে আত্মগোপন করেছিল বলে অগস্ত্য মুনি এক গণ্ডুষে সেই সমুদ্রের জল শোষণ করে নিয়েছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, অগস্ত্যের চক্ষু থেকে নির্গত বিদ্যুতে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়েছিল।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটির লেখক হলেন—
(অ) প্রমথ চৌধুরী □ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(ই) রাজশেখর বসু □ (ঈ) স্বামী বিবেকানন্দ □

২। রাজশেখর বসুর ছদ্মনামটি হল—
(অ) জরাসন্ধ □ (আ) নীললোহিত □
(ই) পরশুরাম □ (ঈ) কালকূট □

৩। 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল—
(অ) ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ □ (আ) ১৩৩২ বঙ্গাব্দ □
(ই) ১৩৩০ বঙ্গাব্দ □ (ঈ) ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ □

৪। 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটির উৎস গ্রন্থ হল—
(অ) লঘুগুরু □ (আ) ভাববার কথা □
(ই) বর্তমান ভারত □ (ঈ) তিন পুরুষ □

৫। 'অপবিজ্ঞান' শব্দের অর্থ—
(অ) অপধর্ম □ (আ) ভ্রান্ত বিজ্ঞান □
(ই) ধর্মের বুলি □ (ঈ) যুক্তিবাদ □

৬। অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—
(অ) গ্যালিলিও □ (আ) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি
(ই) জগদীশচন্দ্র বসু □ (ঈ) প্রফুল্ল চন্দ্র রায় □

৭। 'আলপাকা' শব্দের অর্থ—
(অ) পশম □ (আ) রেশম □
(ই) সিল্ক □ (ঈ) তসর □

৮। 'আলপাকা শাড়ী' হল—
(অ) ভেড়ার লোমজাত কাপড় □ (আ) রেশমের কাপড় □
(ই) আলপেড়ে শাড়ি □ (ঈ) পাকারঙের শাড়ি □

৯। ব্রাহ্মণের টিকিতে পইতায়, গঙ্গাজলে কার অস্তিত্ব?
(অ) বিজ্ঞান □ (আ) বিদ্যুৎ □
(ই) আগুন □ (ঈ) জল □

১০। 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি যে রীতিতে রচিত তা হল—
(অ) চলিত রীতিতে □ (আ) মিশ্র রীতিতে □
(ই) সাধু গদ্যরীতিতে □ (ঈ) পদ্য রীতিতে □

১১। সোনা, রুপা, তামা, পেতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা প্রভৃতি হল—
(অ) মিশ্র ধাতু □ (আ) অষ্ট ধাতু □
(ই) ধাতব পদার্থ □ (ঈ) খনিজ ধাতু □

১২। ফাউন্টেন পেন, চিরুনি, চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বস্তুর উপাদানকে বলে—
(অ) গাটাপার্চা □ (আ) সেলিউলয়েড □
(ই) কাচকড়া □ (ঈ) আলপাকা □

১৩। নাইট্রিক অ্যাসিড, তুলা প্রভৃতি থেকে তৈরী হয়—
(অ) সেলিউলয়েড □ (আ) গাটাপার্চা □
(ই) কাচকড়া □ (ঈ) ইবনাইট □

১৪। রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হল—
(অ) সেলিউলয়েড □ (আ) গাটাপার্চা □
(ই) ভলকানাইট □ (ঈ) সেলোফেন □

১৫। রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে প্রস্তুত হয়—
(অ) ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট □ (আ) সেলিউলয়েড □
(ই) থার্মোপ্লাস্টিক □ (ঈ) সেলোফেন □

১৬। 'কাচকড়া'র মূল অর্থ—
(অ) কাছিমের খোলা □ (আ) ডাবের খোলা □
(ই) ডিমের খোলা □ (ঈ) ছত্রাকের খোলা □

১৭। ফাউন্টেন পেন, চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়—
(অ) ইবনাইট থেকে □ (আ) সেলিউলয়েড থেকে □
(ই) সেলোফেন থেকে □ (ঈ) ভিসকোজ থেকে □

১৮। 'সালসা' হল—
(অ) সালিশি সভা □ (আ) সিসা মিশ্রিত তরল □
(ই) সিসা ও গন্ধক মিশ্রিত যৌগ □ (ঈ) আয়ুর্বেদিক ওষুধ □

১৯। 'হেত্বাভাষ'-এর অর্থ হল—
(অ) হেতুদোষ □ (আ) নেমেসিস □
(ই) নিয়তিবাদ □ (ঈ) যুক্তি □

২০। 'হেত্বাভাষ'-এর ইংরেজি পরিভাষা হল—
(অ) Fallacy □ (আ) Complex □
(ই) Ballad □ (ঈ) One-act play □

২১। সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট প্রভৃতি কোন্ জাতীয় বস্তু?
(অ) স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ □ (আ) অস্বচ্ছ □
(ই) মৌলিক □ (ঈ) যৌগিক □

২২। ঘর ছাওয়ার করুগেটেড লোহায় প্রলেপ থাকে—
(অ) দস্তার □ (আ) তামার □
(ই) সীসার □ (ঈ) কাঁসার □

২৩। ভীরু, অন্যের অনুগত, দুর্বলতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়—
(অ) Complex □ (আ) Fallacy □
(ই) Ballad □ (ঈ) Psychological moment □

২৪। 'বুকনি' ও 'বাহুল্য' শব্দ দুটির অর্থ—
(অ) কথার ফোড়ন ও কথার চাতুর্য □ (আ) কথার মারপ্যাঁচ □
(ই) কথার ছলনা □ (ঈ) বেশি কথা □

২৫। ত্রিকালজ্ঞ হল—
(অ) অতীত ও বর্তমান □ (আ) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
(ই) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ □ (ঈ) ভবিষ্যৎ □

২৬। সংবাদপত্র ও বক্তৃতায় মনোবিদ্যা সংক্রান্ত অপরিহার্য বুকনি হল—
(অ) Psychological moment □ (আ) Inferiority complex
(ই) Water complex □ (ঈ) Complex □

২৭। 'টিন' শব্দের অপপ্রয়োগ—
(অ) ইংরেজ শাসনকালে □ (আ) মোঘল আমলে □
(ই) তুর্কী শাসনকালে □ (ঈ) পাঠান আমলে □

২৮। 'টিন' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল—
(অ) করুগেটেড টিন □ (আ) কেরোসিনের টিন □
(ই) লোহার পাত □ (ঈ) রাং □

২৯। 'জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে'—কে আবিষ্কার করেছেন
(অ) আইজ্যাক নিউটন □ (আ) অগস্ত্য মুনি □
(ই) ত্রিকালজ্ঞ □ (ঈ) শশধর-তর্কচূড়ামণি □

৩০। মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ যে বলের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে তার নাম—
(অ) মহাকর্ষ (Gravitation) □ (আ) Complex (মানসিক অবস্থা)
(ই) Psychological moment □ (ঈ) Water complex □

৩১। নিউটন যে সূত্র আবিষ্কার করেছেন তার নাম হল—
(অ) Law of Gravitation (মহাকর্ষের নিয়ম) □
(আ) Law of movement □
(ই) Law of Complex □
(ঈ) Law of Water complex □

৩২। মানুষ মাত্রই মরে। মানুষের এই ধর্মের নাম—
(অ) মরত্ব □ (আ) জীবত্ব □
(ই) মহাকর্ষের নিয়ম □ (ঈ) পৃথিবীর আকর্ষণ □

৩৩। 'গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে।'—কার আকর্ষণ?
(অ) প্রাকৃতিক নিয়ম □ (আ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি □
(ই) মহাকর্ষের নিয়ম □ (ঈ) পৃথিবীর আকর্ষণ □

৩৪। অন্ধকারে জ্বলনশীল দাহ্য বিষাক্ত বস্তুবিশেষ হল—
(অ) অক্সিজেন □ (আ) হাইড্রোজেন □
(ই) ফসফরাস □ (ঈ) আয়রন □

৩৫। 'Laws are not causes' বাক্যটির বাংলা অনুবাদ হবে—
(অ) ঘটনার কারণ নয় □ (আ) ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র □
(ই) নিয়ম বা রীতি কারণ □ (ঈ) প্রকৃতির নিয়ম মাত্র □

৩৬। জোনাকি থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়, কারণ—
(অ) হাইড্রোজেন □ (আ) আয়রণ □
(ই) অক্সিজেন □ (ঈ) ফসফরাস □

৩৭। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কোন্ জাতীয় পদার্থ?
(অ) মৌলিক □ (আ) যৌগিক □
(ই) মিশ্র □ (ঈ) তরল □

৩৮। অপধর্ম সৃষ্টি হয়—
(অ) বিজ্ঞানের বুলিকে কেন্দ্র করে □ (আ) ধর্মের বুলিকে কেন্দ্র করে □
(ই) জ্ঞানের বুলিকে কেন্দ্র করে □ (ঈ) অধর্মের বুলিকে কেন্দ্র করে □

৩৯। 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি কোন্ জাতীয় রচনা?
(অ) সাহিত্য বিষয়ক রচনা □ (আ) জ্ঞান বিষয়ক রচনা □
(ই) বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা □ (ঈ) ধর্মীয় বিষয়ক রচনা □

৪০। জটিল বিষয়কে সরল করা, বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করা। বিষয়টি হল—
(অ) জ্ঞানের লক্ষ্য □ (আ) ধর্মের লক্ষ্য □
(ই) বিজ্ঞানের লক্ষ্য □ (ঈ) সাহিত্যের লক্ষ্য □

৪১। কোনো লোকের জলে সাঁতারের আসক্তিকে বলা হয়—
(অ) Complex □ (আ) Water complex □
(ই) Inferiority complex □ (ঈ) Psychological moment □

৪২। অপবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়?
(অ) বিজ্ঞানের নব রূপ □ (আ) বিজ্ঞানের বিকৃত রূপ □
(ই) বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা □ (ঈ) প্রাচীন বিজ্ঞান □

৪৩। ব্যাটারিতে কী কী থাকে বলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?
(অ) তামা ও লোহা থাকে বলে □
(আ) জল ও অ্যাসিড থাকে বলে □
(ই) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি থাকে বলে □
(ঈ) রাসায়নিক থাকে বলে □

৪৪। বিজ্ঞানচর্চার সুফল কী?
(অ) উন্নত জীবনযাত্রা □ (আ) অশিক্ষা থেকে মুক্তি □
(ই) অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি □ (ঈ) খাদ্যসমস্যা থেকে মুক্তি □

৪৫। গাটাপার্চা কী?
(অ) ফাউন্টেন পেন □ (আ) চশমার ফ্রেম □
(ই) চিরুনি □ (ঈ) রবারের মতো গাছের নির্যাস □

৪৬। অন্ধসংস্কার হল—
(অ) কুসংস্কার □ (আ) কোনো বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা
(ই) যুক্তিহীন বিশ্বাস □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৪৭। 'অপধর্ম' শব্দের অর্থ হল—
(অ) বিকারগ্রস্ত ধর্ম □ (আ) ধর্ম বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা
(ই) ধর্মের বিকৃত অবস্থা □ (ঈ) উপরের সবগুলি □

৪৮। অগস্ত্যমুনি ছিলেন—
(অ) বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি □
(আ) সূর্য ও বরুণদেবের পুত্র □
(ই) তেজস্বী, ক্রোধী ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৪৯। 'কবিরাজ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) নার্ভের চিকিৎসক □
(আ) ব্রেনের চিকিৎসক □
(ই) ভেষজবিদ্ বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক □
(ঈ) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক □

৫০। অষ্টধাতু কোন্ কোন্ ধাতুর মিশ্রণে তৈরি?
(অ) সোনা, রুপো, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা □
(আ) সোনা, রুপো, তামা, টিন, স্যাকারিন, লেড, সীসা ও পিতল □
(ই) কাঁসা, পিতল, সীসা, লেড, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, তা
(ঈ) স্টিল, রুপো, তামা, রাং, ফসফরাস, সালসা, বার্ণিশ, সোনা □

৫১। অক্সিজেন হল—
(অ) মৌলিক গ্যাস □
(আ) অম্লজান □
(ই) যার যোগে দহন ও শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয় □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫২। হাইড্রোজেন হল—
(অ) মৌলিক গ্যাস □ (আ) উদ্‌জান □
(ই) জলের অন্যতম উপাদান □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫৩। 'নির্যাস' শব্দের অর্থ হল—
(অ) ক্ষরণ □ (আ) রস □
(ই) নির্যাস □ (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫৪। 'কদর্থ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) খারাপ বা বিকৃত অর্থ □ (আ) ভালো অর্থ □
(ই) স্বকৃত অর্থ □ (ঈ) অন্য অর্থ □

৫৫। 'উদ্বায়ী' শব্দের অর্থ হল—
(অ) যা সহজেই উবে যায় □ (আ) দাহ্য পদার্থ □
(ই) উবে যায় না এমন □ (ঈ) যার দ্বারা শ্বাসক্রিয়া হয়

৫৬। 'পুদিনা' হল—
(অ) এক প্রকারের ফল □ (আ) সুগন্ধ শাক বিশেষ □
(ই) গন্ধবিহীন পাতা □ (ঈ) গন্ধযুক্ত ফুল □

৫৭। 'পুরুষকার' হল—
(অ) দৈবের উপর নির্ভর না করা □
(আ) অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল না হওয়া □
(ই) নিজের শক্তিতে, পৌরুষে আস্থা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৫৮। 'প্রতর্ক্য' শব্দের অর্থ হল—
(অ) বিচার □ (আ) তর্কবিতর্ক □
(ই) বাদ বিসম্বাদ □ (ঈ) উপরে সবগুলি ঠিক □

৫৯। 'চন্দ্রগ্রহণ' বলতে বোঝায়—
(অ) চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত □
(আ) পুরাণের মতে, চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে □
(ই) গ্রহণের সময় চন্দ্রকে অন্ধকার দেখায় □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬০। 'কমপ্লেক্স' (Complex) শব্দের অর্থ হল—
(অ) মানসিক অবস্থা □
(আ) এক ধরনের চিত্তবিকার □
(ই) মানসিক জটিলতা □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬১। চশমার ফ্রেম কোন্ উপাদানে তৈরী?
(অ) আতস কাঁচ □ (আ) লেন্স □
(ই) সেলিউলয়েড □ (ঈ) ভল্‌কানাইট □

৬২। 'বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে'— কোন্ বিষয়ে সতর্ক করেছে?
(অ) মানুষ যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেছে □
(আ) তা ঘটনার লক্ষিত রীতিমাত্র, ঘটনার কারণ নয় □
(ই) যা চরম ও অনধিগম্য তা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য □
(ঈ) উপরের সবগুলি □

৬৩। মানুষের মনের প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হওয়ার কারণ হল—
(অ) সাহিত্য চর্চার ফলে □ (আ) বিজ্ঞানচর্চার ফলে □
(ই) সাধনার ফলে □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৬৪। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল—
(অ) বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করা □
(আ) জটিল বিষয়কে সরল ও বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন □
(ই) অজানা প্রসঙ্গকে না জানা □
(ঈ) অদেখা বস্তুকে না দেখা □

(ঈ) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ছিলেন—

৬৫। (অ) প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত, ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও বাগ্মী □
(আ) হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদি কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা □
(ই) ব্রাহ্মণের পৈতে, টিকি বা গঙ্গাজলে বিদ্যুতের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা ক
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬৬। ইবনাইট কি প্রকৃতির?
(অ) স্বচ্ছ □ (আ) অস্বচ্ছ □
(ই) নীলাভ □ (ঈ) বর্ণহীন □

৬৭। 'বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কি যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে।'—কোন্ কে এই উক্তি করেছেন?
(অ) বইপড়া, প্রমথ চৌধুরী □
(আ) স্ত্রীজাতির অবনতি, বেগম রোকেয়া □
(ই) অপবিজ্ঞান, রাজশেখর বসু □
(ঈ) স্বদেশী সমাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □

৬৮। বৈজ্ঞানিক নামের মোহিনী শক্তি কোথায়?
(অ) বিজ্ঞান যুক্তিবোধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাজাত বৈজ্ঞানিক সত্য □
(আ) বিজ্ঞানের প্রতি আধুনিক মানুষের আকর্ষণ যথেষ্ট □
(ই) অপবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক নামকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৬৯। জোনাকির আলো কি ফসফরাস জাত?
(অ) জোনাকির আলো ফসফরাসের কারণে নয় □
(আ) জোনাকির দেহে লুসিফেরিন নামে এক ধরনের পদার্থ থাকে □
(ই) ফসফরাস বাতাসের সংস্পর্শে আলোকিত করে □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭০। 'টিন' শব্দের অপপ্রয়োগের পরিচয় হল—
(অ) 'টিন' শব্দের প্রকৃত অর্থ রাং কিন্তু অর্থ সংক্রমিত হয়ে দাঁড়িয়েছে লেপ দেওয়া লোহার পাত □
(আ) ঘর ছাওয়ার জন্য লোহার দস্তায় প্রলেপ দেওয়া টিন □
(ই) টিন দিয়ে ঘরের ছাদ প্রস্তুত হয় □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭১। আজকাল মনোবিদ্যার উপর আগ্রহ জন্মাবার কারণ হল—
(অ) আধুনিক মানুষের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষকে জানা দুরূহ
(আ) পূর্ণাঙ্গ মানুষকে জানতে হলে মনোবিদ্যা জানা জরুরি □
(ই) মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা প্রবাহ জানার জন্য মনোবিদ্যা জানা অপরি
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭২। বিজ্ঞানী রচিত পরিভাষার অপপ্রয়োগ হল—
(অ) বিজ্ঞানীদের দুর্ভাগ্য □
(আ) Psychological moment-এর পরিভাষা হল অপরিহার্য বুকনি □
(ই) ভীরু, দুর্বলতা প্রভৃতি অর্থে Inferiority complex □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৩। মানুষের ধর্ম হল—
(অ) মরণশীলতা □
(আ) মরণশীলতা ও মৃত্যুর কারণ এক নয় □
(ই) বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের রীতি আবিষ্কার করে, কারণ বলতে পারে না □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৪। অপবিজ্ঞানে উত্তর দিকে মাথা রেখে শয়ন না করার কারণ হল—
(অ) পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বক □
(আ) পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু চুম্বক দণ্ডের মতো কাজ করে □
(ই) মানুষের শরীরও চুম্বকধর্মী □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৫। অষ্টধাতুর শক্তি বেশী—এরূপ ধারণা করার কারণ হল—
(অ) অষ্টধাতুর মাদুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে □
(আ) অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ কুসংস্কার নয় □
(ই) অষ্টধাতুর মাদুলিতে আটটি ধাতু (সোনা, রূপা, তামা, লোহা, পেতল, সীসা, কাঁসা ও রাং) অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি সঞ্চার করে □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৬। বার্ণিশ হল—
(অ) একপ্রকার রং যা দেওয়ালে ব্যবহৃত হয় □
(আ) একপ্রকার বর্ণহীন রাসায়নিক রং □
(ই) একপ্রকার রাং □ (ঈ) একপ্রকার বর্ণযুক্ত রং □

৭৭। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের সম্পর্ক হল—
(অ) ঘটনার সম্বন্ধসূত্র নির্দেশ করেন □
(আ) ঘটনার রীতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন □
(ই) দার্শনিক বোধ ও উপলব্ধি দিয়ে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেন। □
(ঈ) জগতের ঘটমান বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন □

৭৮। মহাকর্ষের আবিষ্কারক হলেন—
(অ) আইজ্যাক নিউটন □ (আ) গ্যালিলিও □
(ই) অগস্ত্য মুনি □ (ঈ) শশধর তর্কচূড়ামণি □

৭৯। গঙ্গাজলে বিদ্যুতের অস্তিত্ব বা কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধে যিনি দিয়েছেন তাঁর নাম হল—
(অ) অগস্ত্য মুনি □ (আ) আইজ্যাক নিউটন □
(ই) শশধর তর্কচূড়ামণি □ (ঈ) পরশুরাম □

মিশিয়ে ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়।

৮০। রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। ইবনাইটকে কী বলে?
(অ) সেলিউলয়েড □ (আ) কাচকড়া □
(ই) সেলোফেন □ (ঈ) ভিসকোজ □

৮১। ধর্মের বুলি নিয়ে যেমন অপধর্ম সৃষ্টি হয় তেমন বিজ্ঞানের বুলি নিয়ে ওঠে—
(অ) অপধর্ম □ (আ) অপবিজ্ঞান □ (ই) কুসংস্কার □ (ঈ) কাচকড়া □

৮২। বিদ্যুৎ সম্পর্কিত অপবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি হল—
(অ) টিকিতে, পৈতায়, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ □
(আ) অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ ও তাঁর ক্রুদ্ধ চোখ থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ □
(ই) তুলসী গাছের মধ্যে বিদ্যুৎ □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৮৩। রাজশেখর বসু-র দুটি গল্পগ্রন্থের নাম—
(অ) গড্ডালিকা, কজ্জলী □ (আ) চোখের বালি, গোরা □
(ই) রাজসিংহ, আনন্দমঠ □ (ঈ) রৈবতক, কুরুক্ষেত্র □

৮৪। রাজশেখর বসু-র জন্মসাল বল।
(অ) ১৮ই মার্চ, ১৮৮০ খ্রিঃ □ (আ) ২০ এপ্রিল, ১৮৮১ খ্রিঃ □
(ই) ২৫ মে, ১৮৮২ খ্রিঃ □ (ঈ) ২৮ জুন, ১৮৮৪ খ্রিঃ □

৮৫। রাজশেখর বসু-র জন্মস্থান হল—
(অ) নদীয়া জেলার বীরনগর □ (আ) বীরভূম জেলার লাভপুর □
(ই) নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া □ (ঈ) নদীয়া জেলার পলাশী □

৮৬। রাজশেখর বসু যে বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন তার নাম হল—
(অ) চলন্তিকা □ (আ) বিচিন্তা □ (ই) মালঞ্চ □ (ঈ) বিচিত্রা

৮৭। কীসের 'প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর' হচ্ছে?
(অ) বিজ্ঞানচর্চার □ (আ) সাহিত্যচর্চার □
(ই) ধর্ম চর্চার □ (ঈ) দর্শনচর্চার □

৮৮। ধর্মের বুলি নিয়ে কী সৃষ্ট হয়?
(অ) অপধর্ম □ (আ) অপবিজ্ঞান □ (ই) বিজ্ঞানী □ (ঈ) অপ

৮৯। কি নামে সকল দেশেই অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়
(অ) বিজ্ঞানের □ (আ) অপবিজ্ঞানের □
(ই) অপধর্মের □ (ঈ) দর্শনের □

৯০। কার 'ক্রুদ্ধ চক্ষু থেকে প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত' হল?
(অ) অগস্ত্যের □ (আ) কাশ্যপের □ (ই) বৃত্রাসুরের □ (ঈ) নারদের

৯১। 'সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল'—ব্যাখ্যাটি হল—
(অ) অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা □
(আ) কাশ্যপমুনির তারকাসুর বধের ব্যাখ্যা □
(ই) দেবসেনাপতির বৃত্রাসুর বধের ব্যাখ্যা □
(ঈ) কোনোটি নয় □

৯২। 'বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই।'—কোন্ জিনিস লোপ পায়নি?
(অ) বৈদ্যুতিক আংটি □ (আ) অষ্টধাতু □
(ই) অষ্টধাতুর মাদুলি □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৯৩। 'উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন।'—উপযোগিতা কী?
(অ) অষ্টধাতু □ (আ) অষ্টধাতুর মাদুলি □
(ই) বৈদ্যুতিক আংটি □ (ঈ) বৈদ্যুতিক সালসা □

৯৪। 'তাহাতে বিষধর্ম নাই'—কার বিষধর্ম নাই?
(অ) ফসফরাস □ (আ) লোহা □ (ই) হাইড্রোজেন □ (ঈ) অক্সিজেন □

৯৫। '.......এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ'—'মুখরোচক' শব্দটি হল—
(অ) গাটাপার্চা □ (আ) রবার □ (ই) সেলিউলয়েড □ (ঈ) ইবনাইট □

৯৬। '......বিজ্ঞান এখনও জানে না।'—এখনও কী জানে না?
(অ) গাছ থেকে স্খলিত হলে ফল মাটিতে পড়ে □
(আ) পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বক □
(ই) গ্রহণের সময় চন্দ্রকে অন্ধকার দেখায় □
(ঈ) জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে □

৯৭। 'আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে'—ভ্রান্তিকর নামটি হল—
(অ) ইবনাইট □ (আ) রবার □ (ই) আলপাকা শাড়ি □ (ঈ) কাচকড়া □

৯৮। কোন শাড়িতে পশমের লেশ নেই?
(অ) আলপাকা □ (আ) জরির □ (ই) সুতি □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৯৯। আজকাল কার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মেছে?
(অ) মনোবিদ্যার □ (আ) ভূবিদ্যার □ (ই) প্রাণীবিদ্যার □ (ঈ) পদার্থবিদ্যার □

১০০। জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়লে যে ধুঁয়া বের হয় তা কেমন?
(অ) বিষ □ (আ) নাইট্রোজেন □ (ই) ফসফরাস □ (ঈ) জিংক □

১০১। 'সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—' শব্দটি কী?
(অ) Complex □ (আ) Water Complex □
(ই) Inferiority Complex □ (ঈ) Moment □

১০২। 'গাটা পার্চা' হল
(ক) রবার জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের দেহস্থ রস, (খ) ইবনাইট,
(গ) ল্যাটেরাইট (ঘ) ডলোমাইট।

উত্তরমালা

১। (ই) রাজশেখর বসু। ২। (ই) পরশুরাম। ৩। (অ) ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। ৪। (অ) লঘুগুরু। ৫। (আ) ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ৬। (আ) পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। ৭। (আ) রেশম। ৮। (আ) রেশমের কাপড়। ৯। (আ) বিদ্যুৎ। ১০। (ই) সাধু গদ্যরীতিতে। ১১। (আ) অষ্ট ধাতু। ১২। (অ) গাটাপার্চা। ১৩। (অ) সেলিউলয়েড।

ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট। ১৬। (অ) কাষ্ঠি
১৪। (আ) গাটাপার্চা। ১৫। (অ) ইবনাইট থেকে। ১৮। (ঈ) আয়ুর্বেদিক ওষুধ। ১৯। (অ) হেত্বাভা
খোলা। ১৭। (অ) ইবনাইট থেকে। ১৮। (ঈ) আয়ুর্বেদিক ওষুধ। ১৯। (অ) হেত্বা
২০। (অ) Fallacy। ২১। (অ) স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ। ২২। (অ) দত্তা
২৩। (অ) Complex। ২৪। (অ) কথার ফোড়ন ও কথার চাতুর্য। ২৫। (অ) মু
ও বর্তমান। ২৬। (অ) Psychological moment। ২৭। (অ) ইংরেজ শাসনকা
২৮। (ঈ) রাং। ২৯। (অ) আইজ্যাক নিউটন। ৩০। (অ) মহাকর্ষ (Gravitatio
৩১। (অ) Law of Gravitation (মহাকর্ষের নিয়ম)। ৩২। (অ) ম
৩৩। (ঈ) পৃথিবীর আকর্ষণ। ৩৪। (ই) ফসফরাস। ৩৫। (অ) ঘটনার কারণ ন
৩৬। (ঈ) ফসফরাস। ৩৭। (ই) মিশ্র। ৩৮। (আ) ধর্মের বুলিকে কেন্দ্র ক
৩৯। (ই) বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা। ৪০। (ই) বিজ্ঞানের লক্ষ্য। ৪১। (আ) W
complex। ৪২। (আ) বিজ্ঞানের বিকৃত রূপ। ৪৩। (ই) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক
থাকে বলে। ৪৪। (ই) অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি। ৪৫। (ঈ) রবারের মতো গা
নির্যাস। ৪৬। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৪৭। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠি
৪৮। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৪৯। (ই) ভেষজবিদ্‌ বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎস
৫০। (অ) সোনা, রুপো, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা। ৫১। (ঈ) উপ
সবগুলি ঠিক। ৫২। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫৩। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠি
৫৪। (অ) খারাপ বা বিকৃত অর্থ। ৫৫। (অ) যা সহজেই উবে যা
৫৬। (আ) সুগন্ধ শাক বিশেষ। ৫৭। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৫৮। (ঈ) উপ
সবগুলি ঠিক। ৫৯। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬০। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠি
৬১। (ই) সেলিউলয়েড। ৬২। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৩। (আ) বিজ্ঞান
ফলে। ৬৪। (আ) জটিল বিষয়কে সরল ও বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপ
৬৫। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৬। (আ) অস্বচ্ছ। ৬৭। (ই) অপবিজ্ঞান, রাজশে
বসু। ৬৮। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৬৯। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠি
৭০। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৭১। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৭২। (ঈ) উপ
সবগুলি ঠিক। ৭৩। (অ) মানুষের ধর্ম হল মরণশীলতা। ৭৪। (ঈ) উপরের সব
ঠিক। ৭৫। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৭৬। (আ) একপ্রকার বর্ণহীন রাসায়
রং। ৭৭। (ঈ) জগতের ঘটমান বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। ৭৮। (অ) আইজ
নিউটন। ৭৯। (ই) শশধর তর্কচূড়ামণি। ৮০। (আ) কাচকড়া। ৮১। (আ) অপবিজ্ঞ
৮২। (ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক। ৮৩। (অ) গড্ডালিকা, কজ্জ
৮৪। (অ) ১৮ই মার্চ, ১৮৮০ খ্রিঃ। ৮৫। (অ) নদীয়া জেলার বীরনগ
৮৬। (অ) চলন্তিকা। ৮৭। (অ) বিজ্ঞানচর্চার। ৮৮। (অ) অপধর্ম। ৮৯। (অ) বিজ্ঞানে
৯০। (অ) অগস্ত্যের। ৯১। (অ) অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যা
৯২। (অ) বৈদ্যুতিক আংটি। ৯৩। (অ) অষ্টধাতু। ৯৪। (অ) ফসফরা
৯৫। (অ) গাটাপার্চা। ৯৬। (অ) গাছ থেকে স্খলিত হলে ফল মাটিতে পড়ে
৯৭। (ই) আলপাকা শাড়ি। ৯৮। (অ) আলপাকা। ৯৯। (অ) মনোবিদ্যার। ১০
(অ) বিষ। ১০১। (অ) Complex। ১০২। (ক) রবার জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষে
দেহস্থ রস।

প্রবন্ধ

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সবুজপত্রের সম্পাদক রূপে বীরবলের ভূমিকাতে বাঙালির মনকে যিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। ফরাসী সাহিত্যের বিদগ্ধ রসিক প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলার মননপ্রধান সাহিত্যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবিতা, সঞ্চারের উদ্যম, হৃদয়ানুভাবের পরিবর্তে মনন-চিন্তনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন। এছাড়া বাংলা গদ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগের দিক থেকে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে এলেও তাঁর দ্বারা প্রমথ চৌধুরী বিশেষ প্রভাবান্বিত হননি। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে, বিদেশে শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে বিষয়কর্মে বিশেষ আত্মনিয়োগ না করে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে অবতীর্ণ হন এবং ‘সবুজপত্র’ প্রকাশ করে অভিনব রচনারীতির যেমন প্রচলন করেন, তেমনি নানা ব্যাপারে তরুণদলের নেতৃত্ব করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদের পরিচয় দেন। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকরা তাঁর ভাষা বিষয়ে এবং সংস্কারবর্জিত আধুনিক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হল—মুখের কথাকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান, যা সে সময়ের সাহিত্যিকরা মেনে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুতে তাঁর প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত তরুণ মহলে জনপ্রিয় ছিল। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন যৌবন ধর্মের অগ্রদূত, গলিত সমাজ ও সংস্কারের নির্মম শত্রু, সাহিত্যের নামে ভণ্ডামির কঠোর সমালোচক। যা স্থবির ও জরাজীর্ণ, তাকে স্বাধীনতার ছদ্মবেশে ঢেকে পুজা না করে তিনি নিশ্ছিদ্র যুক্তির সাহায্যে সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের পক্ষে যা মঙ্গলকর, তা নিজেও মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন। এবং শিষ্য ও বান্ধবদেরও গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন। যথার্থ আধুনিকতা সংস্কারের দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি—এটাই হল প্রমথ চৌধুরীর সবচেয়ে বড় দান।

তৃতীয়ত, গদ্য ও পদ্যে তিনি রঙ্গব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে বাঙালির অকালপক্ব প্রবীণতাকে বিদ্রূপ করেছেন।

চতুর্থত, গদ্যে তিনি ফরাসী বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহগুলি হল—‘তেল-নুন-লকড়ী’ (১৯০৬), ‘বীরবলের হালখাতা’

'নানা চর্চা' (১৯৩২)। এইসব প্রবন্ধ সংকলনে

(১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'নানা চর্চা' (১৯৩২) মন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসহ প্রকাশিত হয়েছে।

ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত মন বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসহ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি কয়েকটি ছোটগল্প ও বড়গল্প এবং কাব্য রচনা করেছে। গল্পগুলি হল—'চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'আহুতি', 'ফার্স্ট ক্লাস ভূত', 'বড়বাবুর বড়দিন' ইত্যাদি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), 'পদচারণ' (১৯১৯)।

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে শোনানোটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'। এর অর্থ, কোনো-কোনো লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। সে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দস্তুর এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস, অসংগত হবে না।

কাব্যচর্চা না করলে মানুষ জীবনের একটা বড়ো আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনো সভ্য কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায়নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালা করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষ অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আ ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উ তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় নে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা এ চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই প নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ফ্যাশান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'নাগ বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে man about t বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনো নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক

প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। এটা সত্য যে, সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, 'যে-সে বই নয়, তখনকার বই'; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই একালের নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্ল্যাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা, আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, 'একালের' বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাঁসের টটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত কিপ্‌লিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপ্‌লিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি নে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড়ো লোক। এত বড়ো লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি? অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎসায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে Synonyms।

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য।

যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ আ… বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে… তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার… করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন… জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথি… সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নি… নয়। সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে… করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে… যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায়… জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্য-কলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত… তেরো-নদীর ব্যবধান।

পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহি… চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও রুচিমান্ করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম… নয়।

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই প… পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা… হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত …কে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের… ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে জীব… করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার… অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপ… করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্‌বাহু। আ… বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা স… দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উ… অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে অ… বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বি… কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যা তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে… পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমো… সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়ে… সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই… চায় বড়োমানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ… সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দো… আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শি… সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার… সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা এ… কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আ… কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কি…

…কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। …জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও …এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও …ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের …সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল …সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা …মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, …এই-সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে-সব হচ্ছে …মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান …ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরেই …সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল …পাপ হতে মুক্ত হব।

উৎস ও প্রকাশ

'বইপড়া' প্রবন্ধটি কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্যশাখার অধিবেশনে …পঠিত। প্রবন্ধটি পরে প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রবন্ধটি শ্রাবণ, …১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল প্রবন্ধটির ৮টি পর্যায়, কিন্তু বর্তমান সংকলনে …তার অনেকটাই বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তরূপে গৃহীত হয়েছে। বইপড়া তথা সাহিত্য পাঠ আমাদের …কিভাবে হওয়া উচিত এবং তাতে আমাদের কি লাভ হয়, সে বিষয়ে এক মননশীল …প্রবন্ধ লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর বহু দিনের বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির …সমালোচনার উত্তরে লিখিত।

শব্দার্থ

- প্রবন্ধ—প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন।
- সর্বজনসমক্ষে—সকলের সামনে।
- সংকুচিত—কুণ্ঠিত (সং সম্ +√কুচ্ + ত)।
- স্বেচ্ছায়—নিজের ইচ্ছায়।
- শামিল—সদৃশ, অন্তর্ভুক্ত।
- কিঞ্চিত—কিছুটা।
- উদাসীন গ্রন্থকীট—সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে গ্রন্থের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, গ্রন্থচর্চায় সময় কাটায়।
- বীতরাগ—অনাসক্ত, বিমুখ।
- আজীবন—সারা জীবন।
- সমাধিস্থ—বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে ধ্যানরত।
- ইতিপূর্বে—এর আগে।
- আকৈশোর—কৈশোর অবস্থা থেকে।
- সার্টিফিকেট—অভিজ্ঞান পত্র।
- অসংগত—অনুচিত।
- কস্মিনকালে—কোন কালে।
- পিঠ ফেরায় নি—উপেক্ষা করেনি।
- দিনযাপন—দিন কাটানো।
- কালাতিপাত—সময় কাটানো।
- অমৃতোপম—অমৃতের মতো।

- কাব্যামৃত—কাব্যের অমৃত স্বাদ।
- রসাস্বাদ—রসের আস্বাদ।
- উৎসুক—আগ্রহী।
- সমজদার—গুণগ্রাহী।
- হিন্দুযুগ—গুপ্ত, পাল ও সেন যুগ (ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের যুগ)।
- ফ্যাশান—শৌখিন রীতি বা প্রথা, রেওয়াজ।
- ভাণ্ডার—ভাঁড়ার।
- কলহ—ঝগড়া।
- বীণাবাদন—বীণা বাজানো।
- সাধনসাধ্য—সাধনার দ্বারা বোধগম্য।
- ডুরি—দড়ি, বাঁধন।
- নাগরিক—নগর বা শহর সম্বন্ধীয়।
- বালাই—উৎপাত, অমঙ্গল।
- ক্লাসিক—সর্বোত্তম, উচ্চশ্রেণির (সাহিত্য চারুশিল্প)।
- হালের—সাম্প্রতিক কালের।
- গৃহজাত—গৃহে মজুত রাখা।
- যাদৃশ—যেমন।
- সদ্যপ্রসূত—সদ্য প্রকাশিত।
- তাদৃশ—তেমন।
- অপাঠ্য—পাঠের অযোগ্য।
- আনাতোল ফ্রাঁস—প্যারিসের বিখ্যাত লেখক।
- কিপ্‌লিঙ—ইংল্যাণ্ডের জনপ্রিয় লেখক।
- জনরব—জনশ্রুতি।
- কাঁচুমাচু—কুণ্ঠিত।
- সচরাচর—সাধারণ।
- কৈফিয়ত—কোনো অপরাধমূলক কাজের সপক্ষে যুক্তি প্রদান।
- নজির—উদাহরণ।
- বিদগ্ধ—রসিক, রসজ্ঞ।
- Cultured—সুশিক্ষিত, মার্জিত, সভ্য।
- বাৎস্যায়ন—কামসূত্র রচয়িতা।
- ঐহিক—ইহকাল সম্বন্ধীয়।
- পারত্রিক—পারলৌকিক।
- দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—যেসব প্রকৃতি (হিংসা, লোভ প্রভৃতি) পরিপূর্ণতা সাধন করা।
- ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও পিপাসা।
- নিবৃত্তি—অবসান।
- আয়েসির দল—পরিশ্রম যারা ক... সেইরকম দল।
- যুগভেদে—বিভিন্ন যুগে।
- মূর্তি—চেহারা।
- নিরাবিল—আবিলতা নেই এমন।
- যাচাই—তুলনামূলক নিরীক্ষা।
- দুর্লভ—যা সহজে পাওয়া যায় না।
- কু-পরামর্শ—খারাপ পরামর্শ।
- নির্মম—নিষ্ঠুর।
- উদ্‌বাহু—উর্ধ্ববাহু।
- দুরাশা—মিথ্যা আশা।
- মাহাত্ম্যে—মহত্ত্বে।
- অশেষ—যার শেষ নেই।
- আইনজ্ঞ—আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ।
- বাজার দর—ব্যবহারিক মূল্য।
- শৌখিন—রুচিসম্পন্ন, বিলাসী।
- Synonyms—সমার্থক শব্দ।
- ডেমোক্রাসি—ইংরেজি Democ... শব্দের বাংলা উচ্চারণ; গণতন্ত্র।
- অভিজাত—অর্থ ও সামাজিক স... খ্যাত।
- সংস্পর্শে—সংসর্গে।
- আয়ত্ত—অধিকার।
- সংক্রামক—ছোঁয়াচে।
- সুসার—সুরাহা।
- আওড়ে—আবৃত্তি করে।
- মহাভ্রান্তি—বড় ভুল।
- ভাঁড়েও ভবানী—ভাঁড়ার নিঃশে...
- জ্ঞানসাপেক্ষ—জ্ঞানের উপর নির্ভ...
- সরাগ—অনুরাগ যুক্ত।
- ন্যস্ত—প্রদত্ত।
- সমবায়ে—সম্মিলনে।

- মনগঙ্গা—মনরূপ গঙ্গা।
- আবহমান—সূচনা থেকে।
- সোল্লাসে—উল্লাসের সঙ্গে।
- অবগাহন—জলে নেমে দেহ ডুবিয়ে স্নান।

টীকা

- **পুঁথির জুরি**—প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছাপাখানা ছিল না, বেশিরভাগ বিষয় লেখা থাকত তালপাতার পুঁথিতে কিংবা তুলোট কাগজের লেখনীতে এবং তা জীর্ণ কাপড়ে মুড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই কথাই বলা হয়েছে।
- **টীকাকার**—প্রাচীনকালে বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য টীকা রচিত হত। যিনি তা করতেন তাকে টীকাকার বলা হয়। অর্থাৎ টীকা রচনা বা মূল রচনার ব্যাখ্যা করেন যিনি।
- **উদাসীন গ্রন্থকীট**—সংসারের প্রতি উদাসীন অথচ পাঠাগারে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'উদাসীন গ্রন্থকীট' বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীকে কেউ কেউ উদাসীন গ্রন্থকীটরূপে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি অন্য কোথাও আত্মগোপন না করে, সংসারের প্রতি আসক্তিহীন, অনুরাগহীন হয়ে পাঠাগারে আশ্রয় নিয়ে গ্রন্থপাঠে রত হয়েছিলেন।
- **আনাতোল ফ্রাঁস**—প্যারিসের বিখ্যাত লেখক। তাঁর আসল নাম Jacques Anatole Thibault। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। মানব হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য হল ভাষার সাবলীল গতি। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'দি ক্রাইম অব সিলভেস্ত্রে বোনা', 'পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড' প্রভৃতি। তিনি নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হন।
- **কিপ্‌লিঙ**—ইংল্যাণ্ডের কবি, ঔপন্যাসিক ও লেখক। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'Kim'। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারার চিত্র রয়েছে উপন্যাসটিতে। এছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ ও কবিতার রচয়িতা। 'The Jungle Book' তাঁর অন্যতম গ্রন্থ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।
- **অস্কার ওয়াইল্ড**—ইংল্যাণ্ডের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। তিনি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রূপে পরিগণিত। তিনি এস্থেটিক আন্দোলনের পুরোধা। তাঁর নাটকগুলি সমকালীন সমাজের অসহিষ্ণুতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর প্রতিবাদী চেতনা ও 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদের জন্য তিনি খ্যাত হয়ে আছেন।
- **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি**—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কল্পদ্রুম, বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙালী ইত্যাদি পত্রিকাও পরিচালনা করেন। কণিষ্কপুরাণ, সাজি, রণভেরি, ইউরোপের মহাসমর প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখক হলেন—
(অ) স্বামী বিবেকানন্দ □ (আ) প্রমথ চৌধুরী □
(ই) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (ঈ) বেগম রোকেয়া □

২। 'বইপড়া' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল হল—
(অ) শ্রাবণ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ □ (আ) কার্তিক, ১৩২২ বঙ্গাব্দ □
(ই) চৈত্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ □ (ঈ) আশ্বিন, ১৩২১ বঙ্গাব্দ □

৩। 'বইপড়া' প্রবন্ধটির উৎসগ্রন্থ—
(অ) ভাববার কথা □ (আ) লঘুগুরু □
(ই) প্রবন্ধ সংগ্রহ □ (ঈ) তিন পুরুষ □

৪। প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম হল—
(অ) জরাসন্ধ □ (আ) কালকূট □
(ই) বীরবল □ (ঈ) পরশুরাম □

৫। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নাম—
(অ) দিক্‌দর্শন □ (আ) সোমপ্রকাশ □
(ই) সবুজপত্র □ (ঈ) বেঙ্গল গেজেট □

৬। প্রমথ চৌধুরীর আকৈশোর বন্ধু ছিলেন—
(অ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি □ (আ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(ই) স্বামী বিবেকানন্দ □ (ঈ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □

৭। 'আমি একজন উদাসীন গ্রন্থকীট'—'আমি' হল—
(অ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি □ (আ) আনাতোল ফ্রাঁস □
(ই) প্রমথ চৌধুরী □ (ঈ) কিপ্‌লিঙ □

৮। 'উদাসীন গ্রন্থকীট' আখ্যা দিয়েছিলেন কে?
(অ) প্রমথ চৌধুরী □ (আ) বাৎসায়ন □
(ই) অস্কার ওয়াইল্ড □ (ঈ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি □

৯। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্রন্থের মধ্যে নিজেকে যে ব্যাপৃত রাখে
বলে—
(অ) বিদগ্ধ □ (আ) উদাসীন গ্রন্থকীট □
(ই) কামসূত্র □ (ঈ) বই পড়া □

১০। 'কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে' —'আমি' ও 'আবিষ্কার'
(অ) বাৎসায়ন, কামসূত্র □ (আ) কিপ্‌লিঙ, অপাঠ্য □
(ই) আনাতোল ফ্রাঁস, সুপাঠ্য □ (ঈ) প্রমথ চৌধুরী, বইপড়া □

১১। হিন্দু যুগে নাগরিকদের মধ্যে মস্ত বড়ো ফ্যাশান ছিল—
(অ) কালচার □ (আ) সাহিত্য চর্চা □ (ই) বই পড়া □ (ঈ) কাব্য

১২। ইংরেজীতে যাকে 'man about town' বলে, বাংলায় তাকে বলে—
(অ) নাগরিক □ (আ) বিদগ্ধ □
(ই) কাব্যচর্চা □ (ঈ) বিদ্যাশিক্ষা □

১৩। নাগরিকতার প্রধান গুণ হল—
(অ) কালচার □ (আ) কাব্যচর্চা □
(ই) বইপড়া □ (ঈ) বিদ্যাশিক্ষা □

১৪। সংস্কৃত 'বিদগ্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হল—
(অ) Cultured □ (আ) Synonyms □
(ই) Man about town □ (ঈ) Guilty plead □

১৫। বাৎসায়নের মতে 'Cultured' শব্দের অর্থ হল—
(অ) বহুদর্শী □ (আ) জ্ঞানী □
(ই) নাগরিক □ (ঈ) সভা □

১৬। প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন হল—
(অ) উপন্যাস □ (আ) কাব্য □
(ই) প্রবন্ধ □ (ঈ) নাটক □

১৭। সংস্কৃত ভাষায় 'গ্রাম্যতা' এবং 'অসভ্যতা' শব্দের প্রতিশব্দ হল—
(অ) Cultured □ (আ) Synonyms □
(ই) Man about town □ (ঈ) Guilty plead □

১৮। প্যারিসের বিখ্যাত লেখক হলেন—
(অ) কিপ্‌লিঙ □ (আ) আনাতোল ফ্রাঁস □
(ই) অস্কার ওয়াইল্ড □ (ঈ) বাৎসায়ন □

১৯। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হলেন—
(অ) কিপ্‌লিঙ □ (আ) অস্কার ওয়াইল্ড □
(ই বাৎসায়ন □ (ঈ) টীকাকার □

২০। কিপ্‌লিঙ ছিলেন—
(অ) প্যারিসের লেখক □ (আ) ইংল্যান্ডের কবি, ঔপন্যাসিক, লেখক □
(ই) চীনের লেখক □ (ঈ) ফ্রান্সের কবি □

২১। বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য টীকা রচনাকারকে বলা হয়—
(অ) বাৎসায়ন □ (আ) টীকাকার □
(ই) কথাসাহিত্যিক □ (ঈ) নাট্যকার □

২২। 'কামশাস্ত্র' ও 'কামসূত্র' রচয়িতার নাম—
(অ) টীকাকার □ (আ) বাৎসায়ন □
(ই) কিপ্‌লিঙ □ (ঈ) অস্কার ওয়াইল্ড □

২৩। দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে বলা হয়েছে—
(অ) মনগঙ্গার তোলা জল □ (আ) ঘড়ার জল □
(ই) দীঘির জল □ (ঈ) গঙ্গাতে অবগাহন □

২৪। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে করত—
(অ) নীতিমান □ (আ) বুদ্ধিমান □
(ই) নীতিবাগিশ □ (ঈ) নীতিহীন □

২৫। 'বিদগ্ধ' শব্দ কার তৈরী?
(অ) টীকাকারের □ (আ) বাৎসায়নের □
(ই) অস্কার ওয়াইল্ড-এর □ (ঈ) কিপ্‌লিঙ-এর □

২৬। মানুষের শ্রেষ্ঠ শখ হল—
(অ) কাব্যকলা □ (আ) সাহিত্যচর্চা □
(ই) বইপড়া □ (ঈ) নাটক চর্চা □

২৭। 'আয়েসির দল' হল—
(অ) যারা পরিশ্রম করে না □ (আ) যারা কাব্যচর্চা করে না □
(ই) যারা বই পড়ে না □ (ঈ) যারা সাহিত্য চর্চা করে না □

২৮। কাব্যচর্চা না করলে মানুষের কী হয়?
(অ) বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় □ (আ) ভোগের জন্য বঞ্চিত □
(ই) দুঃখভোগ থেকে বঞ্চিত □ (ঈ) নিদ্রাকলহে দিনযাপন □

২৯। সমাজে কাব্যচর্চাকে যে দৃষ্টিতে দেখা যায় তা হল—
(অ) বিলাসের অঙ্গ □ (আ) আহ্লাদের অঙ্গ □
(ই) বিনোদনের অঙ্গ □ (ঈ) দুঃখের কারণ □

৩০। হিন্দুদের বাগ্‌দেবী সরস্বতীর দান হল—
(অ) বীণা ও পুস্তক □ (আ) দশভুজা □
(ই) সরাভরা ধান □ (ঈ) কাব্যচর্চা □

৩১। 'লাইব্রেরীতে বইয়ের গুণগান করাটা অসঙ্গত হবে না'—কোন্ লাইব্রেরি বলা হয়েছে?
(অ) কটেজ □ (আ) জাতীয় □
(ই) গ্রাম্য □ (ঈ) সাধারণ □

৩২। 'বইপড়া' প্রবন্ধটি কোন্ জাতীয় প্রবন্ধ?
(অ) বস্তুগত □ (আ) ব্যক্তিগত □
(ই) নৈর্ব্যক্তিক □ (ঈ) রচনামূলক □

৩৩। সভ্য জাতি ও অসভ্য জাতির মধ্যে ব্যবধান হল—
(অ) সাত সমুদ্র তেরো নদী □ (আ) আকাশ পাতাল □
(ই) যুগগত ও দেশভেদে □ (ঈ) আকাশ কুসুম □

৩৪। "সাহিত্য চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফল লাভের করি"— 'ঐহিক' ও 'পারত্রিক' শব্দদ্বয়ের অর্থ কী?
(অ) ইহলৌকিক, পারলৌকিক □ (আ) একাল, পরকাল □
(ই) বর্তমান, অতীত □ (ঈ) সভ্য, অসভ্য □

৩৫। 'ভাঁড়েও ভবানী' প্রবাদের অর্থ হল—
(অ) ভাঁড়ার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া □ (আ) পরিপূর্ণ হওয়া □
(ই) ভাঁড়ার অর্ধেক □ (ঈ) ভাঁড়ার স্থিতিশীল □

৩৬। 'ক্ষুৎপিপাসা' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে হয়—
(অ) ক্ষুধা ও পিপাসা □ (আ) ক্ষুধা আহরণ □
(ই) ক্ষুধা নিবৃত্তি □ (ঈ) পিপাসা ত্যাগ □

৩৭। 'ডেমোক্রাসি' শব্দের বাংলা অর্থ—
(অ) গণতন্ত্র □ (আ) রাজনীতি □ (ই) সমাজনীতি □ (ঈ) অর্থনীতি □

৩৮। সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অর্থ উপার্জন-এর দিককে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে কোন্ ক্ষেত্রে?
(অ) সমাজতন্ত্রে □ (আ) গণতন্ত্রে □ (ই) রাজতন্ত্রে □ (ঈ) ধনতন্ত্রে □

৩৯। সংবাদপত্র পাঠের আনন্দ হল—
(অ) চিরস্থায়ী □ (আ) তাৎক্ষণিক □ (ই) বিলাসের □ (ঈ) কালচার □

৪০। বই পড়ার আনন্দ হল—
(অ) তাৎক্ষণিক □ (আ) কালচার □ (ই) চিরস্থায়ী □ (ঈ) বিলাসের □

৪১। সাহিত্যের মাধ্যমে মনের পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলে কোন্ কোন্ শাস্ত্র?
(অ) দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি □
(আ) কাব্য চর্চা ও কাব্যকলা প্রভৃতি □
(ই) সুপাঠ্য শাস্ত্র □
(ঈ) অপাঠ্য শাস্ত্র □

৪২। মানুষের জীবনের যে যে দিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তা হল—
(অ) জীবন চিহ্ন □ (আ) জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন স্বপ্ন □
(ই) স্বপ্ন কল্পনা □ (ঈ) ফ্যাশন □

৪৩। 'পারত্রিক' কথার অর্থ—
(অ) পরকাল সম্বন্ধীয় □ (আ) পরলোক সম্বন্ধীয় □
(ই) পরবাসী সম্বন্ধীয় □ (ঈ) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় □

৪৪। **Jacques Anatole Thibault** কার আসল নাম?
(অ) কিপ্‌লিঙ □ (আ) আনাতোল ফ্রাঁস □
(ই) অস্কার ওয়াইল্ড □ (ঈ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি □

৪৫। 'সার্টিফিকেট' শব্দের বাংলা তর্জমা হল—
(অ) অভিজ্ঞান পত্র □ (আ) সংশয়সূচক পত্র □
(ই) নিষেধ পত্র □ (ঈ) অভিজাত □

৪৬। আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুইই দূর করবে কে?
(অ) বইপড়া □ (আ) কাব্যচর্চা □
(ই) শিক্ষা □ (ঈ) স্বপ্ন □

৪৭। আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি কী করেছি?
(অ) আত্মসাৎ □ (আ) খণ্ডন □ (ই) করায়ত্ত □ (ঈ) গৃহজাত □

৪৮। বইপড়া ও চর্চা করা কোন্ জাতির লক্ষণ?
(অ) অসভ্য জাতির □ (আ) সভ্য জাতির □
(ই) বিদেশী জাতির □ (ঈ) ইংরেজ জাতির □

৪৯। জ্ঞানের ভাণ্ডার পুষ্ট হয় কার দ্বারা?
(অ) সাহিত্য চর্চার □ (আ) কাব্যকলার □
(ই) বিজ্ঞানের □ (ঈ) শিল্পের □

৫০। ব্যারিস্টার মাসে কত রোজগার করতেন?
(অ) দশ-বিশ হাজার টাকা □ (আ) বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা □
(ই) ত্রিশ হাজার টাকা □ (ঈ) চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা □

৫১। 'বীতরাগ' শব্দের অর্থ হল—
(অ) রাগ নেই এমন □ (আ) নিরানন্দ □ (ই) অনাসক্ত □ (ঈ) খুব র

৫২। দর্শন ও বিজ্ঞান কীসের তোলা জল?
(অ) গঙ্গার □ (আ) যমুনার □ (ই) ব্রহ্মপুত্রের □ (ঈ) মনগড়া

৫৩। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কে?
(অ) রবীন্দ্রনাথের বন্ধু □ (আ) বিদ্যাসাগরের বন্ধু □
(ই) প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু □ (ঈ) রাজশেখর বসুর বন্ধু □

৫৪। আমরা আজ কী করতে প্রস্তুত নই?
(অ) শিক্ষালাভ করতে □ (আ) সাহিত্যের রস উপভোগ কর
(ই) বই পড়তে □ (ঈ) গান শুনতে □

৫৫। কীসের নগদ বাজার দর নেই?
(অ) শিক্ষার □ (আ) সংগীতের □ (ই) বইপড়ার □ (ঈ) সাহিত্যচর্

৫৬। ডেমোক্রাসির দোষগুলির কোন্‌টি সংক্রামক এবং কোন্‌টি নয়?
(অ) ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয় □ (আ) শিক্ষা সংক্রামক, অর্থ নয় □
(ই) স্বাস্থ্যই সংক্রামক, ব্যাধি নয় □ (ঈ) অর্থ সংক্রামক, শিক্ষা নয় □

৫৭। 'আকৈশোর' শব্দের অর্থ হল—
(অ) কৈশোর অবস্থা থেকে □ (আ) শৈশব অবস্থা থেকে □
(ই) যৌবন অবস্থা থেকে □ (ঈ) বার্ধক্য অবস্থা থেকে □

৫৮। 'কস্মিনকালে' শব্দের অর্থ বল।
(অ) কোন কালে □ (আ) প্রাচীন কালে □
(ই) বর্তমান কালে □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৫৯। 'হিন্দুযুগ' হল—
(অ) গুপ্ত যুগ □ (আ) পাল যুগ □ (ই) সেন যুগ □ (ঈ) সবগুলি

৬০। 'ফ্যাশান' শব্দের অর্থ হল—
(অ) শৌখিন রীতি/রেওয়াজ □ (আ) বিমুখ □ (ই) রসিক □ (ঈ) সু

৬১। 'ডুরি' শব্দের অর্থ বল।
(অ) দড়ি/বাঁধন □ (আ) রেওয়াজ □
(ই) রসিক □ (ঈ) সুরাহা □

৬২। 'ক্লাসিক' শব্দের অর্থ হল—
(অ) সর্বোত্তম/উচ্চশ্রেণির □ (আ) নিকৃষ্ট □
(ই) বিলাসী □ (ঈ) প্রদত্ত □

৬৩। 'নজির' শব্দের অর্থ বল।
(অ) উদাহরণ □ (আ) নজরদারি □
(ই) সুরাহা □ (ঈ) প্রদত্ত □

৬৪। 'নিবৃত্তি' শব্দের অর্থ হল—
(অ) অবসান □ (আ) রেওয়াজ □
(ই) রসিক □ (ঈ) বিমুখ □

৬৫। 'শৌখিন' শব্দের অর্থ কী?
(অ) রুচিসম্পন্ন/বিলাসী □ (আ) অবসান □
(ই) রেওয়াজ □ (ঈ) নিকৃষ্ট □

৬৬। 'অভিজাত' শব্দের অর্থ হল—
(অ) অর্থ ও সামাজিক সম্মানে খ্যাত □ (আ) বিলাসী □
(ই) বিমুখ □ (ঈ) নজির □

৬৭। 'উদ্‌বাহু' শব্দের অর্থ বল।
(অ) ঊর্ধ্ববাহু □ (আ) অধবাহু □
(ই) মধ্যবাহু □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৬৮। 'সুসার' শব্দের অর্থ কী?
(অ) সুরাহা □ (আ) নজির □ (ই) শৌখিন □ (ঈ) বিমুখ □

৬৯। 'আউড়ে' শব্দের অর্থ হল—
(অ) আবৃত্তি করে □ (আ) রীতি □
(ই) বিমুখ □ (ঈ) অনুচিত □

৭০। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও দুই গ্রহণ করার শক্তি কোথায় প্রায় থাকে না?
(অ) এক দেহে □ (আ) অন্য দেহে □
(ই) নিজ দেহে □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৭১। 'বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও দুই গ্রহণ করবার শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না'—কোন্ প্রবন্ধের অংশ?
(অ) বইপড়া □ (আ) অপবিজ্ঞান □
(ই) স্বদেশী সমাজ □ (ঈ) বাঙ্গালা ভাষা □

৭২। প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানো হল—
(অ) শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল □
(আ) গ্রন্থচর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে □
(ই) পরিশীলিত রুচির বিকাশ ঘটে □
(ঈ) কাব্যচর্চা করলে মানুষ আনন্দ লাভ করে □

৭৩। চলতি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কে?
(অ) প্রমথ চৌধুরী □ (আ) অক্ষয় কুমার বড়াল □
(ই) বুদ্ধদেব বসু □ (ঈ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □

৭৪। জাতির সভ্যতা কিভাবে বই পড়ার উপর নির্ভর করে?
(অ) যে জাতির লোক যত বেশী বই পড়ে, সে জাতি তত সভ্য হয় □
(আ) কাব্যচর্চা করলে মানুষ আনন্দ লাভ করে □
(ই) পরিশীলিত রুচির বিকাশ ঘটে □
(ঈ) মানুষ রুচিমান হলে সমাজেরই লাভ □

৭৫। 'সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল'—সেকাল একালের মধ্যে বই পড়ার পার্থক্য কেমন?
(অ) সেকালে পড়ুয়ার অমৃত আস্বাদন হলেও একালে তা নেই □
(আ) কাব্যচর্চা করলে মনের প্রসারতা বাড়ে □
(ই) গ্রন্থচর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে □
(ঈ) উপরের সবগুলি ঠিক □

৭৬। যারা নগরে থাকে—এক কথায় তাদের কী বলে?
(অ) নাগরিক □ (আ) গ্রাম্য □ (ই) শহুরে □ (ঈ) বিদেশী □

৭৭। বীণা কার দ্যোতক?
(অ) সংগীতের □ (আ) বইয়ের □
(ই) মনের □ (ঈ) কাব্যের □

৭৮। সমাজের আয়েসির দল কার আদর করে?
(অ) কাব্যকলার □ (আ) সংগীতের □
(ই) শিল্পের □ (ঈ) বাণিজ্যের □

৭৯। সাহিত্যচর্চা কার অঙ্গ?
(অ) বিলাসের □ (আ) পড়ুয়ার □
(ই) নাগরিকের □ (ঈ) বিদগ্ধজনের □

৮০। '....একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল'—কোন্ স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে?
(অ) বিলেত □ (আ) আমেরিকা □
(ই) নিউ ইয়র্ক □ (ঈ) শান্তিনিকেতন □

৮১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন—
(অ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি □ (আ) প্রমথ চৌধুরী □
(ই) স্বামী বিবেকানন্দ □ (ঈ) কিপ্‌লিঙ □

৮২। 'পুথির ডুরি' বলতে বোঝায়—
(অ) বেশিরভাগ বিষয় লেখা থাকত তালপাতার পুথিতে □
(আ) তুলোট কাগজের লেখনীতে □
(ই) জীর্ণ কাপড়ে মুড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত □
(ঈ) সবগুলি ঠিক □

৮৩। 'বইপড়া' প্রবন্ধে কার লেখা সুপাঠ্য এবং কার লেখা অপাঠ্য?
(অ) আনতোল ফ্রাঁস, কিপ্‌লিঙ □ (আ) অস্কার ওয়াইল্ড, আনাতোল ফ্রাঁস □
(ই) বাৎসায়, কিপ্‌লিঙ □ (ঈ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অস্কার ওয়াইল্ড □

৮৪। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার থেকে কালাতিপাত (সময় কাটানো) করা কোথায় ভাল?
(অ) কাব্যচর্চায় □ (আ) বাণিজ্যে □
(ই) শিল্পে □ (ঈ) সংগীতে □

৮৫। বীণা বাজানোর অধিকার কত ভাগ লোকের নেই?
(অ) সিকির সিকি □ (আ) একশো □
(ই) পঁচাত্তর □ (ঈ) নব্বই □

৮৬। সকলকে জোর করে কী দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে?
(অ) বিদ্যাশিক্ষা □ (আ) সংগীতশিক্ষা □
(ই) কাব্যচর্চা □ (ঈ) আইন শিক্ষা □

৮৭। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি কারা করে?
(অ) পশুরা □ (আ) মানুষরা □
(ই) কাক □ (ঈ) কোকিল □

৮৮। যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে নানা মূর্তি ধারণ করেছে কে?
(অ) সভ্যতা □ (আ) নাগরিক □
(ই) অসভ্যতা □ (ঈ) সভ্যজাতি □

৮৯। সমাজের আয়েসির দলও কার আদর করে?
(অ) কাব্যকলার □ (আ) সংগীতের □
(ই) বিদ্যাশিক্ষার □ (ঈ) আইনের □

৯০। নিজের কলমের কালি কারা অমৃত বলে চালিয়ে দিত?
(অ) লেখকেরা □ (আ) বিজ্ঞানীরা □
(ই) গবেষকরা □ (ঈ) দার্শনিকরা □

৯১। কোনো-কোনো লোক সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে কোথায় গমন করেন?
(অ) বনে □ (আ) পর্বতে □
(ই) পাহাড়ে □ (ঈ) গুহায় □

৯২। কাউকে জোর করে কী দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই?
(অ) সংগীতশিক্ষা □ (আ) বিদ্যাশিক্ষা □
(ই) কাব্যচর্চা □ (ঈ) আইনশিক্ষা □

৯৩। সকল সভ্যতার ভিতর যথেষ্ট কী কী আছে?
(অ) পাপ ও পাঁক □ (আ) দান ও ধ্যান □
(ই) জ্ঞান ও বিজ্ঞান □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৯৪। আমরা জাত হিসেবে কী নই?
(অ) শৌখিন □ (আ) অসভ্য □
(ই) সচল □ (ঈ) কোনোটিই নয় □

৯৫। শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হল—
(অ) সাহিত্যচর্চা □ (আ) সংগীতচর্চা □
(ই) বিজ্ঞানচর্চা □ (ঈ) দর্শনচর্চা □

৯৬। শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই কেমন?
(অ) ঊর্দ্ধবাহু □
(আ) অধবাহু □
(ই) মধ্যবাহু □
(ঈ) কোনোটি নয় □

৯৭। জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই কেমন?
(অ) নিরর্থক □ (আ) সদর্থক □
(ই) সদুপায় □ (ঈ) কোনোটি নয় □

৯৮। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানাও কিনতে প্রস্তুত নয় কে[...] বিষয়?
(অ) কাব্য গ্রন্থ □ (আ) উপন্যাস গ্রন্থ □
(ই) চরিত গ্রন্থ □ (ঈ) কিশোর গ্রন্থ □

৯৯। কোথায় অবগাহন করলে আমরা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত হব?
(অ) গঙ্গায় □ (আ) সাগরে □ (ই) মহাসাগরে □ (ঈ) পুকুরে □

১০০। শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের কত অংশ?
(অ) ভগ্নাংশ □ (আ) শতাংশ □ (ই) সহস্রাংশ □ (ঈ) চতুর্থাংশ □

১০১। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি কার উপরে পড়ে রয়েছে?
(অ) অর্থের □ (আ) শিক্ষার □ (ই) জ্ঞানের □ (ঈ) সংগীতের □

উত্তরমালা

১। (আ) প্রমথ চৌধুরী। ২। (অ) শ্রাবণ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ। ৩। (ই) প্রবন্ধ সংগ্রহ। ৪। (ই) বীরবল। ৫। (ই) সবুজপত্র। ৬। (অ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ৭। (ই) প্রমথ চৌধুরী। ৮। (ঈ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ৯। (আ) উদাসীন গ্রন্থকীট। ১০। (ঈ) প্রমথ চৌধুরী, বইপড়া। ১১। (ই) বইপড়া। ১২। (অ) নাগরিক। ১৩। (অ) কালচার। ১৪। (অ) Cultured। ১৫। (ই) নাগরিক। ১৬। (ই) প্রবন্ধ। ১৭। (আ) Synonyms। ১৮। (আ) আনাতোল ফ্রাঁস। ১৯। (আ) অস্কার ওয়াইল্ড। ২০। (আ) ইংল্যান্ডের কবি, ঔপন্যাসিক, লেখক। ২১। (আ) টীকাকার। ২২। (আ) বাৎসায়ন। ২৩। (অ) মনগঙ্গার তোলা জল। ২৪। (আ) বুদ্ধিমান। ২৫। (অ) টীকাকারের। ২৬। (ই) বইপড়া। ২৭। (অ) যারা পরিশ্রম করে না। ২৮। (অ) বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। ২৯। (অ) বিলাসের অঙ্গ। ৩০। (অ) বীণা ও পুস্তক। ৩১। (অ) কটেজ। ৩২। (ই) নৈর্ব্যক্তিক। ৩৩। (অ) সাত সমুদ্র তেরো নদী। ৩৪। (অ) ইহলৌকিক, পারলৌকিক। ৩৫। (অ) ভাঁড়ার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। ৩৬। (অ) ক্ষুধা ও পিপাসা। ৩৭। (অ) গণতন্ত্র। ৩৮। (আ) গণতন্ত্রে। ৩৯। (আ) তাৎক্ষণিক। ৪০। (ই) চিরস্থায়ী। ৪১। (অ) দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি। ৪২। (আ) জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন স্বপ্ন।

৪৩। (আ) পরলোক সম্বন্ধীয়। ৪৪। (আ) আনাতোল ফ্রাঁস। ৪৫। (অ) অভিজ্ঞান পত্র। ৪৬। (ই) শিক্ষা। ৪৭। (অ) আত্মসাৎ। ৪৮। (আ) সভ্য জাতির। ৪৯। (অ) সাহিত্য চর্চার। ৫০। (অ) দশ-বিশ হাজার টাকা। ৫১। (ই) অনাসক্ত। ৫২। (ঈ) মনগঙ্গার। ৫৩। (ই) প্রমথ চৌধুরীর বন্ধু। ৫৪। (আ) সাহিত্যের রস উপভোগ করতে। ৫৫। (ঈ) সাহিত্যচর্চার। ৫৬। (অ) ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। ৫৭। (অ) কৈশোর অবস্থা থেকে। ৫৮। (অ) কোন কালে। ৫৯। (ঈ) সবগুলি ঠিক। ৬০। (অ) শৌখিন রীতি/রেওয়াজ। ৬১। (অ) দড়ি/বাঁধন। ৬২। (অ) সর্বোত্তম/উচ্চশ্রেণির। ৬৩। (অ) উদাহরণ। ৬৪। (অ) অবসান। ৬৫। (অ) রুচিসম্পন্ন/বিলাসী। ৬৬। (অ) অর্থ ও সামাজিক সম্মানে খ্যাত। ৬৭। (অ) উর্দ্ধবাহু। ৬৮। (অ) সুরাহা। ৬৯। (অ) আবৃত্তি করে। ৭০। (অ) এক দেহে। ৭১। (অ) বইপড়া। ৭২। (অ) শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল। ৭৩। (অ) প্রমথ চৌধুরী। ৭৪। (অ) যে জাতির লোক যত বেশী বই পড়ে, সে জাতি তত সভ্য হয়। ৭৫। (অ) সেকালে পড়ুয়ার অমৃত আস্বাদন হলেও একালে তা নেই। ৭৬। (অ) নাগরিক। ৭৭। (অ) সংগীতের। ৭৮। (অ) কাব্যকলার। ৭৯। (অ) বিলাসের। ৮০। (অ) বিলেত। ৮১। (অ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ৮২। (ঈ) সবগুলি ঠিক। ৮৩। (অ) আনাতোল ফ্রাঁস, কিপলিঙ। ৮৪। (অ) কাব্যচর্চায়। ৮৫। (অ) সিকির সিকি। ৮৬। (অ) বিদ্যাশিক্ষা। ৮৭। (অ) পশুরা। ৮৮। (অ) সভ্যতা। ৮৯। (অ) কাব্যকলার। ৯০। (অ) লেখকেরা। ৯১। (অ) বনে। ৯২। (অ) সংগীতশিক্ষা। ৯৩। (অ) পাপ ও পাঁক। ৯৪। (অ) শৌখিন। ৯৫। (অ) সাহিত্যচর্চা। ৯৬। (অ) উদ্বাহু। ৯৭। (অ) নিরর্থক। ৯৮। (অ) কাব্যগ্রন্থ। ৯৯। (অ) গঙ্গায়। ১০০। (অ) ভগ্নাংশ। ১০১। (অ) অর্থের।

ছোটগল্প ঃ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও লক্ষণ

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের বিশেষত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ "মানুষের জীবনটা বিপুল এক বনস্পতির মতো, তার আয়তন, তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলেছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে—সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প। ...বোঝা বইবার জন্য সে নয়। একেবারে সে মার লাগায়, মর্মে, লঘু লম্ফে।"

উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে নির্দেশ করেছেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত ঃ ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত, কারণ তা একটিমাত্র এপিসোড বা অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ ('Single crystalline episode or experience'—John Cournos)। এই সংক্ষিপ্ততার জন্যেই ছোটগল্পের ভাষা বিবরণধর্মী নয়, সংকেতধর্মী।

২। সুডোল ঃ ছড়ানো এলায়িত শিথিল-গ্রথিত নয়। 'এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি' নয়। থাকবে শিল্পরূপের নিখুঁত ঐক্য ('Perfect unity of organization—Upheam), থাকবে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

৩। নিটোল ঃ সমস্ত অবান্তর অংশ বর্জন করে, অত্যাবশ্যকের সংরক্ষণ ও পরিস্ফুরণে ফুটে ওঠে ছোটগল্প, তার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে ওঠে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের 'Unity of impression' বা 'প্রতীতির সমগ্রতা'।

৪। অনিবার্য ঃ ছোটগল্পের ঐ প্রতীতিকে কেবল প্রধান নয়, একতম ও এরৈককমুখী হতে হয়, পূর্বনির্ধারিত হতে হয়। গল্পের প্রথম বাক্য থেকেই গল্পের পরিণতির আভাস মিলবে। এর মূলে থাকে গল্পলেখকের প্রজ্ঞাদৃষ্টি—যার আলোয় গল্পের পরিসমাপ্তি প্রতিভাত ('If his very initial sentence tends not to the outbringing of this effect then he has failed in his first step.'—Edgar Allan Poe)

৫। উপসংহারের অপ্রত্যাশিত চমক ঃ 'যা মার লাগায় মর্মে, লঘু লম্ফে।' ছোটগল্পে উপসংহারের অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, চমক, মোচড়—যাকে বলা হয়েছে 'চাবুক মারা সমাপ্তি' ('Whip crack ending')।

৬। দৈবলব্ধ ঃ ছোটগল্প হবে অনন্য, নিজস্ব রূপ লক্ষণে বিশিষ্ট। তা 'বৃত্তান্ত' নয় 'আখ্যায়িকা' নয়, 'উপাদান' নয়, সংক্ষেপিত উপন্যাস নয়। তা স্বতন্ত্র, তা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তা যেন দৈবলব্ধ ধন।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—"ছোটগল্পকে প্রথমত ছোট, দ্বিতীয়ত গল্প হতে হবে। ছোটগল্পের হীরক কাঠিন্যের মধ্যে থাকবে জীবনের কোন বিশিষ্ট দিক ও খণ্ডাংশ।"

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"গীতিকবিতা ও ছোটগল্প মেজাজের দিক থেকে যেন যমজ ভাই।"

এইচ. জি. ওয়েল্‌স ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন—*"A short story is, or should be, a simple thing; it aims at producing one single vivid effect; it has to seize the attention at the onset, and never releasing, gather it together more and more until the climax is reached; the limits of human capacity to attend closely therefore set a limit to it; it must explode and finish before interruption occurs or fatigue sets in."*

ছোটগল্পের লক্ষ্য, এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত—'one single vivid effect', সৃষ্টি করতে হবে একটি মাত্র রসমুহূর্ত, তার সঙ্গে অন্য কোনো রসমুহূর্ত জড়িত হবে না, এবং তা হবে অতি প্রত্যক্ষ জীবনানুগ। পাঠকের মনোযোগকে ছোটগল্প সূচনাতেই আকৃষ্ট করবে। কখনোই তাকে ঢিলে দেবে না এবং নির্ভুল দ্রুত পদক্ষেপে তা চূড়ান্তে, ক্লাইম্যাক্সে উপনীত হবে এবং এই সূচনা থেকে চূড়ান্ত পর্যন্ত ঘটনা পর্যায়টি পাঠকের মানসিক সামর্থ্যকে অতিক্রম করে যাবে না অর্থাৎ এক বৈঠকেই একে উপভোগ করা যাবে। ভাবের একমুখিতা, বক্তব্যের অদ্বিতীয়তা, জীবন প্রবাহের খণ্ডচিত্রের রূপায়ণ এবং সমস্তটার মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রকাশই ছোটগল্পের সারকথা।

বিন্দুতে সিন্ধু, চূড়ামণিযোগের স্নান-মুহূর্ত, ঘটনাশক্তিতে শায়িত একটি ক্ষুদ্র নিটোল মুক্তা, ললাট লিপিতে উৎকীর্ণ এক বাক্যের একটি গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন, চোরা লণ্ঠনের আলো ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার সরল আলেখ্য, ঘনান্ধকারের বিদ্যুৎঝলক—নানা অভিধায় ছোটগল্পের পরিচয় দেওয়া যায়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ঃ "একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-খণ্ডে সমগ্র জীবন তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পীর কারুকার্য-খচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবন প্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা-ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার-অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়োর বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা তৃপ্তি ঘটায়—এই নিগূঢ় জীবন সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।"

W.H. Hudson-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল ঃ *"A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method."*

অধ্যাপক, সমালোচক এবং সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সংজ্ঞায়ও সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে—

'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

এক : ছোটগল্প হবে সংহত ও ক্ষুদ্রায়ত। তবে কতখানি ছোট হবে, তার অ কোন্ ধরনের হবে তা নির্ভর করে রচয়িতার মানসিকতার ওপর।

দুই : ঘটনা ও ভাবের তীক্ষ্ণ তির্যক একমুখিনতা।

তিন : ছোটগল্প ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস বা রোমান্স নয়। তাই এই সাহিত্যরূপে ঘট ও ভাবের পল্লবিত বিস্তার ও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা পরিহার্য।

চার : ছোটগল্প জীবনের সামগ্রিক রূপের দর্পণ নয়, জীবনের খণ্ডরূপই এর অবলম্ব

পাঁচ : ছোটগল্পের সুসংহত সামগ্রিকতা নাট্যধর্মী ('in its use of action is neare to the drama than to the Novel'—Elizabeth Brown)।

ছয় : অন্তঃপ্রকৃতি গল্পের আধারে শিল্পীর প্রাণের যথেচ্ছ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ বিদ্ করা এবং পাঠকের মনকে সেই আকাঙ্ক্ষার গভীরে একান্ত করে ধরে রাখা। তাই এ উপাদান, 'অপার বিস্তৃত রহস্য জটিল আধুনিক জীবনমুখী, যার প্রতি মুহূর্তে প্রতি বিন্দুতে জমে আছে অতলান্ত রহস্য-গভীরতা। তার যে কোনো একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে প জীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।' এতে প্রকাশ পাবে লেখকে গীতিকবিসুলভ অনুভব-তন্ময়তা।

সাত : কারো মতে, 'ছোটগল্প যুগ যন্ত্রণার ফসল'। কেউ এই কথাটিই একটু নির্দি করে বললেন, 'a peculiar product of the nineteenth century'। আবার সেই সঙ্গে ছোটগল্প হল 'lonely voice' বা একাকিত্বের নীরব ক্রন্দন।

আট : ছোটগল্পের রস পরিণতি : (১) গল্পের শেষে একটা অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেওয়ার চেষ্টা, পাঠকের অন্তরে একটা অভিঘাত বা স্থায়ী প্রভা সৃষ্টি করা। (২) চমক নয়—ধীর মন্থর স্বাভাবিক সমাপ্তি। ছোটগল্পের সমাপ্তির লক্ষ্য চকিত উদ্ভাসনে জীবনের কোনো গভীর সত্য ব্যঞ্জিত করা। স্বল্পতম উপাদানের সাহায্যে পাঠক চিত্তে গভীর-ব্যাপক অভিঘাত সৃষ্টি করা—'to produce maximum effect with minimum materials'. (৩) 'একেবারে সে মার লাগায়, মর্মে, লঘু লম্ফে'। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের রস পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও যথার্থ।

ছোটগল্পের স্বরূপধর্ম ও রূপকল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় খুবই সুন্দর অথচ স্পষ্ট করে বলেছেন—

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের এই ছন্দোবদ্ধ সংজ্ঞায় এর বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস, নাটকীয় ঘটনার আকস্মিকতা, গীতিকবিতার মন্ময়তা এবং সমাপ্তির সাংকেতিক ব্যঞ্জনা ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যই বিধৃত। এই প্রসঙ্গে রুডিয়ার্ড। কিপ্‌লিঙ-এর মন্তব্যের অংশবিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে।—'ছোটগল্প যেন চোরালণ্ঠনের আলো অর্থাৎ আলোকবৃত্তে উদ্ভাসিত জীবনের খণ্ডাংশ।'

বাংলা ছোটগল্পের উৎস ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের উদ্‌গাতা ও প্রধান শিল্পী। তাঁর হাতে ছোটগল্প সৃষ্টির কারণ :

১) পদ্মাতীরে শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনা ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—'গল্পগুচ্ছে বাংলায় ছোটগল্প আমিই আরম্ভ করেছিলুম। ......গরিবের ঘরে তো অনেকেই জন্মেছে, কিন্তু তারা দেখেনি। ছোটগল্প, বাংলার পল্লীর গল্প এর আগে হয়নি।'

২) সংবাদপত্রে ছোট আয়তনের উপযোগী।

৩) চেক্‌ভ, গোর্কী, মোপাসা, অ্যালেন পো প্রভৃতির ছোটগল্প আয়ত্ত করা।

৪) ছিন্নপত্রগুলি হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সাজঘর। তিরিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ছোটগল্প রচনার ঐশ্বর্য-পর্বে তাঁর জীবনপাত্র অভিজ্ঞতায় উছলে উঠেছে। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ জীবনের গণ্ডীবদ্ধতা ছেড়ে তিনি এসেছেন পূর্ববঙ্গে। পদ্মাতীরবর্তী মানুষের জীবনতরঙ্গ সুখ-দুঃখের রৌদ্রছায়া প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করেছেন। পদ্মাবক্ষে বোটে, পদ্মার ধারে শিলাইদহের কুঠিতে বেশ কয়েক বৎসর বাস করেছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। পল্লীবাংলার বহু বর্ণরঞ্জিত দৃশ্যপট, নিকটবর্তী লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রান্ত কলধ্বনি অহর্নিশ তাঁর কাছে এসে পৌঁচেছে। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর চিত্রপটে। এর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত জনজীবনের এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নি। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পমালায় প্রকৃতি ও মানবের এই ঐকতান ধ্বনিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার জনপদবাসী মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য কবির বহু গল্পে তার ছায়া বিস্তার করেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই উক্তি—

'এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লীজীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী'তে কিশোর বয়সের অপরিণত চিন্তা কল্পনার ছাপ স্পষ্ট হলেও কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম দিকে তিনি পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' গল্প দুটি যথাক্রমে 'ভারতী' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে কালানুক্রম ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটি পর্বে বি
করা যায়।

প্রথম পর্ব (১৮৯১—১৯০১) হিতবাদী-সাধনা-র যুগ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৪—১৯৩০) ভারতী-সবুজপত্র-পত্রিকা-র যুগ।

তৃতীয় পর্ব (১৯৩০—১৯৪০) তিনসঙ্গী-র যুগ।

'হিতবাদী' পত্রিকায় (১৮৯১ খ্রি) প্রথম ছয় সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের ছয়টি গল্প প্রক হয়। রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি র করেন। এই পর্বে তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা ৫৬।

প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র স্বাদের গল্প রচনা করেছেন। এই পর্যায়ে একদিকে যে 'ছুটি' কিংবা 'সুভা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানবজীবনকে একাকার করে দিয়ে অন্যদিকে তেমনি 'মণিহারা' কিংবা 'নিশীথে'র মতো গল্পে বাস্তব-অবাস্তবের আলো-ছা রহস্যের স্বপ্নলোক গড়ে তুলেছেন। একদিকে যেমন 'দেনা পাওনা'র মতো সামাজিক প্রথাকে কশাঘাত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মতো কল্পনার মায়াপ্রাস নির্মাণ করেছেন। 'অতিথি' গল্পের তারাপদকে যেমন জন্ম-পথিক করে গড়ে তুলেছে তেমনি রহমৎ কাবুলিওয়ালার রুক্ষ চেহারার অন্তরালে বাৎসল্যের ফল্গুধারাকে উচ্ছ্ব করে দিয়েছেন। এই পর্যায়ের গল্পগুলি ঘটনা গ্রন্থন, চরিত্রচিত্রণ, প্রকৃতি বর্ণনা ও রোমান্টি আবেগে বিচিত্র ও স্বাদুতায় অনিন্দনীয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে যুক্তি, বুদ্ধি ও মননশীলতা প্রাধান্য পেয়েছে। 'হালদারগোষ্ঠী' 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' বা 'অপরিচিতা' গল্পে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্র মহিমা স্বীকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নারীর স্বাধীন চেতনাটিও বিকশিত হয়েছে

তৃতীয় পর্বের 'তিন সঙ্গী'তেও মননচর্চার প্রাধান্য। 'রবিবারে' রোমান্টিকতা প্র 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি'তে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনাকে প্রাচ্যের সংযমে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত বিপুল রবীন্দ্র গল্পসাহিত্য শুধু বাংলা ছোটগল্পের প্রব ও পথ-নির্দেশকই নয়, বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রসরূপও এর মধ্যেই ধরা পড়ে

পঞ্চাশ বছরে (১৮৯১—১৯৪০) পঁচাশিটি গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। বাংলা ছোটগল্প গঠন, লালন ও পালনের কাজ করে গেছেন তিনি। আমাদের জগৎ ও জীবনের না সমস্যা, অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের শিল্পরীতি এবং বিন্যা উচ্চমানের। চরিত্রের বিবর্তন, নাটকীয় সমাপ্তি, অতিপ্রাকৃত উপাদানকে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষ কাজে লাগানো, প্রকৃতির উন্মুক্ত পটভূমিকায় মানব মনের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ছিলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছোটগল্পকার। তাই এক সমালোচক বলেছেন—'রবীন্দ্র সৃষ্ট এই কি গল্পলোকের নরনারীরা স্বভাবে বিচিত্র, তাদের জীবনের পরিণতিও বিচিত্র। এদের উ রয়েছে বিশাল আকাশ। ......সংসার রঙ্গভূমিতে বহু মানুষ নিজ নিজ অংশ অভিনয় ক যায়। তাদের হাসিকান্না মিশ্রিত কলরব আকাশ ও নদীর উদাসীনতা ও গাম্ভীর্যকে বি করতে পারে না। আর সবকিছুর উপরে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন যিনি, তিনি এই বি গল্পলোকের বিধাতা। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ।'

ছোটগল্প

ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল, নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি! এইবেলা ওঠ্।"

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ে

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ঐ হোথা।" কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা।"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!"

ফটিক কহিল, "না মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস!"

"কখ্‌খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা!"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল—কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন্ যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়। সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না। কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফ
সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন, হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফে অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হ ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। পড়োগে যাও।" —তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্য ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁ কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বো সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করি জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ই কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের ম কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বাল অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞ করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভার গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানা কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ম মার কাছে কবে যাব।" মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্তিক মাসে পূ ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈ হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তা অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হ যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ ক ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ ক আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, "মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্

করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার।"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "অ্যাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে।"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

উৎস ও প্রকাশ

'ছুটি' গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ' সংকলিত। গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়।

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জীবনের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা হয়েছিল। ছিন্নপত্রের ২৮ সংখ্যক পত্রের কয়েকটি লাইনের দিকে দৃষ্টি দিলে সে কথা বোঝা যাবে। কবি চিঠিটি লিখেছিলেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্যে :

"ডাঙার উপর একটি মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়েছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে, তাহলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমনি মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। ....একটি ছোট্ট মেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্তভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি।" চিঠির এই সূত্রে রয়েছে 'ছুটি' গল্পের প্রেরণাসূত্র। চিঠির ছেলেটি গল্পে রূপ পেয়েছে ফটিক চক্রবর্তীর স্বরূপে।

রুশো বলেছিলেন, "যিনি বিশ্বকর্তা তিনি সব চমৎকারভাবে শুরু করে দিয়েছিলেন কিন্তু বিকৃত হয়ে গেল মানুষের হাতে।" সুতরাং চলো প্রকৃতিতে, সেই সহজ সৌন্দর্যের

লীলালোকে। হিংসা-দ্বেষ-সংঘাত বর্জিত সেই আনন্দের জগতে আত্মা পুনরুজ্জীবিত হোক্ : পাখির গানে, বাঁশির তানে, কম্পিত পল্লবে।'

এই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদই মৃত্যু। সে মৃত্যু আত্মিক, সে মৃত্যু কায়িক। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। তিনি তাঁর বাল্যজীবনে যখন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত 'পৌল-বর্জিনি' পড়েছিলেন, তখন এই উপন্যাসের শেষে লেখকের এ উক্তিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি : 'আমাদের সৌভাগ্য নির্ভর করছে প্রকৃতিকে অনুসরণ করবার ভেতরেই।' তাছাড়া বিহারীলাল তো ছিলেনই, যিনি শহর থেকে দূরে, কোন এক নদীর ধারে, সুদীর্ঘ তৃণরাজির ভেতরে সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে শবের মতো স্থির হয়ে থাকতে চান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলীর প্রভাবও ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পুকুর, প্রাচীন বট, সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ধু-ধু লাল মাটি, কোপাই, শালের বীথি, ডালহাউসি পাহাড়, কেলুবন, মোরান সাহেবের বাড়ি, চিরকলতান উদার গঙ্গা; সমুদ্রতীর, তারপর পদ্মাবাস, শিলাইদহ, সাজাদপুর, চর-ধানক্ষেত ঝাউ বন, আকাশ কবির প্রকৃতিচেতনার পটভূমি নির্মাণ করেছিল। সেই প্রকৃতি জগৎ একটি সজীব চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে 'ছুটি' গল্পে। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন—'পদ্মাতীরের অশিক্ষিত গ্রাম্যপল্লীর জীবন-বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনলে এই গল্প-কুসুম মুহূর্তে ঝরে যায়, আর কোন কল্পভূমিতে দাঁড়াবার কোন স্থানই তার নেই।'

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'ছুটি' গল্পটি প্রথম প্রকাশের সাল ও পত্রিকার নামটি হল—
(ক) 'সাধনা', ১২৯৯ বঙ্গাব্দ □ (খ) 'সাধনা', ১২৯৮ বঙ্গাব্দ □
(গ) 'হিতবাদী', ১২৯৪ বঙ্গাব্দ □ (ঘ) 'সবুজপত্র', ১২৯২ বঙ্গাব্দ □

২। 'এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।'—এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানবটি হল—
(ক) ফটিক □ (খ) বলাই □
(গ) ফটিকের মামা □ (ঘ) ফটিকের ভাই মাখন □

৩। 'উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।'—এই উৎসাহের কারণ—
(ক) পরদিন স্কুলে ভর্তি হবে □ (খ) কোলকাতায় যাবে □
(গ) সকালে নদীতীরে খেলতে যাবে □
(ঘ) মামাবাড়ি থেকে মায়ের কাছে ফিরে যাবে □

৪। 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'—উক্তিটি কার?
(ক) মাখন-এর □ (খ) ফটিক-এর □
(গ) বিশ্বম্ভরবাবু-র □ (ঘ) বাঘা বাগদি-র □

৫। নদীর ধারে কোন্ কাঠের গুঁড়ি পড়েছিল?
(ক) শাল কাঠের □ (খ) আম কাঠের □
(গ) পলাশ কাঠের □ (ঘ) তাল কাঠের □

৬। 'পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না;'—এ অনুভূতি কার?

(ক) বিশ্বম্ভরবাবু-র □ (খ) ফটিক-এর □

(গ) মাখন-এর □ (ঘ) বলাই-এর □

৭। ফটিক তার মামার সঙ্গে কোথায় যেতে চেয়েছিল?

(ক) কোলকাতায় মামার বাড়ি □ (খ) স্কুলে □

(গ) নদীর তীরে □ (ঘ) মায়ের কাছে □

৮। ফটিকের মামার নাম ছিল—

(ক) ফণিভূষণ □ (খ) মাখন □

(গ) বিশ্বম্ভরবাবু □ (ঘ) বলাই □

৯। ফটিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল—

(ক) ফণিভূষণ □ (খ) মাখন □

(গ) বলাই □ (ঘ) মধুসূদন □

১০। 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো'।—কে বলেছিল?

(ক) ফটিক □ (খ) মাখন □

(গ) ছেলেরা □ (ঘ) বলাই □

১১। ফটিকের মা ফটিককে ধরে আনতে কাকে পাঠিয়েছিল?

(ক) বাঘা বাগদিকে □ (খ) মাখনকে □

(গ) বিশ্বম্ভরবাবুকে □ (ঘ) বলাইকে □

১২। 'কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন',—কাঁচাপাকা বাবুটি কে? কি বলিলেন?

(ক) বিশ্বম্ভরবাবু: 'কী হচ্ছে তোমাদের' □

(খ) বিশ্বম্ভরবাবু: 'তুমি কবে এলে' □

(গ) মাখন। 'না মারি নি' □ (ঘ) বলাই, 'দাদার সাক্ষাৎ পাইনি' □

১৩। মামার বাড়িতে ফটিককে সবচেয়ে বেশি আঘাত করত কার আচরণ?

(ক) ফটিকের মামির □ (খ) ফটিকের মার □

(গ) ফটিকের মামার □ (ঘ) মাখনের □

১৪। ফটিক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলির ছাদ নিরীক্ষণ করার কারণ হল–

(ক) ঘুড়ি ওড়ানো □ (খ) নদীর তীরে শালের গুঁড়ি সরানো □

(গ) এরোপ্লেন উড়ে যাওয়া □ (ঘ) পাখি ওড়া □

১৫। কার্তিক মাসে পুজোর ছুটির শেষে তাকে তার মার কাছে নিয়ে যাবে।—কে কাকে বলেছিল?

(ক) ফটিকের মামা, ফটিককে □ (খ) ফটিক, মাখনকে □

(গ) বিশ্বম্ভরবাবু, মাখনকে □ (ঘ) পুলিশ অফিসার, ফটিককে □

১৬। ফটিক যখন মামাবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তখন তাকে কে ধরে নিয়ে এসেছিল?

(ক) দুজন পুলিশের লোক □ (খ) মামা বাড়ির লোক □

(গ) বাঘা বাগদি □ (ঘ) মাখন □

১৭। 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোস করি নি।'—কে কোন্ অবস্থায় বলেছিল?

(ক) মাখন, অসুস্থ অবস্থায় □ (গ) ফটিক, অসুস্থ অবস্থায় □

(গ) বিশ্বম্ভরবাবু, সুস্থ অবস্থায় □ (ঘ) বাঘা বাগদি, ঘুমন্ত অবস্থায় □

১৮। রোগশয্যায় শুয়ে ফটিক খালাসিদের মতো সুর করে কী বলেছিল?

(ক) 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা।' □

(খ) 'দেখ, মার খাবি, এই বেলা ওঠ্।' □

(গ) 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে'— □

(ঘ) 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো'। □

১৯। ফটিক তাঁর ছোট ভাই মাখনকে শাল কাঠের গুঁড়ির উপর থেকে উঠার সময় কী বলেছিল?

(ক) 'এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে—'। □

(খ) 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো'। □

(গ) 'দেখ, মার খাবি, এই বেলা ওঠ্'। □

(ঘ) 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা।' □

২০। বিশ্বম্ভরবাবুর কয়জন ছেলে?

(ক) একজন □ (খ) দুই জন □

(গ) তিন জন □ (ঘ) চার জন □

২১। বিশ্বম্ভরবাবু অবশেষে পুলিশে খবর দিলেন—এই খবর দেওয়ার কারণ হল—

(ক) ফটিককে কোথাও না খুঁজে পেয়ে □

(খ) মাখনকে খুঁজে না পেয়ে □

(গ) বাঘা বাগদিকে না পেয়ে □ (ঘ) ফটিকের মাকে না পেয়ে □

২২। স্কুলে ফটিক কেমন আচরণ করত?

(ক) অমনোযোগী এবং নির্বোধ □ (খ) মনোযোগী ও বোকা □

(গ) চালাক চতুর □ (ঘ) স্নেহহীন □

২৩। রোগশয্যায় ফটিককে দেখে তার মা বলেছিল—

(ক) 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।' □

(খ) 'দেখ, মার খাবি, এই বেলা ওঠ্।' □

(গ) 'মা, আমাকে মারিস্ নে,' □ (ঘ) 'এক বাঁও মেলে না।' □

২৪। ফটিক যেদিন মামাবাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তখন যে মাসের কথা বলা হয়েছে তা হল—

(ক) শ্রাবণ মাস □ (খ) ভাদ্র মাস □

(গ) আশ্বিন মাস □ (ঘ) কার্ত্তিক মাস □

২৫। 'ফটিক দাদা, মা ডাকছে।'—কোন্ গল্পে কার উক্তি?

(ক) ছুটি, ফটিক □ (খ) ছুটি, বাঘা বাগদি □

(গ) বলাই, মাখন □ (ঘ) মণিহারা, মধুসূদন □

২৬। 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'— কে, কাকে, কার সম্বন্ধে বলেছি...
(ক) ফটিকের মা, বিশ্বম্ভরবাবুকে, ফটিক □
(খ) ফটিক, মাখনকে, পুলিশের □
(গ) মাখন, ফটিককে, ফটিকের মার □
(ঘ) বিশ্বম্ভরবাবু, ফটিককে, মাখনের □

২৭। 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে?'—কোন্ গল্পে কার উক্তি? দাদার নাম ব...
(ক) ছুটি, ফটিকের মায়ের, বিশ্বম্ভরবাবু □
(খ) বলাই, কাকিমা, বলাই □
(গ) মণিহারা, মধুসূদন, ফণিভূষণ □
(ঘ) একরাত্রি,সুরবালা, সেকেন্ড মাস্টার □

২৮। 'একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহিরে আসিলেন।'
—কোন্ গল্পের ও ভদ্রলোকের নাম কী?
(ক) বলাই, মধুসূদন □ (খ) মণিহারা, ফণিভূষণ □
(গ) ছুটি, বিশ্বম্ভরবাবু □ (ঘ) একরাত্রি, সুরবালা □

২৯। ফটিক ও মাখন যে গল্পের শিশু চরিত্র সেই গল্পের নাম বল।
(ক) মণিহারা □ (খ) ছুটি □
(গ) বলাই □ (ঘ) পোস্টমাস্টার □

৩০। 'নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।'—কা...
সম্পর্কে উক্তিটি?
(ক) ১৩ বছর বয়সী ফটিকের □ (খ) ২৪ বছর বয়সী বিশ্বম্ভরবাবুর □
(গ) ১১ বছর বয়সী মাখনের □ (ঘ) ২১ বছর বয়সী ফটিকের মার □

৩১। 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদ...
হইল।' —'নূতন ভাবোদয়'টি হল—
(ক) হীনতা ও দৈন্যতা □ (খ) কাঠের গুঁড়ি সরানো □
(গ) অমনোযোগী ও নির্বোধ ভাব □
(ঘ) গুঁড়িশুদ্ধ মাখনকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া □

৩২। কলিকাতা যাত্রাকালে ফটিক আনন্দে মাখনকে কিসের অধিকার দিয়ে গেল?
(ক) ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই প্রভৃতি ভোগদখল করার □
(খ) বংশপরম্পরায় দখল করার □
(গ) শাল কাঠের গুঁড়ি শুদ্ধ সরাবার □
(ঘ) নূতন ভাবোদয়ের □

৩৩। 'তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল।'—ভূমিস্যাৎ-এর কারণ হল—
(ক) মাখন ফটিক ও তার সঙ্গীদের থেকে পৃথক □
(খ) কলিকাতা যাত্রাকালে ফটিকের আনন্দ □
(গ) অমনোযোগী ও নির্বোধ □ (ঘ) হীনতা ও দৈন্যবোধ □

৩৪। 'এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও'—কে কাকে বলেছিল? 'নিজের কাজ' হল—
(ক) ফটিককে, তার মামি; ফটিকের স্কুলের পড়ার কথা □
(খ) মাখনকে, ফটিক; কাঠের গুঁড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া □
(গ) বিশ্বম্ভরবাবুকে, ফটিক; পাঠে অমনোযোগী হওয়া □
(ঘ) বাঘা বাগদিকে, ফটিকের মা; পাঠে নির্বোধ হওয়া □

৩৫। 'বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন' —বিধবা কে? প্রস্তাবটি কী ছিল? কে প্রস্তাব দিয়েছিল?
(ক) ফটিকের মা; মামা বাড়িতে রেখে পড়াশোনা; বিশ্বম্ভরবাবু □
(খ) মামি; পড়াশোনায় অমনোযোগী; মাখন □
(গ) মণিমালিকা; অনিয়মিত পড়া; মধুসূদন □
(ঘ) কাকিমা; গাছের প্রতিরূপ; বলাই □

৩৬। 'বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।'—ছেলেটি কে? 'বালাই' শব্দের অর্থ বল।
(ক) ফটিক ; উৎপাত □ (খ) মাখন ; সম্পদ □
(গ) বাঘা বাগদি; আপদ □ (ঘ) বলাই; বিপদ □

৩৭। আঁা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!—কে, কাকে বলেছে কোন্ গল্পে?
(ক) ফটিকের মা ফটিককে; ছুটি □ (খ) বিশ্বম্ভরবাবু মাখনকে; ছুটি □
(গ) মামি ফটিককে, বলাই □ (ঘ) মধুসূদন গোমস্তাকে, বলাই □

৩৮। ফটিক যেদিন মামাবাড়ি থেকে চলে যায় সেদিনের প্রাকৃতিক অবস্থা কেমন ছিল?
(ক) মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়ছিল □
(খ) বৃষ্টিবিহীন শ্রাবণ মাস □
(গ) অঝোরে আষাঢ়ের বৃষ্টি □ (ঘ) বৃষ্টি বিধৌত ভাদ্র মাস □

৩৯। ফটিকের মামি আর একজনের হঠাৎ উপস্থিতিকে পরিবার বৃদ্ধি বলে ভেবেছিল। এই বৃদ্ধির কারণ হল—
(ক) মামি তিন ছেলে নিয়ে নিজের নিয়মে ঘরকন্না করছিল □
(খ) ফটিকের অমনোযোগী হওয়া □
(গ) পড়াশোনায় ফটিক নির্বোধ □ (ঘ) শাল কাঠের গুঁড়ি সরানো □

৪০। 'প্রভুহীন পথের কুকুর'-এর সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?
(ক) ফটিকের বয়ঃসন্ধির সমস্যাকে ভালোবাসার কাঙালের সাদৃশ্যে □
(খ) ফটিকের পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়া □
(গ) ফটিকের মামাবাড়ি ছেড়ে পলায়ন □
(ঘ) মাখনের সঙ্গে শালগাছের গুঁড়ি সরানো □

৪১। 'ছুটি' হল অবসর বা দৈনিক কর্মের অবসান নয়, ছুটি আসলে—
(ক) স্নেহ প্রেমহীন জীবন থেকে মুক্তি □
(খ) বঞ্চনা মাতৃস্নেহ থেকে □
(গ) মুক্তির ব্যঞ্জনায় □ (ঘ) পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্তি □

৪২। মাতৃভবন ছাড়া আর কোন স্থান বালকের কাছে নরক বলে মনে হয়।—এটা মনে হওয়ার কারণ হল—
(ক) মায়ের আদর ছাড়া বালকের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় বলে □
(খ) মায়ের বকুনি খেয়ে নিরাপদে থাকা □
(গ) ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা □
(ঘ) ফটিকের মামার বাড়ির দুরবস্থা □

৪৩। 'ছুটি' গল্পের ফটিক প্রকৃতির সন্তান। —এরকমই আর একটি উদাহরণ হল—
(ক) 'অতিথি' গল্পের তারাপদ □
(খ) 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টার □
(গ) 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনী □
(ঘ) 'বলাই' গল্পের কাকিমা □

৪৪। 'যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।'—'রশি' শব্দের অর্থ বল।
(ক) রজ্জু □ (খ) রাশ □
(গ) জলমাপক □ (ঘ) রাশি রাশি □

৪৫। 'ছুটি' গল্পের মূল রস হল—
(ক) করুণ □ (খ) স্থায়ী □
(গ) বীভৎস □ (ঘ) রৌদ্র □

৪৬। 'ছুটি' কোন্ জাতীয় গল্প?
(ক) সমাজ সমস্যামূলক গল্প □ (খ) অতিপ্রাকৃত গল্প □
(গ) বাস্তবনাভিত্তিক গল্প □ (ঘ) ঐতিহাসিক গল্প □

৪৭। ফটিকের পদবী কী ছিল?
(ক) রায় □ (খ) ঘোষ □
(গ) চক্রবর্তী □ (ঘ) পাল □

৪৮। 'উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হল না'—কার নিদ্রা হল না?
(ক) মাখনের □ (খ) বিশ্বম্ভরবাবুর □
(গ) বাঘা বাগদির □ (ঘ) ফটিকের □

৪৯। কলকাতা থেকে ফটিক কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিল?
(ক) মামার কাছে □ (খ) মা-র কাছে □
(গ) বন্ধুদের কাছে □ (ঘ) ভাই-এর কাছে □

৫০। মামার বাড়িতে ফটিকের কী অসুখ করেছিল?
(ক) জ্বর □ (খ) হাম □
(গ) আমাশয় □ (ঘ) কলেরা □

৫১। কতজন পুলিশের লোক ফটিককে নিয়ে এসেছিল?
(ক) এক □ (খ) দুই □
(গ) তিন □ (ঘ) চার □

৫২। 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়'— কে চক্রবর্তীদের বাড়ি খুঁজছিলেন?
(ক) বিশ্বম্ভরবাবু □ (খ) ফটিক □
(গ) মাখন □ (ঘ) বাঘা বাগদি □

৫৩। 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে?'— কার উক্তি?
(ক) ফটিকের □ (খ) মাখনের □
(গ) ফটিকের মায়ের □ (ঘ) ফটিকের মামার □

৫৪। 'ছুটি' গল্পটির প্রধান চরিত্র কে?
(ক) ফটিক □ (খ) মাখন □
(গ) বিশ্বম্ভরবাবু □ (ঘ) ফটিকের মা □

৫৫। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে কী জানালেন?
(ক) অবস্থা খারাপ □ (খ) অবস্থা ভালো নয় □
(গ) অবস্থা বড়োই খারাপ □ (ঘ) অবস্থা সুবিধার নয় □

৫৬। বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসে কার প্রতীক্ষা করছিলেন?
(ক) ফটিকের মা-র □ (খ) ডাক্তারের □
(গ) ফটিকের □ (ঘ) পুলিসের □

৫৭। 'ওরে ফটিক, বাপধন রে' — কার, কোন্ সময়ের উক্তি?
(ক) ফটিকের মা-র, ফটিকের মৃত্যুশয্যায় □
(খ) ফটিকের মামা-র, ফটিকের মৃত্যুশয্যায় □
(গ) ফটিকের মামীর, ফটিকের মৃত্যুশয্যায় □
(ঘ) ফটিকের দাদা-র, ফটিকের মৃত্যুশয্যায় □

৫৮। 'অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) দারিদ্র্যের সংসারে পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি □
(খ) স্বামীকে তিরস্কার করা □
(গ) অনাবশ্যক জটিলতা □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৫৯। ফটিককে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কারণ কী?
(ক) ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা □ (খ) মাখনকে সুরক্ষিত রাখা □
(গ) দুজনকে পৃথক করে রাখা □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬০। মামার বাড়ি ফটিকের কাছে নরক বলে মনে হল কেন?
(ক) মায়ের আদরের অভাব □ (খ) মায়ের শাসন না পাওয়া □
(গ) মায়ের হাতের খাওয়ার না পাওয়া □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬১। 'বালাই' শব্দটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে?
(ক) উৎপাত □ (খ) আপদ □
(গ) বিপদ □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬২। ছুটি গল্পের নামকরণ কোন্ অর্থে বলে মনে হয়—
(ক) স্নেহ-প্রেমহীন জীবন থেকে মুক্তি □ (খ) ক্ষণিক অবকাশ □
(গ) দৈনিক কর্মের অবসান □
(ঘ) অপেক্ষাকৃত ভালো ক্ষেত্রে উত্তরণ □

৬৩। ফটিক কার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করে চাইল?
(ক) ভাই-র □ (খ) মা-এর □
(গ) মামা-র □ (ঘ) কারোর নয় □

৬৪। 'কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল'— 'শশব্যস্ত' মানে কী?
(ক) অতি ব্যস্ত □ (খ) ইঁদুরের মতো ব্যস্ত □
(গ) ব্যাঘ্রের মতো ব্যস্ত □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬৫। 'চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল'—কে কোথায় বসে একাজ করছিল?
(ক) ফটিক, নৌকায় বসে □ (খ) মাখন, কাঠের গুঁড়িতে বসে □
(গ) ফটিক, স্কুলে বসে □ (ঘ) কোনোটাই নয়। □

৬৬। 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়' —কোন্ চক্রবর্তী?
(ক) ফটিক চক্রবর্তী □ (খ) নিবারণ চক্রবর্তী □
(গ) শিবরাম চক্রবর্তী □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬৭। 'বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল' —কি বলল?
(ক) 'ঐ হোথা' □ (খ) 'ঐ দিকে' □
(গ) জানিনা □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬৮। 'গড় করিয়া প্রণাম করিল'—মানে কী?
(ক) ভূমিষ্ঠ প্রণাম □ (খ) হাত জোড় করে প্রণাম □
(গ) পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৬৯। 'ছুটি' গল্পে বালকদের সর্দারের নাম কী?
(ক) ফটিক চট্টোপাধ্যায় □ (খ) ফটিক সান্যাল □
(গ) ফটিক চক্রবর্তী □ (ঘ) ফটিক গোস্বামী □

৭০। ফটিকের মামার নাম কী ছিল?
(ক) গদাধর □ (খ) বিশ্বম্ভর □
(গ) রামকৃষ্ণ □ (ঘ) শ্রীপতি □

৭১। শিলাইদহের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গল্প হল—
(ক) ছুটি □ (খ) মণিহারা □
(গ) বলাই □ (ঘ) পোস্টমাস্টার □

৭২। 'অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল'। —কার কর্তব্য ছিল?
(ক) ফটিকের □ (খ) মাখনের □
(গ) বিশ্বম্ভরবাবুর □ (ঘ) কালীনাথের □

৭৩। 'অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে এক চড় কষাইয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল'—'অবাধ্য ভ্রাতা' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
(ক) ফটিকের □ (খ) মাখনের □
(গ) বাঘা বাগদির □ (ঘ) বলাই-এর □

৭৪। 'অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে এক চড় কষাইয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল'—'গণ্ডদেশে' শব্দের অর্থ কী?
(ক) গালে □ (খ) মাথায় □
(গ) বাহুতে □ (ঘ) বক্ষদেশে □

৭৫। '....তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।'—কে দেখতে এসেছেন?
(ক) বাঘা বাগদি □ (খ) বিশ্বম্ভরবাবু □
(গ) ফণিভূষণ □ (ঘ) মধুসূদন □

৭৬। 'বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন'—দাদা কে?
(ক) বাঘা বাগদি □ (খ) মধুসূদন □
(গ) বিশ্বম্ভরবাবু □ (ঘ) ফণিভূষণ □

৭৭। 'দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত'—কোন্ গল্পের অংশ?
(ক) মণিহারা □ (খ) বলাই □
(গ) পোস্টমাস্টার □ (ঘ) ছুটি □

৭৮। '....তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল।'—'তাহার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
(ক) মাখনের □ (খ) ফটিকের □
(গ) বাঘা বাগদির □ (ঘ) ফণিভূষণের □

উত্তরমালা

১। (ক) 'সাধনা', ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। ২। (ঘ) ফটিকের ভাই মাখন। ৩। (খ) কোলকাতায় যাবে। ৪। (খ) ফটিক-এর। ৫। (ক) শাল কাঠের। ৬। (খ) ফটিক-এর। ৭। (ক) কোলকাতায় মামার বাড়ি। ৮। (গ) বিশ্বম্ভরবাবু। ৯। (খ) মাখন। ১০। (গ) ছেলেরা। ১১। (ক) বাঘা বাগদিকে। ১২। (ক) বিশ্বম্ভরবাবু; 'কী হচ্ছে তোমাদের'। ১৩। (ক) ফটিকের মামির। ১৪। (ক) ঘুড়ি ওড়ানো। ১৫। (ক) ফটিকের মামা ফটিককে। ১৬। (ক) দুজন পুলিশের লোক। ১৭। (খ) ফটিক অসুস্থ অবস্থায়। ১৮। (গ) 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে'—। ১৯। (গ) 'দেখ, মার খাবি, এই বেলা ওঠ্'। ২০। (গ) তিন জন। ২১। (ক) ফটিককে কোথাও না খুঁজে পেয়ে। ২২। (ক) অমনোযোগী এবং নির্বোধ। ২৩। (ক) 'ওরে ফটিক, বাপধন রে'। ২৪। (ক) শ্রাবণ মাস। ২৫। (খ) ছুটি, বাঘা বাগদি। ২৬। (ক) ফটিকের মা, বিশ্বম্ভরবাবুকে ফটিক। ২৭। (ক) ছুটি, ফটিকের মায়ের, বিশ্বম্ভরবাবু। ২৮। (গ) ছুটি, বিশ্বম্ভরবাবু। ২৯। (খ) ছুটি। ৩০। (ক) ১৩ বছর বয়সী ফটিকের। ৩১। (খ) গুঁড়িশুদ্ধ মাখনকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। ৩২। (ক) ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই প্রভৃতি ভোগদখল করার। ৩৩। (ক) মাখন ফটিক ও তার সঙ্গীদের থেকে পৃথক। ৩৪। (ক) ফটিককে, তার মামি; ফটিকের স্কুলের পড়ার কথা। ৩৫। (ক) ফটিকের মা;

বিশ্বম্ভরবাবু। ৩৬। (ক) ফটিক ; উৎপাত। ৩৭। মামা বাড়িতে রেখে পড়াশোনা; বিশ্বম্ভরবাবু। ৩৮। (ক) মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়ছিল (ক) ফটিকের মা ফটিককে; ছুটি। ৩৯। (ক) মামি তিন ছেলে নিয়ে নিজের নিয়মে ঘরকন্না করছিল। ৪০। (ক) ফটিকের বয়ঃসন্ধির সমস্যাকে ভালোবাসার কাঙালের সাদৃশ্যে। ৪১। (ক) স্নেহ প্রেমহীন জীবন থেকে মুক্তি। ৪২। (ক) মায়ের আদর ছাড়া বালকের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় বলে। ৪৩। (ক) 'অতিথি' গল্পের তারাপদ। ৪৪। (ক) রজ্জু। ৪৫। (ক) করুণ। ৪৬। (গ) ব্যঞ্জনাভিত্তিক গল্প। ৪৭। (গ) চক্রবর্তী। ৪৮। (ঘ) ফটিকের। ৪৯। (খ) মা-র কাছে। ৫০। (ক) জ্বর। ৫১। (খ) দুই। ৫২। (ক) বিশ্বম্ভরবাবু। ৫৩। (গ) ফটিকের মায়ের। ৫৪। (ক) ফটিক। ৫৫। (গ) অবস্থা বড়োই খারাপ। ৫৬। (খ) ফটিকের মা-র। ৫৭। (ক) ফটিকের মা-র, ফটিকের মৃত্যুশয্যায়। ৫৮। (ক) দারিদ্র্যের সংসারে পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি। ৫৯। (ক) ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা। ৬০। (খ) মায়ের আদরের অভাব। ৬১। (ক) উৎপাত। ৬২। (ক) স্নেহ-প্রেমহীন জীবন থেকে মুক্তি। ৬৩। (খ) মা-এর। ৬৪। (ক) অতি ব্যস্ত। ৬৫। (ক) ফটিক, নৌকায় বসে। ৬৬। (ক) ফটিক চক্রবর্তী। ৬৭। (ক) 'ঐ হোথা'। ৬৮। (ক) ভূমিষ্ঠ প্রণাম। ৬৯। (গ) ফটিক চক্রবর্তী। ৭০। (খ) বিশ্বম্ভর। ৭১। (ক) ছুটি। ৭২। (ক) ফটিকের। ৭৩। (খ) মাখনের। ৭৪। (ক) গালে। ৭৫। (খ) বিশ্বম্ভরবাবু। ৭৬। (গ) বিশ্বম্ভরবাবু। ৭৭। (ঘ) ছুটি। ৭৮। (খ) ফটিকের।

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপট তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল বিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের যেমন বহুকাল-জীর্ণসংস্কার-বিহীন চেহারা, ইহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামি মটকার বোতাম খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয়বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।" আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগশীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগা পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়।

স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না, ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশবৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দবৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত

এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বা অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদে বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূ স্ত্রী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবে বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গি ত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল এবং ভঙ্গিটুকু ভঙ্গির মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামান-যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবির বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়েপুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না। এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্যে হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখ শুভবিবাহের পূর্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূ হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোটকথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত, কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না। এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে

নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে, আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ

করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয়, তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমতো স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ,

এমন-কি, অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, 'আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।'

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো

সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যাবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট স্টুডিয়োর রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর এক জোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল

সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর এই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দারোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল, যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা

হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দারোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দারোয়ান কহিল, মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সেকথা মানিল না। দারোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দারোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের

স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদগরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে

ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত-সুন্দর কালো-কালো চলচল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরে রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝকমক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়ে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্ ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম; আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

উৎস ও প্রকাশ

'মণিহারা' গল্পটি গল্পগুচ্ছে সংকলিত। 'ভারতী' পত্রিকায় যে চৌদ্দটি গল্প প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এটি অন্যতম। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'মণিহারা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অতি-মাত্রার মানসিক স্পর্শাতুরতা এবং পরিবেশ প্রভাবই 'মণিহারা' গল্প সৃষ্টির উৎস। এটি চড়াপর্দার রোমান্টিক গল্প। 'নিশীথে' গল্প দক্ষিণাচরণের অপরাধবোধ এবং হীনমন্যতার ফল। অন্যদিকে 'মণিহারা' ফণিভূষণের উদগ্র কামনারই প্রতিফলন। এই গল্পে কিছু অতিপ্রাকৃত উপাদান থাকলেও ফণিভূষণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই এই ভৌতিকতার আবরণ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। দ্বিতীয়ত, 'মণিহারা' গল্পের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন মনে করেন—রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পাটের ব্যবসায় নেমেছিলেন এবং তাতে তাঁর লোকসান হয়েছিল। ফণিভূষণের কাহিনীতে সেই আর্থিক ক্ষতির বিবরটির ছায়াপাত ঘটেছে (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড)।

তৃতীয়ত, কুচবিহারের মহারাণীর কৌতূহল ও অনুরোধ রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি রচনা করেছিলেন। মহারাণী ভূতের গল্পের অনুরাগিণী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের ভূত দেখার অভিজ্ঞতা আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—গল্পটি রাণীর বেশ ভাল লেগেছিল।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'মণিহারা' গল্পটির প্রকাশের সাল হল—
(ক) ১৮৯৮, ডিসেম্বর (১৩০৫, অগ্রহায়ণ) □
(খ) ১৮৯৭, নভেম্বর (১৩০৪, কার্ত্তিক) □
(গ) ১৮৯৬, অক্টোবর (১৩০৩, আশ্বিন) □
(ঘ) ১৮৯৫, সেপ্টেম্বর (১৩০২, ভাদ্র) □

২। 'মণিহারা' গল্পটি প্রকাশিত হয়।
(ক) 'প্রবাসী' □ (খ) 'ভারতী' □
(গ) 'হিতবাদী' □ (ঘ) 'সবুজপত্র' □

৩। 'মণিহারা' কোন্ জাতীয় গল্প?
(ক) সমাজ সমস্যামূলক গল্প □ (খ) অতিপ্রাকৃত গল্প □
(গ) প্রেমের গল্প □ (ঘ) ঐতিহাসিক গল্প □

৪। দুর্গামোহন সাহা ছিলেন—
(ক) ফটিকের মামা □ (খ) বলাইয়ের কাকা □
(গ) ফণিভূষণের পিতৃব্য □ (ঘ) ফণিভূষণের গোমস্তা □

৫। প্রথম যেদিন মণিমালিকার কঙ্কালের আবির্ভাব ঘটে সেই দিনটি ছিল—
(ক) জন্মাষ্টমী তিথি □ (খ) দশমী তিথি □
(গ) অমাবস্যা তিথি □ (ঘ) কৃষ্ণপক্ষ □

৬। মণিমালিকা গৃহত্যাগ করেছিল—
(ক) পিতার সঙ্গে □ (খ) গোমস্তার সঙ্গে □
(গ) মধুসূদনের সঙ্গে □ (ঘ) ফণিভূষণের সঙ্গে □

৭। কুচবিহারের মহারানী সুনীতিদেবীর অনুরোধে ভূতের গল্প শোনার পটভূমিকা যে গল্পের সেই গল্পের নাম হল—
(ক) কাঙাল □ (খ) মণিহারা □
(গ) বলাই □ (ঘ) ছুটি □

৮। 'মণিহারা' যেমন ফণিভূষণের উদগ্র কামনার প্রতিফলন তেমনই অন্য একটি গল্প হল—
(ক) 'ছুটি'—ফটিক □ (খ) 'নিশীথে'— দক্ষিণাচরণ □
(গ) 'পোস্টমাস্টার'—রতন □ (ঘ) 'বলাই'—কাকিমা □

৯। 'মণি' ওরফে মণিমালিকার আসল নাম ছিল—
(ক) নৃত্যকালী □ (খ) সুরবালা □
(গ) সুভা □ (ঘ) লাবণ্য □

১০। 'সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই।' —কোন্ গল্পে কার সম্বন্ধে এই উক্তি?
(ক) 'মণিহারা', মণিমালিকার □ (খ) 'মণিহারা', ফণিভূষণের □
(গ) 'ছুটি'; ফটিকের মার □ (ঘ) 'বলাই'; কাকিমার □

১১। 'কঙ্কাল নদীতে নামিল'—কার কঙ্কাল?
(ক) মণিমালিকা-র □ (খ) ফটিকের মা-র □
(গ) রতন-এর □ (ঘ) সুভা-র □

১২। 'মণিহারা' গল্পের সমধর্মী রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাম বল।
(ক) নিশীথে, কঙ্কাল □ (খ) ছুটি, বলাই □
(গ) ছুটি, পোস্টমাস্টার □ (ঘ) ছুটি, সুভা □

১৩। ফণিভূষণের জন্মস্থান ও বাণিজ্যস্থানের নাম বল।
(ক) কুলবেড়ে □ (খ) ফুলবেড়ে □
(গ) হাতিবেড়ে □ (ঘ) ধর্মদাসবেড়ে □

১৪। 'মণিহারা' গল্পে ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম ছিল—
(ক) সুভা □ (খ) সুরবালা □
(গ) মণিমালিকা □ (ঘ) রতন □

১৫। বোটের ছাদের উপর মাঝি কি পড়ছিল?
(ক) বই □ (খ) নমাজ □
(গ) কোরাণ □ (ঘ) মহাভারত □

১৬। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের চেহারা হল—
(ক) বহুকাল-জীর্ণ সংস্কার-বিহীন চেহারা □
(খ) দোহারা চেহারা □
(গ) শীর্ণকায় চেহারা □ (ঘ) মোটাসোটা চেহারা □

১৭। কাঁচা আম, ঝাল লংকা এবং কড়া স্বামী যে ভালোবাসে তার নাম হল—
(ক) মহিলা □ (খ) স্ত্রী জাতি □ (গ) পুরুষ জাতি □ (ঘ) বালিকা □

১৮। শিঙে শান দেবার জন্য হরিণ খোঁজে—
(ক) মোটা গাছ □ (খ) শক্ত গাছের গুঁড়ি □
(গ) হালকা ডালপালা □ (ঘ) শক্ত গাছ □

১৯। 'বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত।'—কে কার কাছে লাভ করত?
(ক) মণিমালিকা ফণিভূষণের □ (খ) মণিমালিকা মধুসূদনের □
(গ) ফটিকের মা ফটিকের □ (ঘ) কাকিমা বলাই-এর □

২০। 'তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল।' —চোখ মেলে কী দেখল?
(ক) নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোকে চৌকির ঠিক সামনে কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে □
(খ) অমাবস্যা তিথিতে ঘরের সামনে কঙ্কাল রয়েছে □
(গ) জন্মাষ্টমী তিথিতে কঙ্কালের আবির্ভাব □
(ঘ) কৃষ্ণপক্ষে কঙ্কালের সন্ধান □

২১। 'মণিমালিকা ঘন পল্লবিত অতি সতেজ লতার মতো নিষ্ফলা'—নিষ্ফলার কারণ হল—
(ক) সন্তান না থাকায় □ (খ) মেয়ে থাকায় □
(গ) সন্তান ধারণে অক্ষম □ (ঘ) সন্তান নষ্ট হওয়া □

২২। নিকটবর্তী ঝোপের মধ্যে থেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল কে?
(ক) শৃগাল □ (খ) কাঠবিড়াল □
(গ) ভালুক □ (ঘ) পেচক □

২৩। ফণিভূষণের ব্যবসায়ে 'ক্রেডিট' রাখা কঠিন হওয়ায় পাঁচদিনের মধ্যে দেড়লাখ টাকার প্রয়োজন হওয়াকে কী বলে?
(ক) ফাঁড়া □ (খ) ধার □
(গ) দেনাপাওনা □ (ঘ) আমানত □

২৪। মণিমালিকার দূর সম্পর্কের ভাইয়ের নাম হল—
(ক) ফণিভূষণ □ (খ) মধুসূদন □
(গ) বলাই □ (ঘ) ফটিক □

২৫। মধুসূদন কার কুঠিতে কিসের কাজ করত?
(ক) ফণিভূষণের, গোমস্তার □ (খ) বলাইয়ের, চাকরের □
(গ) ফটিকের, দেখাশোনার □ (ঘ) মাখনের, হিসাব নিকাশের □

২৬। 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার ঐ গহনাতে টান পড়িবেই,'—কে কাকে বলেছিল?
(ক) মধুসূদন, মণিমালিকাকে □ (খ) মণিমালিকা, মধুসূদনকে □
(গ) মধুসূদন, ফণিভূষণকে □ (ঘ) ফটিক, মাখনকে □

২৭। মধুসূদন মণিমালিকাকে গহনা নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলেছিল কেন?
(ক) সে গহনা নিয়ে নেবে □ (খ) গহনার কিছু অংশ আত্মসাৎ করবে □
(গ) গহনা নিয়ে বিক্রয় করবে □ (ঘ) গহনা নিয়ে লুকিয়ে রাখবে □

২৮। গভীর রাতে যখন যাত্রা গান থেমে গিয়েছিল তখন ফণিভূষণ কী করছিল?
(ক) জানালার কাছে বসেছিল □ (খ) দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল □
(গ) জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিল □ (ঘ) কপাট খুলে দাঁড়িয়েছিল □

২৯। জন্মাষ্টমীর দিন ফণিভূষণের দারোয়ান দেউড়ি বন্ধ করে কোথায় গিয়েছিল?
(ক) থিয়েটার দেখতে □ (খ) যাত্রা শুনতে □
(গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে □ (ঘ) নাটক শুনতে □

৩০। কঙ্কাল কোথায় নেমেছিল? তার সঙ্গে কে ছিল?
(ক) নদীতে, ফণিভূষণ □ (খ) খালে, মধুসূদন □
(গ) পুকুরে, বলাই □ (ঘ) জলাশয়ে, ফটিক □

৩১। জলস্পর্শ করামাত্র ফণিভূষণের কি হল?
(ক) তন্দ্রা ছুটে গেল □ (গ) আধো ঘুমে মগ্ন হল □
(খ) নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল □ (ঘ) নিদ্রা ভঙ্গ হল □

৩২। 'তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।'—'তাঁহাকে' বলতে যাকে বলা হল তার নাম—
(ক) মধুসূদন □ (খ) ফণিভূষণ □
(গ) বলাই □ (ঘ) ফটিক □

৩৩। 'এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগতই মিথ্যা।' —কাকে দেখার পর কার এরূপ অনুভূতি?
(ক) মণিমালিকাকে, ফণিভূষণের □ (খ) মণিমালিকাকে, গোমস্তার □
(গ) মণিকে, মধুসূদনের □ (ঘ) সুরবালাকে, দক্ষিণাচরণের □

৩৪। 'মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।'—কে কাকে একথা বলেছে?
(ক) গল্পকথক ইস্কুলমাস্টার, ফণিভূষণ সাহা-কে □
(খ) গল্পকথক বলাই, কাকিমা-কে □
(গ) গল্পকথক পোস্টমাস্টার, রতন-কে □
(ঘ) গল্পকথক ইস্কুলমাস্টার, মধুসূদন-কে □

৩৫। মণিমালিকা পরামর্শের জন্য কাকে ডেকেছিল?
(ক) মধুসূদনকে □ (খ) ফণিভূষণকে □
(গ) বলাইকে □ (ঘ) ফটিককে □

৩৬। 'ব্যামো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে ডাকা হইত।'—কার ব্যামো? কে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে ডাকত?
(ক) মণিমালিকার; ফণিভূষণ □ (খ) মণিমালিকা; মধুসূদন □
(গ) বলাই; কাকিমা □ (ঘ) ফটিকের মা; বিশ্বম্ভরবাবু □

৩৭। 'কেবল স্বামীর আদরগুলো ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে।'— কোথায় কে কী জমা করে রেখেছে?
(ক) সিন্দুকে, মণিমালিকা, সোনার অলংকার □
(খ) আলমারি, মণি, গয়না □
(গ) সুটকেশ, কাকিমা, রুপোর গয়না □
(ঘ) ব্রিফকেশ, সুরবালা, অলংকার □

৩৮। 'এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝমঝম শব্দ শোনা গেল।'— শ্রোতা কে? শব্দটি কোথা থেকে শোনা যাচ্ছিল?
(ক) মধুসূদন, নদীর ঘাটের কাছ থেকে □
(খ) ফণিভূষণ, নদীর ঘাটের কাছ থেকে □
(গ) মণিমালিকা, নদীর পাড় থেকে □ (ঘ) কাকিমা, নদীর ঘাটে □

৩৯। 'তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল।'— কাদের খোঁজ পড়ল?
(ক) মণিমালিকা ও মধুসূদনের □ (খ) মধুসূদন ও ফণিভূষণের □
(গ) ফটিক ও বিশ্বম্ভরবাবু □ (ঘ) বলাই ও কাকিমার □

৪০। 'প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি।'—কুইনাইন কোন্ রোগের প্রতিষেধক?
(ক) ম্যালেরিয়া □ (খ) জন্ডিস □
(গ) টাইফয়েড □ (ঘ) বসন্ত □

৪১। 'প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি।'—বক্তা কে?
(ক) গল্পকথক ইস্কুলমাস্টার □ (খ) মধুসূদন □
(গ) ফণিভূষণ সাহা □ (ঘ) মণিমালিকা □

৪২। গল্পের শ্রোতা ফণিভূষণ সাহা বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথা থেকে এসেছিল?
(ক) লাভপুর □ (খ) জামসেদপুর □
(গ) ঢাকা □ (ঘ) রাঁচি □

৪৩। গল্পের শ্রোতার কিসের ব্যবসা ছিল?
(ক) হরীতকী, রেশমের গুটি ও কাঠের ব্যবসা □
(খ) রেশমের গুটি ও ফলের ব্যবসা □
(গ) হরীতকী ও ফলের ব্যবসা □
(ঘ) দশকর্মার ব্যবসা □

৪৪। 'তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল'—কাকে ধরেছিল?
(ক) মণিভূষণ □ (খ) ফণিভূষণ সাহা □
(গ) মধুসূদন □ (ঘ) গোমস্তা □

৪৫। 'আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল'—কার উপসর্গ জুটেছিল?
(ক) মণির গ্রাম সম্পর্কের ভাই মধুসূদন-এর □
(খ) ফণিভূষণ-এর □
(গ) মণিমালিকা-র □
(ঘ) দুর্গামোহন সাহার □

৪৬। 'সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল।'—মন্ত্রীর নাম হল—
(ক) ফণিভূষণ □ (খ) মধুসূদন □
(গ) দুর্গামোহন □ (ঘ) মণিমালিকা □

৪৭। ফণিভূষণের বাড়িতে কে কে ছিল?
(ক) পিসি, মাসি ও অন্য পাঁচজন □ (খ) পিসি সমেত পাঁচ জন □
(গ) মাসি সমেত তিন জন □ (ঘ) মা ও পিসি-মাসি □

৪৮। হ্যান্ডনোট শব্দের অর্থ হল—
(ক) ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি □ (খ) ঋণ গ্রহণের শর্ত □
(গ) ঋণ আদায়ের শর্তাবলী □ (ঘ) ঋণ আদায়ের সময়সীমা □

৪৯। 'সে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল।'—কে কাকে নিয়ে রওনা হল?
(ক) মধুসূদন, মণিমালিকাকে □ (খ) মধুসূদন, গোমস্তাকে □
(গ) মধুসূদন, ফণিভূষণকে □ (ঘ) ফণিভূষণ, মণিমালিকাকে □

৫০। 'শিঞ্জিত' শব্দের অর্থ বল। সেই শব্দ কোথা থেকে এসেছিল?
(ক) অলংকারের ধ্বনি; ঘাট থেকে মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছিল □
(খ) চারিদিকে নূপুরের শব্দ; ঘাট থেকে □
(গ) কাঁকনের শব্দ; নদীর ঘাট থেকে □
(ঘ) পায়ের শব্দ; নদীর মধ্যে □

৫১। কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, মাথায় সিঁথি ইত্যাদি দেখতে পেয়েছিল।—কে দেখতে পেয়েছিল?
(ক) ফণিভূষণ □ (খ) মণিভূষণ □
(গ) মধুসূদন □ (ঘ) গোমস্তা □

৫২। 'তাঁহাকে দেখিয়া ইংরেজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা মনে পড়িল।'—কোল্‌রিজের কাব্যটির নাম—
(ক) The Ancient Mariner □ (গ) The Prelude □
(খ) The West Wind □ (ঘ) David Copperfield □

৫৩। গল্পের নায়ক ফণিভূষণ তার স্ত্রীকে কী বলে ডাকত?
(ক) ননী □ (খ) মণি □
(গ) ননীবালা □ (ঘ) সুরবালা □

৫৪। ফণিভূষণের পদবী কী ছিল?
(ক) পাল □ (খ) দত্ত □ (গ) রায় □ (ঘ) সাহা □

৫৫। 'সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না।'— কে গ্রহণ করত কিন্তু দিত না?
(ক) মণিমালিকা □ (খ) মধসূদন □
(গ) ফণিভূষণ □ (ঘ) ইস্কুলমাস্টার □

৫৬। 'কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল।'—কাকে একালে ধরেছিল?
(ক) মধুসূদনকে □ (খ) ফণিভূষণকে □
(গ) দুর্গামোহনকে □ (ঘ) মণিমালিকাকে □

৫৭। ফণিভূষণের জন্মস্থান কোথায়?
(ক) কলকাতা □ (খ) হুগলি □
(গ) ফুলবেড়ে □ (ঘ) চাপাডাঙা □

৫৮। 'বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র—'
(ক) বাইরে □ (খ) রণক্ষেত্রে □
(গ) পাহাড়ে □ (ঘ) আকাশে □

৫৯। 'সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে'।—কোন গল্পের অংশ?
(ক) ছুটি □ (খ) মণিহারা □ (গ) বলাই □ (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় □

৬০। 'The Rhyme of the Ancient Mariner' কাব্যটি লিখেছেন—
(ক) অস্কার ওয়াইল্ড □ (খ) কোলরিজ □ (গ) কিপলিং □ (ঘ) টেনিসন □

৬১। 'মণিহারা' গল্পটি গল্পকার প্রথম শুনিয়েছিলেন
(ক) 'সবুজ পত্র'—এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে □ (খ) আশ্রমিক নন্দলাল বসুকে □
(গ) কুচবিহারের মহারানীকে □ (ঘ) বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে □

উত্তরমালা

১।(ক) ১৮৯৮, ডিসেম্বর (১৩০৫, অগ্রহায়ণ)। ২।(খ) 'ভারতী'। ৩।(খ) অতিপ্রাকৃত গল্প। ৪।(গ) ফণিভূষণের পিতৃব্য। ৫। (ক) জন্মাষ্টমী তিথি। ৬। (গ) মধুসূদনের সঙ্গে। ৭। (খ) মণিহারা। ৮। (খ) 'নিশীথে'—দক্ষিণাচরণ। ৯। (ক) নৃত্যকালী। ১০। (ক) 'মণিহারা', মণিমালিকার। ১১। (ক) মণিমালিকা-র। ১২। (ক) নিশীথে, কঙ্কাল। ১৩। (খ) ফুলবেড়ে। ১৪। (গ) মণিমালিকা। ১৫। (খ) নমাজ। ১৬। (ক) বহুকাল-জীর্ণ সংস্কার-বিহীন চেহারা। ১৭। (খ) স্ত্রী জাতি। ১৮।(খ) শক্ত গাছের গুঁড়ি। ১৯। (ক) মণিমালিকা ফণিভূষণের। ২০। (ক) নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোকে চৌকির ঠিক সামনে কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। ২১। (ক) সন্তান না থাকায়। ২২। (ক) শৃগাল। ২৩। (ক) ফাঁড়া। ২৪। (খ) মধুসূদন। ২৫। (ক) ফণিভূষণের, গোমস্তার। ২৬। (ক) মধুসূদন, মণিমালিকাকে। ২৭। (খ) গহনার কিছু অংশ আত্মসাৎ করবে। ২৮। (ক) জানালার কাছে বসেছিল। ২৯। (খ) যাত্রা শুনতে। ৩০। (ক) নদীতে, ফণিভূষণ। ৩১। (ক) তন্দ্রা ছুটে গেল। ৩২। (খ) ফণিভূষণ। ৩৩। (ক) মণিমালিকাকে, ফণিভূষণের। ৩৪। (ক) গল্পকথা ইস্কুলমাস্টার, ফণিভূষণ সাহা-কে। ৩৫। (ক) মধুসূদন। ৩৬। (ক) মণিমালিকার; ফণিভূষণ। ৩৭। (ক) সিন্দুকে, মণিমালিকা, সোনার অলংকার। ৩৮। (খ) ফণিভূষণ, নদীর ঘাটের কাছ থেকে। ৩৯। (ক) মণিমালিকা ও মধুসূদনের। ৪০। (ক) ম্যালেরিয়া। ৪১। (ক) গল্পকথক ইস্কুলমাস্টার। ৪২। (ঘ) রাঁচি। ৪৩। (ক) হরীতকী, রেশমের গুটি ও কাঠের ব্যবসা। ৪৪। (খ) ফণিভূষণ সাহা। ৪৫। (ক) মণির গ্রাম সম্পর্কের ভাই মধুসূদন-এর। ৪৬। (খ) মধুসূদন। ৪৭। (ক) পিসি, মাসি ও অন্য পাঁচজন। ৪৮। (ক) ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি। ৪৯। (ক) মধুসূদন মণিমালিকাকে। ৫০। (ক) অলংকারের ধ্বনি; ঘাট থেকে মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ৫১। (ক) ফণিভূষণ। ৫২। (ক) The Ancient Mariner। ৫৩। (খ) মণি। ৫৪।(ঘ) সাহা। ৫৫।(ক) মণিমালিকা। ৫৬।(খ) ফণিভূষণকে। ৫৭।(গ) ফুলবেড়ে। ৫৮।(খ) রণক্ষেত্রে। ৫৯।(খ) মণিহারা। ৬০।(খ) কোলরিজ। ৬১।(গ) কুচবিহারের মহারানীকে।

বলাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসং এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন প পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আ ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁ দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকে আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তার পর থে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটা অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে—কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়ে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়া নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটা ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর প আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মা শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের ম একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতি চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর এক বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতা দিয়ে। অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো প বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে সর্ব-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বে কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে এক পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসে আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজে গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘা কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনার রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে

দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে; এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলি ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব

আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপন রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে। হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

উৎস ও প্রকাশ

'বলাই' গল্পটি গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত। গল্পটি 'সবুজপত্র' পর্বের গল্প এবং তা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায়। শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বলাই' গল্পটি রচনা করেন।

পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুরকে একটি পত্রে (চিঠিপত্র ৩য়, পত্রসংখ্যা-২৮, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের উৎস সম্বন্ধে লিখেছেন "—এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হলচালন। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হল।

(বিধুশেখর) শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম .....অনুষ্ঠানান্তে কবি এই উপলক্ষ্যে রচিত 'বলাই' নামে একটি গল্প পড়িয়া শোনাইলেন।"

'বলাই' গল্পটির সঙ্গে 'বনবাণী' কাব্যের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। এই কাব্যে কবির নিসর্গচেতনা বৃক্ষপ্রেমে পরিণত হয়। বৃক্ষকে তিনি প্রাণের আদিম, অকৃত্রিম প্রকাশ বলে মনে করেন—

অন্ধ তুমি গর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ,
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-পরে আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

কবি 'বনবাণীর' ভূমিকায় লিখেছেন—"এই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত ...। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আলোড়ন। ... তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

'বলাই' গল্পে বলাই-র স্বভাবের মধ্যে বৃক্ষ সত্যের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বপ্রাণের অতল রহস্য তথা মুক্তির আনন্দ এই বৃক্ষ তরুলতা গুল্মের মধ্যে। বলাই বালকটির মধ্যেও সেই বিশ্বপ্রাণের অন্তর্নিহিত সত্যটি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের শেষ পাঁচটি গল্পের মধ্যে পড়ে এই 'বলাই' গল্পটি। এই পাঁচটি গল্প কল্লোল উত্তরকালের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারে। সবুজপত্র পর্বে লেখক যখন প্রখরভাবে দেশকাল সচেতন ও শাঁসালো গল্প লেখায় আগ্রহী তখনো বালক জীবন ও বাৎসল্যরস নির্ভর গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বলাই' হল সেই বালক জীবনকেন্দ্রিক গল্প। রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতি হল এই গল্পের উৎস।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'বলাই' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়—
(ক) 'প্রবাসী' পত্রিকায় □ (খ) 'সবুজপত্র' পত্রিকায় □
(গ) 'হিতবাদী' পত্রিকায় □ (ঘ) 'ভারতী' পত্রিকায় □

২। 'বলাই' গল্পটি প্রকাশের সাল হ'ল—
(ক) ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় □ (খ) ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ □
(গ) ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, মাঘ □ (ঘ) ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ □

৩। 'বলাই' গল্পটি কোন্ পর্বের?
(ক) সবুজপত্র □ (খ) সংহতি □
(গ) তিনসঙ্গী □ (ঘ) সাধনা □

৪। 'বলাই' গল্পটির প্রেক্ষাপট হল—
(ক) প্রকৃতিপ্রীতি তথা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আকর্ষণ □
(খ) প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ □
(গ) প্রকৃতিতে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ □
(ঘ) পৃথিবী প্রীতি □

৫। 'বলাই' গল্পের কথক হলেন—
(ক) বলাই □ (খ) বলাইয়ের কাকা □
(গ) বলাইয়ের কাকিমা □ (ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশী □

৬। 'বলাই' কোন্ জাতীয় গল্প?
(ক) সমাজ সমস্যামূলক গল্প □ (খ) অতিপ্রাকৃত গল্প □
(গ) চরিত্রভিত্তিক গল্প □ (ঘ) প্রেমের গল্প □

৭। 'বলাই' গল্পটির উপলক্ষ হ'ল—
(ক) শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে □
(খ) শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় বনমহোৎসব উৎসব উপলক্ষে □
(গ) সাজাদপুরে নদীতে ভ্রমণকালে □
(ঘ) শিলাইদহ অঞ্চলে জমিদারী পরিদর্শন কালে □

৮। 'বলাই' গল্পের বলাই-এর সঙ্গে 'অতিথি' গল্পের যে চরিত্রের মিল আছে সেই চরিত্রের নাম হল—
(ক) মৃণাল □ (খ) তারাপদ □ (গ)অমিত □ (ঘ) অপু □

৯। বিলেত যাওয়ার আগে বলাই কোথায় ছিলেন?
(ক) দেরাদুনে □ (খ) সিমলায় □
(গ) মুসৌরিতে □ (ঘ) শ্রীনগরে □

১০। 'মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে' —বক্তা কে? কোন্ গল্পের অংশ?
(ক) বলাইয়ের কাকা ; বলাই □ (খ) বলাইয়ের কাকিমা ; ছুটি □
(গ) বলাইয়ের প্রতিবেশী ; সুভা □ (ঘ) ফটিকের মা; ছুটি □

১১। বলাইয়ের প্রকৃতিতে কোন্ সুরগুলি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল?
(ক) গাছপালার □ (খ) শিমুল গাছের □
(গ) বট গাছের □ (ঘ) বৃক্ষরোপণের □

১২। 'আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তার কোলে'—ছেলেটি হ'ল—
(ক) বলাই □ (খ) সুভা □
(গ) ফটিক □ (ঘ) মাখন □

১৩। 'এইটে ওর বড়ো বাজে'—'বড়ো বাজে' হ'ল—
(ক) ঘটনাবর্জিত □ (খ) হৃদয়ে আঘাত লাগা □
(গ) ঘটনা সংকুল অবস্থা □ (ঘ) ঘটনার ফের □

১৪। 'কাকা, এ গাছটা কী'।—বক্তা কে? গাছটি হ'ল—
(ক) বলাই, শিমুল □ (খ) বলাইয়ের কাকা, শিমুল □
(গ) বলাইয়ের প্রতিবেশী, বট □ (ঘ) বলাইয়ের কাকিমা, আম □

১৫। 'এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।'—কে, কি কেটে দিয়েছিলেন?
(ক) বলাইয়ের কাকা; শিমুল গাছটি □
(খ) বলাইয়ের কাকিমা; বটগাছটি □
(গ) বলাইয়ের প্রতিবেশী; জাম গাছটি □
(ঘ) বলাইয়ের মা; আম গাছটি □

১৬। ছেলেবেলা থেকে বলাই-র অভ্যাস ছিল—
(ক) ডানপিটে প্রকৃতির □ (খ) চুপচাপ চেয়ে দেখা □
(গ) গম্ভীর প্রকৃতির □ (ঘ) খোলামেলা □

১৭। 'বলাই' গল্পে লেখককৃত রাগিনীর সজ্ঞা হ'ল—
(ক) আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলা □
(খ) সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য সুরকে ছাড়িয়ে ওঠে □
(গ) সংগীতের সুরের অন্তর্গত মধ্যম ও পঞ্চম সুর বর্তমান □
(ঘ) বিভিন্ন রাগ নিয়েই সংগীত হয় □

১৮। 'গাছটাকে প্রতিদিন দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো'—উক্তিটি কার? কোন গাছের কথা বলা হয়েছে?
(ক) লেখকের; শিমুল □ (খ) বলাইয়ের; শিশু □
(গ) বলাইয়ের কাকা; পলাশ □ (ঘ) ফটিকের; সেগুন □

১৯। 'বলাই' চরিত্রের যে স্বভাব লক্ষণীয় তা হ'ল—
(ক) প্রতিবেশী প্রীতি □ (খ) প্রকৃতিপ্রীতি □
(গ) পক্ষীপ্রীতি □ (ঘ) স্বাজাত্যপ্রীতি □

২০। বলাই সিমলায় কার সঙ্গে ছিলেন?
(ক) কাকার □ (খ) কাকিমার □
(গ) বাবার □ (ঘ) বন্ধুর □

২১। শিমুল গাছটি কে কেটে ফেলেন?
(ক) বলাইয়ের প্রতিবেশী □ (খ) বলাইয়ের কাকা □
(গ) বলাইয়ের কাকিমা □ (ঘ) বলাই স্বয়ং □

২২। বলাইকে তার বাবা বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে কোথায় নিয়ে গেলেন?
(ক) শ্রীনগরে □ (খ) মুসৌরিতে □
(গ) দেরাদুনে □ (ঘ) সিমলায় □

২৩। 'বলাই চমকে উঠল'—চমকে ওঠার কারণ হ'ল—
(ক) সিমলায় যাওয়ার কথা শুনে □
(খ) শিমুল গাছটি উপড়ে ফেলার কথা শুনে □
(গ) বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেওয়ার কথায় □
(ঘ) প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় □

২৪। বলাইয়ের বাবার বিলাত যাওয়ার কারণ হ'ল—
(ক) পলিটেকনিক পড়তে □ (খ) ডাক্তারি পড়তে □
(গ) এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে □ (ঘ) নার্সিং শিখতে □

২৫। 'এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে'—ছেলে হ'ল—
(ক) মধুসূদন □ (খ) ফণিভূষণ □
(গ) ফটিক □ (ঘ) বলাই □

২৬। পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে থাকত এক অতি পুরানো পাখি, পুরানো পাখির নাম হ'ল—
(ক) ময়ূর ময়ূরী □ (খ) বেঙ্গমা বেঙ্গমী □
(গ) ডাহুক ডাহুকী □ (ঘ) চাতক চাতকী □

২৭। বলাই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত—কোন্ গল্পের কোন্ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়?
(ক) সুভা, সুভা □ (খ) মণিহারা, মধুসূদন □
(গ) ছুটি, ফটিক □ (ঘ) পোস্টমাস্টার, রতন □

২৮। গাছের ফুল ফল তুললে বলাইর আচরণ কেমন হত?
(ক) আনন্দবোধ □ (খ) বিরক্ত □
(গ) নির্লিপ্ত □ (ঘ) বেদনাদায়ক □

২৯। পাহাড়ের বুকে ঘাসের পুঞ্জ দেখে বলাইয়ের মন হত—
(ক) বেদনাদায়ক □ (খ) ভারী খুশি □
(গ) বিরক্ত □ (ঘ) খুশি □

৩০। বাগানে মাটির দিকে চেয়ে গাছের অঙ্কুরের আলোর দিকে জেগে ওঠা লক্ষ করত কে?
(ক) ফটিক □ (খ) মাখন □
(গ) শিশু বলাই □ (ঘ) রতন □

৩১। বলাইয়ের সঙ্গে বয়স্যভাবে কথা বলে তার নাম ও পরিচয় জানতে চাইছে কে?
(ক) বাগানের শৌখিন গাছগুলি □ (খ) বীজের অঙ্কুরগুলি □
(গ) ঘাসের পুঞ্জগুলি □ (ঘ) গাছের ফুলগুলি □

৩২। বলাইয়ের বাড়ির সামনে নেমে আসা ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া পাহাড়ের ঢাল দেখে খুশি হত—কোথায় বেড়াতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখত?
(ক) আন্দামান বেড়াতে গিয়ে □ (খ) পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে □
(গ) দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে □ (ঘ) সিমলায় বেড়াতে গিয়ে □

৩৩। গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, চাঁপা প্রভৃতি সুগন্ধী ফুলের গাছ হ'ল—
(ক) নার্সারীর গাছ □ (খ) বাগানের শৌখিন গাছ □
(গ) টবের গাছ □ (ঘ) উদ্যান বিভাগীয় গাছ □

৩৪। বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানে যে গাছের চারাটি ছিল তার নাম হ'ল—
(ক) শিশু গাছের চারা □ (খ) জারুল গাছের চারা □
(গ) শিমুল গাছের চারা □ (ঘ) অশোক গাছের চারা □

৩৫। বলাইয়ের বাবা বিলাতে যখন এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গিয়েছিল তখন যে ঘটনা ঘটেছিল তা হ'ল—
(ক) বলাইয়ের কাকা বলাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল □
(খ) বলাইয়ের মা মারা গিয়েছিল □

(গ) ফটিক মামা বাড়ি চলে গিয়েছিল □
(ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশী চলে গিয়েছিল □

৩৬। 'এ গাছ যে ছিল তার বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।' —'দোসর' শব্দের অর্থ হ'ল—
(ক) নিঃসঙ্গ □ (খ) সঙ্গী বা সহচর □
(গ) একান্ত আপন □ (ঘ) বন্ধুবান্ধব □

৩৭। 'তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়।'—কার কথা বলা হয়েছে?
(ক) বলাইয়ের কাকার □ (খ) বলাইয়ের প্রতিবেশীর □
(গ) বলাইয়ের □ (ঘ) বলাইয়ের কাকিমার □

৩৮। 'আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।'—'ওর গাছ' বলতে কার কোন্ গাছের কথা বলা হয়েছে?
(ক) বলাইয়ের, শিমুল □ (খ) বলাইয়ের কাকার, অশোক □
(গ) বলাইয়ের কাকিমার, শিশু □ (ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশীর, পলাশ □

৩৯। 'ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।' —কে কাকে বলেছিল?
(ক) বলাইয়ের কাকি বলাইয়ের কাকাকে □
(খ) বলাইয়ের বাবা বলাইকে □
(গ) বলাইয়ের কাকিমা বলাইয়ের প্রতিবেশীকে □
(ঘ) বলাই বলাইয়ের বাবাকে □

৪০। বলাই বাল্যকালে কাদের কাছে থাকত?
(ক) প্রতিবেশীর □ (খ) কাকা ও কাকিমার □
(গ) বাবার □ (ঘ) আত্মীয় স্বজনের □

৪১। 'বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন।'—চোখের জল মোছার কারণ হল—
(ক) বিলাতে শিক্ষা নেওয়া ও বলাইয়ের অনুপস্থিতি □
(খ) প্রকৃতিপ্রীতির কারণে □
(গ) মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় □
(ঘ) পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ায় □

৪২। 'তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই',—'তারা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?
(ক) অশোক গাছের কথা □ (খ) ছোট ছোট গাছপালার □
(গ) শিশু গাছের কথা □ (ঘ) পলাশ গাছের কথা □

৪৩। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলাইয়ের সম্পর্ক ছিল—
(ক) কাকা-ভাইপোর □ (খ) প্রতিবেশীর মতো □
(গ) আত্মীয় স্বজনের □ (ঘ) সহচরের মতো □

৪৪। বলাইয়ের বাবা কতদিন পরে বিলাত থেকে এসেছিল?
(ক) চৌদ্দ বছর □ (খ) বার বছর □
(গ) দশ বছর □ (ঘ) নয় বছর □

৪৫। বলাই তার কাকাকে পথিমধ্যে বেড়ে ওঠা একটি গাছ না কাটতে অনুরোধ করেছিল —অনুরোধ করার কারণ হ'ল—
(ক) শিমুল গাছটিকে পরিচর্যা করায় মমত্ব বেড়ে গিয়েছিল □
(খ) গাছের প্রতি বিরক্ত হওয়া □
(গ) গাছের প্রতি আনুগত্যময়ী □
(ঘ) ফল-ফুলের প্রতি একাত্মতা হওয়া □

৪৬। 'ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো'—কে কাকে বলেছিল?
(ক) বলাইয়ের কাকিমা বলাইয়ের কাকাকে □
(খ) বলাই তার প্রতিবেশীকে □
(গ) বলাইয়ের কাকা বলাইয়ের কাকিমাকে □
(ঘ) বলাই তার কাকাকে □

৪৭। 'ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো'—ফোটোগ্রাফওয়ালাকে ডাকার কারণ হ'ল—
(ক) অশোক গাছের ফটো তোলার জন্য □
(খ) শিমুল গাছের ফটো তোলার জন্য □
(গ) পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ফটো □
(ঘ) পুরানো বটের ফটো □

৪৮। 'ওর সব চেয়ে বিপদের দিন',—কার বিপদের দিন?
(ক) বলাইয়ের কাকার □ (খ) বলাইয়ের □
(গ) বলাইয়ের কাকিমার □ (ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশীর □

৪৯। ঘাসের মধ্যে নানান জাতের গাছ, লতা, ফুল ফুটে থাকলেও তাদের কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলাই কাকে আসতে বারণ করত?
(ক) ঘাসিয়াড়াকে □ (খ) কাঠুরিয়াকে □
(গ) করাতিকে □ (ঘ) পুষ্পছেদনকারীকে □

৫০। বলাইয়ের কাকির দুদিন অন্ন গ্রহণ না করার কারণ হ'ল—
(ক) বলাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন শিমুল গাছটি কেটে ফেলার জন্য □
(খ) অশোক গাছটি উপড়ে ফেলার জন্য □
(গ) গোলাপ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের গাছ নষ্ট করার জন্য □
(ঘ) বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে যাওয়ার জন্য □

৫১। 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না' —বক্তা কে? কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি?
(ক) বলাই, কাকাকে □ (খ) বলাইয়ের কাকিমা, প্রতিবেশীকে □
(গ) বলাইয়ের কাকা, বলাইকে □ (ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশী, বলাইকে □

৫২। 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না'—উপড়ে ফেলার কারণ হ'ল—
(ক) রাস্তার ধারে গাছটি হওয়ায় □ (খ) রাস্তার মাঝে গাছটি হওয়ায় □
(গ) বাড়ির উঠোনে হওয়ায় □ (ঘ) ঘরের মধ্যে হওয়ায় □

৫৩। ঘাসের ভিতরে প্রতিদিন লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল, কন্টিকারি গাছ, কালমেঘের লতা, অনন্তমূল, নিম গাছের চারা প্রভৃতি কে দেখতে পেত?
(ক) বলাইয়ের কাকা □ (খ) বলাইয়ের কাকিমা □
(গ) বলাই □ (ঘ) ফটিক □

৫৪। 'কাকা, এ গাছটা কী?'—গাছটি হল—
(ক) শিমুল গাছ □ (খ) অশোক গাছ □
(গ) শিশু গাছ □ (ঘ) কন্টিকারি গাছ □

৫৫। ছেঁড়া একপাটি জুতো, রবারের ফাটা গোলা এবং জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই প্রভৃতি চিহ্নকে ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। —কে বড় হয়ে উঠেছে?
(ক) বলাই □ (খ) বলাইয়ের কাকা □
(গ) বলাইয়ের কাকিমা □ (ঘ) বলাইয়ের প্রতিবেশী □

৫৬। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা কী পেয়ে থাকি?
(ক) জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় □ (খ) গাছপালার মূল সুর □
(গ) বিস্তৃত অন্তর প্রকৃতি □
(ঘ) পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা রঙের রোদ্দুর □

৫৭। শূন্যস্থান পূরণ করো : আমার——বলাই।
(ক) দাদা □ (খ) কাকা □
(গ) ভাই □ (ঘ) ভাইপো □

৫৮। শূন্যস্থান পূরণ করো : ওর সবচেয়ে —— দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে।
(ক) আনন্দের □ (খ) নিরানন্দের □
(গ) বিপদের □ (ঘ) সুখের □

৫৯। শূন্যস্থান পূরণ করো : ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের——
(ক) প্রতিরূপ □ (খ) প্রাণ □ (গ) দোসর □ (ঘ) বন্ধু □

৬০। বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইল —বন্ধুটি কে?
(ক) বিড়ালছানা □ (খ) কুকুরছানা □
(গ) কাকা □ (ঘ) শিমুল গাছ □

৬১। 'ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর'—কোন্ গাছের কথা বলা হয়েছে?
(ক) নিম □ (খ) আম □
(গ) শিমুল □ (ঘ) ছাতিম □

৬২। '....এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে'—কাদের পুরে দিয়েছে?
(ক) বাঘ-গোরুকে □ (খ) অহি-নকুলকে □
(গ) বাঘ-বিড়ালকে □ (ঘ) বিড়াল কুকুরকে □

৬৩। কাদের এক খাঁচায় ধরে রেখেছে?
(ক) বিড়াল-কুকুরকে □ (খ) অহি-নকুলকে □
(গ) বাঘ-বিড়ালকে □ (ঘ) বাঘ-গোরুকে □

৬৪। 'কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে' কী?
(ক) পঞ্চম □ (খ) সপ্তম □
(গ) অষ্টম □ (ঘ) দশম □

৬৫। '....আমের বোল ধরে,'—আমের বোল ধরে কখন?
(ক) মাঘ মাসের শেষে □ (খ) ফাল্গুন মাসের শেষে □
(গ) চৈত্র মাসের শেষে □ (ঘ) আষাঢ় মাসের শেষে □

৬৬। 'প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর' কোন্ বনের উপরে এসে পড়ে?
(ক) শিমুল □ (খ) আমলকী □
(গ) দেবদারু □ (ঘ) অশোক □

৬৭। 'বলাই মনে মনে উত্তর করে'—মনে মনে কী উত্তর করে?
(ক) 'আমার মা তো নেই' □ (খ) 'আমার মামা তো নেই' □
(গ) 'আমার প্রতিবেশী তো নেই' □ (ঘ) 'আমার বউদিদি তো নেই' □

৬৮। 'ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে' কী পাড়ে?
(ক) আম □ (খ) জাম □
(গ) আমলকী □ (ঘ) কুল □

৬৯। 'আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।'—কে কাকে বলেছিল?
(ক) বলাই, কাকি-কে □ (খ) ফটিক, মামি-কে □
(গ) মণি, মধুসূদন-কে □ (ঘ) কাদম্বিনী, সতীশ-কে □

৭০। 'একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল—'। কে কী শুনতে পেয়েছিল?
(ক) বলাই, বিশ্বপ্রাণের বাণী □ (খ) ফটিক, গানের বাণী □
(গ) মাখন, মানবের বাণী □ (ঘ) মধুসূদন, অন্তরের বাণী □

৭১। 'ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, আমি থাকব।'—'ধরণীর প্রাণ' কে?
(ক) গাছ □ (খ) ডালপালা □
(গ) লতাগুল্ম □ (ঘ) বৃক্ষরাজি □

৭২। 'এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ'—কার কোন্ গাছের প্রতি স্নেহ?
(ক) বলাই-এর, শিমুল □ (খ) মাখন-এর, শিশু □
(গ) ফটিক-এর, আম □ (ঘ) মধুসূদন-এর, বট □

উত্তরমালা

১। (ক) 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ২। (খ) ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ। ৩। (ক) সবুজপত্র। ৪। (ক) প্রকৃতিপ্রীতি তথা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আকর্ষণ। ৫। (খ) বলাইয়ের কাকা। ৬। (গ) চরিত্রভিত্তিক গল্প। ৭। (ক) শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে। ৮। (খ) তারাপদ। ৯। (খ) সিমলায়। ১০। (ক) বলাইয়ের কাকা ; বলাই। ১১। (ক) গাছপালার। ১২। (ক) বলাই। ১৩। (খ) হৃদয়ে আঘাত লাগা। ১৪। (ক)

বলাই, শিমুল। ১৫। (ক) বলাইয়ের কাকা ; শিমুল গাছটি। ১৬। (খ) চুপচাপ চেয়ে দেখা। ১৭। (ক) আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলা। ১৮। (ক) লেখকের ; শিমুল। ১৯। (খ) প্রকৃতিপ্রীতি। ২০। (গ) বাবার। ২১। (খ) বলাইয়ের কাকা। ২২। (ঘ) সিমলায়। ২৩। (খ) শিমুল গাছটি উপড়ে ফেলার কথা শুনে। ২৪। (গ) এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। ২৫। (ঘ) বলাই। ২৬। (খ) বেআমা বেকামী। ২৭। (গ) ছুটি, ফটিক। ২৮। (খ) বিরক্ত। ২৯। (খ) ভারী খুশি। ৩০। (গ) শিশু বলাই। ৩১। (খ) বীজের অঙ্কুরগুলি। ৩২। (খ) পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে। ৩৩। (খ) বাগানের শৌখিন গাছ। ৩৪। (গ) শিমুল গাছের চারা। ৩৫। (খ) বলাইয়ের মা মারা গিয়েছিল। ৩৬। (খ) সঙ্গী বা সহচর। ৩৭। (গ) বলাইয়ের। ৩৮। (ক) বলাইয়ের, শিমুল। ৩৯। (ক) বলাইয়ের কাকি বলাইয়ের কাকাকে। ৪০। (খ) কাকা ও কাকিমার। ৪১। (গ) মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়। ৪২। (খ) ছোট ছোট গাছপালার। ৪৩। (ক) কাকা-ভাইপোর। ৪৪। (গ) দশ বছর। ৪৫। (ক) শিমুল গাছটিকে পরিচর্যা করায় মমত্ব বেড়ে গিয়েছিল। ৪৬। (ক) বলাইয়ের কাকিমা বলাইয়ের কাকাকে। ৪৭। (খ) শিমুল গাছের ফটো তোলার জন্য। ৪৮। (খ) বলাইয়ের। ৪৯। (ক) ঘাসিয়াড়াকে। ৫০। (ক) বলাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন শিমুল গাছটি কেটে ফেলার জন্য। ৫১। (ক) বলাই, কাকাকে। ৫২। (খ) রাস্তার মাঝে গাছটি হওয়ায়। ৫৩। (গ) বলাই। ৫৪। (ক) শিমুল গাছ। ৫৫। (ক) বলাই। ৫৬। (ক) জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয়। ৫৭। (ঘ) ভাইপো। ৫৮। (গ) বিপদের। ৫৯। (ক) প্রতিরূপ। ৬০। (ঘ) শিমুল গাছ। ৬১। (গ) শিমুল। ৬২। (ক) বাঘ-গোরুকে। ৬৩। (খ) অহি-নকুলকে। ৬৪। (ক) পঞ্চম। ৬৫। (ক) মাঘ মাসের শেষে। ৬৬। (গ) দেবদারু। ৬৭। (ক) 'আমার মা তো নেই'। ৬৮। (গ) আমলকী। ৬৯। (ক) বলাই, কাকি-কে। ৭০। (ক) বলাই, বিশ্বপ্রাণের বাণী। ৭১। (ক) গাছ। ৭২। (ক) বলাই-এর, শিমুল।

নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি—শুধু তাই নয়, বিশ্বকবি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঋষি কবিও। তিনি নিজেও বলেছেন ... ... 'একটি মাত্র পরিচয় আমার কাছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র' (প্রবাসী—ক্রোড়পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)। তাঁর বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রবাহের মধ্যে, বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে, তাঁর সাহিত্য রচনায়, বিচারে ও ব্যাখ্যানে যে পরিচয়টি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তা হল তাঁর কবিপ্রকৃতি। এই কবিপ্রকৃতি সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের গভীর ও নিগূঢ় অনুভূতির সূত্রে গঠিত। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের চিরন্তন প্রবাহের মধ্যে তিনি আকণ্ঠ ডুব দিয়েছেন ও সেই অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। জগৎকে তিনি দেখেছেন অখণ্ড দৃষ্টিতে যার মাধ্যমে আনন্দরূপকে উপলব্ধি করেছেন—'সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপূর্ণ বস্তুপূর্ণ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ দেখিলাম' (জীবনস্মৃতি)। তাঁর এই প্রত্যয় দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বসত্যের-ই প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—"বিশ্বকে, মানুষের জীবনকে নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস" .... (রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—কলিকাতা—১৩৯২, পৃষ্ঠা-৬)। তাঁর শিল্প সাধনা বিশ্বসত্যের প্রকাশক হলেও তা কবিব্যক্তিত্বের বিশেষ মানসিকতার পরিচয়বহ। তাই সমালোচক বলেছেন—"স্বয়মুদ্ভাসিত সেই ব্যক্তিপ্রকৃতির নিত্যনব বিকাশ-লীলায় উপলব্ধি এবং উপভোগের আনন্দবেদনাই আসলে রবীন্দ্রসৃষ্টির ঐতিহাসিক মূল। অন্যপক্ষে কবির ব্যক্তিপ্রকৃতি তাঁর দেশকাল পরিজনের সান্নিধ্যের উত্তাপেই আপন কক্ষপথ চিহ্নিত করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে পেরেছে। তাই রবীন্দ্রসৃজনী ধারায় সফল মূল্যায়নের এক অনিবার্য পূর্বশর্ত হবে সবিশেষ দেশ-কাল প্রবর্তিত কবির ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় সন্ধান" ... (ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ... [রবীন্দ্রযুগ, প্রথমার্ধ]— কলিকাতা-১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৫)। নীহাররঞ্জন রায়ও বলেছেন—"ঐতিহাসিক সমগ্রতায় রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করিলে সমস্ত বিরোধের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়"...(রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—কলিকাতা-১৩৬৯, পৃষ্ঠা-২৫)। সমস্ত বিরোধ ও বেসুর-কে রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর কবিকল্পনা একান্ত অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ হয়েও বন্ধন মুক্তির দোলাচলতায় উদ্ভাসিত। এভাবে তাঁর কাব্যজীবনের ক্রমাগত পরিবর্তনই তাঁকে পরম পরিণতির পথে প্রেরণ করেছে। আর সেই 'পথ চলাতেই তাহার আনন্দ'।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণ উদ্বেল ভাবলোকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব ও বিকাশ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্মনীতির নানা সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, সেই সঙ্গে যুক্ত তাঁর পারিবারিক জীবনের বেষ্টনী ও বিভিন্ন চেতনা। দ্বন্দ্বমুখর নবজাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহন একটি যুগের সূচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই যুগকে পুষ্ট করলেন। নতুন যুগের চেতনাকে রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র সাহিত্যে সঞ্চারিত করলেন। নতুন যুগের আদর্শ, দর্শন, নতুন জীবনবোধের, আদর্শবোধের, সৌন্দর্যবোধের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল নতুন দিনের সংগীত রচনা করলেন। নবজাগরণের ঐতিহ্যকে, দ্বন্দ্বকে, সংঘাতকে যেমন তাঁরা তুলে ধরলেন, তেমনি পুঁজিবাদী সৃষ্ট ব্যক্তিচেতনা, তার দ্বন্দ্ব সাহিত্যে প্রতিফলিত করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ নবজাগরণের দ্বন্দ্বকে সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করলেন। উপলব্ধি করলেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে, ঔপনিষদিক ধর্মচিন্তাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে শুরু করলেন তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা সমকালীন জীবনবোধে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সামন্ততন্ত্রের রেশ তখনো আছে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' চিরাচরিত আদর্শ ও জীবনকে ধিক্কার জানিয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জীবনবোধে চঞ্চলতা এসেছে, নতুন রুচিবোধের উন্মেষ ঘটেছে, অনড় জীবনবিমুখ জীবন ছেড়ে নতুন জীবনপথে পাড়ি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই সময়ে (আশির দশকে) সমকালীন জীবনবোধের সার্বিক প্রকাশ ধরা পড়ল—'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী'র বেশ কিছু কবিতায়।

নব্য হিন্দু আন্দোলন, হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাত, হিন্দুমেলা, 'সঞ্জীবনী সভা', 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন', কংগ্রেসের জন্ম, তার আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নের ঘটনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটল। "সমসাময়িক 'নব' ধর্মান্দোলন, রাজনীতি সচেতন বাঙালীর প্রতীচ্য প্রতিরোধের আগ্রহ, কবিকল্পিত আত্মশক্তি, সাধনার উদ্দীপনা, তথা তাঁর উপনিষদাশ্রিত অধ্যাত্মচিন্তা, কালিদাসীয় রোমান্টিক আশ্রম-জীবন স্বপ্ন এবং পল্লীবাংলার অকল্পিত পূর্ব নির্জন সারল্য ও স্নিগ্ধ আবিষ্ট অন্তর্মগ্নতা ... সব কিছু মিলে কবি-চিত্তে প্রতীচ্য নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্রপূর্ণ প্রাচ্য ভাবাদর্শের ভাবুকতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ... এযুগের কাব্য কবিতায় সেই বিশিষ্ট ভারতমনস্কতার ক্রম-উৎসার।" (ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, [রবীন্দ্রযুগ—দ্বিতীয়ার্ধ] পৃষ্ঠা ৭)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা তার কিছু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চিত হচ্ছিল ভারত তথা বিশ্বের সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার দানবীয়তা, লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির দাবদাহ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এর অন্তর্ঘাতী পরিণতিও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ছোবলও তিনি অনুভব করেছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের প্রেরণা তাঁকে সে সময়ে উজ্জীবিত করেছিল। তাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শান্ত সমাহিত পবিত্র জীবনের বন্দনা-ই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সে সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা তাঁকে পীড়িত করেছিল, যার জন্য শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা, তার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অভিঘাতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা

বং পরে সে পথ থেকে সরে আসা। পল্লী সংযোগ ও পল্লী সংগঠনের মাধ্যমে সেদিন াধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে চাওয়া, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ খোঁজার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হল। এরপর শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেছেন — "১৯৫৫ সালের পর থেকে দেশে যে Extremism শুরু হয়, তার এক খ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্যমুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনটাই তাঁর সমাজধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ফেরাতে; 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার মাণ পাবেন। .... যাঁরা তার কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন, শান্তিনিকেতনে বাস, জমিদারীতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ াানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, ন্যাশনাল কাউন্সিল ব এডুকেশন-এ যোগদান .... তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল ই ... ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি েন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভান ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। রবীন্দ্রনাথ রতবর্ষের ভবিষ্যতে বরাবরই বিশ্বাসী।"

রবীন্দ্র-কাব্যের 'ঋতু পরিবর্তন'

(ক) কৈশোর পর্ব (১৮৭৮-১৮৮১ খ্রিঃ) ঃ 'দ্বাদশবর্ষীয় বালক রচিত অভিলাষ' (১২৮১ াব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত), 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে বীররসাত্মক কাব্য, 'হিন্দু লার উপহার' (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত)।

(খ) উন্মেষ পর্ব (১৮৮২-১৮৮৬ খ্রিঃ) ঃ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' ৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' ৮৮৬)।

(গ) ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৯০-১৮৯৬ খ্রিঃ) ঃ 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী'(১৮৯৪), ত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালী' (১৮৯৬)।

(ঘ) ভাবনাপর্ব (১৯০০-১৯১০ খ্রিঃ) ঃ 'কণিকা' (১৯০০), 'কথা ও কাহিনী' (১৯০০), ল্পনা' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়), 'স্মরণ' (১৯০২-০৩), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ' (১৯০৩-১৯০৪), 'খেয়া' (১৯১০)।

(ঙ) অন্তর্মুখী পর্ব (১৯১১-১৯১৫ খ্রিঃ) ঃ 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), তালী' (১৯১৫)।

(চ) বলাকা পর্ব (১৯১৬-১৯২৯ খ্রিঃ) ঃ 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), ও ভোলানাথ' (১৯২২), 'পূরবী' (১৯২৫), 'লেখন' (১৯২৭), 'মহুয়া' (১৯২৯)।

(ছ) অন্তরাগ পর্ব (১৯৩০-১৯৪১ খ্রিঃ) ঃ 'বনবাণী' (১৯৩১), 'পরিশেষ' (১৯৩২), শ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' ৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬)।

(জ) গোধূলি পর্যায়ের কাব্য : 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'প্রহাসি... (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যা... (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১), 'শেষ লেখা' (১৯৪১)।

(ঝ) লঘু হাস্য পরিহাসমূলক কাব্য : 'খাপছাড়া' (১৯৩৭), 'ছড়ার ছবি' (১৯... এবং অনেকগুলি গান এই পর্বে রচিত হয়।

'নৈবেদ্য' রচনার প্রেক্ষাপট : 'নৈবেদ্য'র মূল বাণী

'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়) .... তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বার্থ ও সংঘাতের ম... নবজাগ্রত জীবন-পিপাসা, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যপ্রসূত ভার... আধ্যাত্মিকতা এই কাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্য। স্বদেশপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তির যে নৈবেদ্য রবীন্দ্র... রচনা করেছেন তা ছিল তৎকালীন মধ্যবিত্তের আত্মিক প্রার্থনা। ব্যক্তি মানুষের আ... প্রতিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ মানবিকতাবোধ থেকে নিঃসৃত হয়েছে এই প্রার্থনার সুর, বিশ শত... প্রথম দশক পুরাতন বিশ্বাসের নোঙর ছেঁড়া অস্থিরতার কাল, পুরাতন মূল্যবোধের নৌ... তখন অবক্ষয়ের পথে, মানসজীবনে তখন চঞ্চলতা ও অস্থিরতা; ইংরেজের রাজত্ব সম্প... সংশয়ও দেখা দিয়েছে। মনুষ্যত্বের অবমাননা মানুষকে সচেতন করছে, অপরদিকে ধ... সংঘাত, পশ্চিমী সভ্যতার ছদ্মবেশী বর্বরতা মানুষকে স্থির লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণি... করছে। জাতিপ্রেমের ছদ্মবেশে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ভয়াল সর্ব... রূপ—সামাজিক ও সংবেদনশীল মানুষকে জিজ্ঞাসাচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে... রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' এই সময়ের ফসল। 'নৈবেদ্য'র উপচার তাই দেবতার উদ্দে... নিবেদিত নয়—সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কবি রবীন্দ্রনাথের স্বা... প্রতিক্রিয়ায় রচিত। তাই 'নৈবেদ্য'-র প্রার্থনার চেয়ে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ-ই বেশি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "দেশের মধ্যে বিরোধমূলক আদর্শের সমন্বয় সাধ... জন্য সেদিন মনীষীরা নানাভাবে ভারতীয় জীবনের ও ধর্মের সমস্যাগুলিকে দেখিতেছিলে... ছিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতের মধ্যে কোথাও যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ... প্রশ্নের উত্তরে নৈবেদ্য রচিত" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহি... প্রবেশক (২য়)—বিশ্বভারতী-১৯৬৮, পৃষ্ঠা-১৩)। একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ অন্যদি... য়ুরোপের সংস্পর্শে আহৃত মানবিক মূল্যবোধ .... কবিকল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এ... থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক ভাবনা তাঁকে বিশ্ববোধে উত্ত... সহায়তা করেছিল। উপনিষদের জীবাত্মা পরমাত্মার পটভূমিতে মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বা... সম্বন্ধ সূত্র তথা মনুষ্যত্বের মূল্য উপলব্ধিই ছিল লক্ষ্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলে... ... "নৈবেদ্যে সেই প্রাচীন তপোবনের ঋষিদের সাধনার আদর্শকে জীবনের মধ্যে সত্য... লাভ করবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা ... কলি... ১৩৯২, পৃষ্ঠা-৬১)।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের রূপ পাওয়া যায় তৎকালীন সময়ে ... 'তপোবন' প্রবন্ধের মধ্যে—"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মা...

...সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার সঙ্গে যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। ...... বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা—প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না। সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। .... এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ... যেখানে সাধনা চলছে, সেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধ-বুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।" প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে তিনি তাই বলেছেন, "জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা। ... গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এ দুটোই সমান সত্য .... একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। .... ত্যাগ করিতেই হইবে, ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি।" বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং"। (ঈশোপনিষদ—১নং মন্ত্র) এই মন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমাদের সমাজজীবনে মূল আদর্শ যেখানে সমাজ বন্ধন না হয়ে মুক্তির কারণ হয়, সেই প্রাচীন ভারতের আদর্শকে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। সংসারকে গ্রহণ করে তাকে অতিক্রম করলে তাকে সংসার ত্যাগ বলা চলে না, এবং ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বও থাকে না।

আধুনিককালে ভারতবর্ষের ধর্ম এবং সমাজ, পরমার্থ এবং সংসার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মকে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং সমাজকে আধ্যাত্মিকতাশূন্য আচার-পরায়ণ করে গড়ে তুলেছে—তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতে—ব্যক্তি স্বাধীনতার দৌলতে সমাজের যে ভাঙন তা রোধ করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতি লাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।"

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু সমাজ সংস্কারবদ্ধতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্যাটা এত বড় গুরুতর ইহা অনুভব করিয়াই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে স্বাদেশিকতার একটা পরিপূর্ণভাবের দ্বারা বড় করিয়া অনুভব করিয়া সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন" (অজিতকুমার চক্রবর্তী—পূর্বোক্ত—পৃষ্ঠা-৬৯)। ক্ষুদ্র খণ্ডিত সাধনার মধ্যে ভারতবর্ষের এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাই একান্ত অখণ্ড সামগ্রিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। সেজন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরল জীবন-যাপন, উপকরণ বহুল আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির তীব্র বিতৃষ্ণা।" প্রায় সমসাময়িক একখানি পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন : "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ ও সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত ও প্রসন্ন হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক" .... (রবীন্দ্রজীবনী

(২য়)—পূর্বোক্ত—পৃষ্ঠা-১৩)। কবির অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা, ভারতীয় জীবনের আদর্শের প্রকাশ 'নৈবেদ্যে।'

কবির এই ধর্মচেতনা মিশ্র জাতীয়ভাবের প্রকাশ ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন, 'নৈবেদ্য' রচনায় ও 'স্বদেশ' বা 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলিতে, এমনকি চৈতালী, কল্পনা, কথা ও কাহিনী-তে। এ সময়ে (১৯০১) তিনি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দিকে ঝুঁকেছিলেন। সেজন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সঙ্গে সাযুজ্য ঘটিয়ে একটি সামগ্রিক জাতীয়তার উপস্থাপনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। ('স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তার সাক্ষ্য মেলে)

এ প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন—"'নৈবেদ্য' কবির কল্পিত প্রভু বা ঈশ্বরকেও এই জাতীয়তার সঙ্গী করা হয়েছে। ...... মানুষের দৈনন্দিন কর্মব্যবস্থা, জাতির পতন, উত্থান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি—যাবতীয় জীবন কোলাহলের সঙ্গে এই ঈশ্বর একাত্ম।" এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী হওয়ার কারণ, শুধু বেদ-উপনিষদের তাত্ত্বিক আদর্শ প্রচারের জন্য নয়, বর্ণাশ্রমের অনুগত জীবনকে বরণ করার মধ্যেও। প্রাচীনের প্রতি এই অনুরাগ নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। অবক্ষয়িত সমাজ শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি। তাই তা থেকে মুক্তির আশায় এই কল্পিত স্বর্গের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। বস্তুত নবজীবনবোধের তাগিদও এর পশ্চাতে ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই সেদিনের ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি পূর্বের ধ্যানবলকে দেখতে পাননি, তার পরিবর্তে দেখেছেন—তাদের আচার-সর্বস্বতা, জপতপ ও অভ্যস্ত আচারের সংকীর্ণতা যা তাঁর কাছে অর্থহীন ও অমানবিক। এই কবিতায় তিনি আরো বললেন—"বৃথা চেষ্টা ভাই,/সব সজ্জা লজ্জা-ভরা চিত্ত যেথা নাই।" —বিচারবোধহীন আচার দেশের চিত্তকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোন কিছু চিন্তা না করে অন্ধভাবে মননহীন সংস্কারকে মেনে চলার মূলে আছে একটা ভিত্তিহীন ভীতি। এই অকারণ আশঙ্কাই শ্রেয়বোধকে বিপর্যস্ত করে। জাতির চিত্ত থেকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই ভয়কে দূর করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন—"হে ভারত, ... এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাজনক কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?" (বর্তমান ভারত)

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্লোকের সন্ধান ও অখণ্ডত্বের মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বাইরের বহুত্বে, উপকরণের বাহুল্যে চমৎকৃত হয়নি। তিনি তাই বলেছেন—

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাইরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত। (৯৫ নং)

তাই তিনি 'ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই ..... কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার উর্ধ্বে থাক,

তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে।" তাই—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, (৭২ নং)

রবীন্দ্রনাথ সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় জীবনে পরমুখাপেক্ষিতা, কাপুরুষতা, তুচ্ছ আচারসর্বস্বতা মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তুলছে। তাই জাতিকে কাপুরুষতা ও নির্বীর্যতা ত্যাগ করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে নির্দেশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দও এই চিন্তার অনুসারী। আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শ বারবার বলেছে, "শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে, পুঁথির পাতার মধ্যে, আচারের মরু বালিরাশির মধ্যে, ধর্ম সংস্কারের মধ্যে ভাগবত সাধন নাই, ভাগবত উপলব্ধি নাই।"

প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পশ্চিমের মোহময় আদর্শের মুখে ধাবিত হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ—যা তাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'নকলের নাকাল' ('সমাজ') প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলন্ডের পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার দৈন্য কি বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে। ....আজ যাহা বিরল বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সম্বৃত, সেদিন তাহা জীর্ণকোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধ আবরণের ইতরতায় কি নির্লজ্জ ভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।" এই আশংকার প্রকাশ 'নৈবেদ্য' কাব্যে—

তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা ভাই,
সব সজ্জা লজ্জা-ভরা চিত্ত যেথা নাই। (৯৬ নং)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রাচীন ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলেই তিনি তার বিপরীত আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। তাই তিনি য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিতান্ত স্বার্থপর কলহ স্বভাবের বিষয়ে কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল লক্ষ্য যে স্বার্থচিন্তা ও সংঘাত সৃষ্টি করা, তা তিনি সে সময়ে উপলব্ধি করলেন। তাঁর কাছে সেদিন তাই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রিকতার চেয়ে ভারতীয় সামাজিকতা বরণীয় ছিল। তিনি য়ুরোপের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন ও তার উপনিবেশী সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রস্বার্থ যান্ত্রিকতার ছবিও তাঁকে বিচলিত করেছিল। সমকালীন প্রবন্ধে তাঁর এই উপলব্ধির স্বাক্ষর চিহ্নিত।

য়ুরোপে যান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত সামাজিক মিলনের কথা শুনিয়েছে। উগ্র স্বার্থসিদ্ধি যাতে মনুষ্যত্বকে পীড়িত করতে না পারে সেজন্য ধর্ম তার ন্যায়দণ্ড গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পরজাতি নিপীড়নের এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। (৬৪ সংখ্যক)

শতাব্দীর অন্তে সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত দানবিকতা ও দস্যুবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। দেশের চারদিকে বিভিন্ন ধর্ম আন্দোলনও নতুন করে দেখা দিল। সেজন্য তিনি সেই সংকট মুহূর্তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মাদর্শ ও তপোবন সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিলেন।

প্রকাশ

১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯০১) 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'নৈবেদ্য'-র প্রকাশ সালটি হল—
(ক) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ □ (খ) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ □
(গ) ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ □ (ঘ) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ □

২। 'নৈবেদ্য' শব্দের অর্থ—
(ক) প্রতিবাদ □ (খ) অহংকার □
(গ) অর্ঘ্য □ (ঘ) বেদ সম্বন্ধীয় □

৩। 'নৈবেদ্য' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে—
(ক) বিহারীলাল চক্রবর্তীকে □ (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে □
(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে □ (ঘ) জীবনানন্দ দাশকে □

৪। 'নৈবেদ্য' কি জাতীয় রচনা?
(ক) উপন্যাস □ (খ) নাটক □
(গ) প্রবন্ধ □ (ঘ) কাব্যগ্রন্থ □

৫। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের লেখক হলেন—
(ক) বিহারীলাল চক্রবর্তী □
(খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত □
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী □

৬। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতার সংখ্যা—
(ক) ৯০ □ (খ) ৮০ □
(গ) ১০০ □ (ঘ) ১১০ □

৭। সনেটের বিচিত্র রূপকার হলেন—
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (খ) জীবনানন্দ দাশ □
(গ) প্রেমেন্দ্র মিত্র □ (ঘ) মধুসূদন দত্ত □

৮। রবীন্দ্রকাব্যের 'ঋতুপরিবর্তনে' নৈবেদ্য কোন্ পর্বের অন্তর্গত?
(ক) বলাকা পর্ব □ (খ) ভাবনা পর্ব □
(গ) কৈশোর পর্ব □ (ঘ) ঐশ্বর্য পর্ব □

৯। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের পূর্বের কাব্য হল—
(ক) বলাকা □ (খ) নবজাতক □
(গ) পূরবী □ (ঘ) ক্ষণিকা □

১০। 'নৈবেদ্য' কাব্যটি কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে □
(খ) ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে □
(গ) ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে □
(ঘ) ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে □

১১। 'নৈবেদ্য' কাব্য রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কাকে পত্র লেখেন?
(ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত □
(গ) জগদীশচন্দ্র বসু □ (ঘ) ইন্দিরা দেবী □

১২। কোন্ যুদ্দের মধ্যে মানবতার অপমান দেখে কবি 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?
(ক) বোয়ার যুদ্ধ □ (খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ □
(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ □ (ঘ) ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ □

১৩। বোয়ার যুদ্ধ কোন্ সালে হয়?
(ক) ১৭৫৭ খ্রিঃ □ (খ) ১৮৫৭ খ্রিঃ □
(গ) ১৮৯৯ খ্রিঃ □ (ঘ) ১৯৩৫ খ্রিঃ □

১৪। 'নৈবেদ্য' কাব্যের পরে কোন্ কাব্য প্রকাশিত হয়?
(ক) স্মরণ □ (খ) শিশু □
(গ) উৎসর্গ □ (ঘ) গীতাঞ্জলি □

১৫। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের প্রকাশকাল হল—
(ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ □ (খ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ □
(গ) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ □ (ঘ) ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ □

১৬। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কোন্ কাব্যের ইংরাজি অনুবাদে?
(ক) সোনার তরী □ (খ) মানসী □
(গ) গীতাঞ্জলি □ (ঘ) চৈতালী □

১৭। 'নৈবেদ্য' কাব্যের পূর্বের কাব্যটি হল—
(ক) বলাকা □ (খ) চিত্রা □
(গ) চৈতালী □ (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় □

১৮। 'নৈবেদ্য' কাব্যের পরের কাব্যটি হল—
(ক) শিশু (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) □ (খ) স্মরণ (১৯০২-১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) □
(গ) ক্ষণিকা (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ) □ (ঘ) চৈতালী (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) □

১৯। নৈবেদ্য কাব্যের পূর্বের কাব্যের প্রকাশকাল হল—
(ক) বলাকা (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) □ (খ) চিত্রা (১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) □
(গ) খেয়া (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) □ (ঘ) ক্ষণিকা (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ) □

২০। পাঠ্যসূচীতে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতার সংখ্যা কত?
(ক) তিন □ (খ) চার □
(গ) পাঁচ □ (ঘ) ছয় □

২১। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
(ক) বঙ্গদর্শন □ (খ) নবপর্যায় বঙ্গদর্শন □
(গ) সবুজপত্র □ (ঘ) তত্ত্ববোধিনী □

২২। 'বর্তিকা' কথাটির অর্থ হল—
(ক) বাতি □ (খ) গোলাকার বস্তু □
(গ) অবর্তন □ (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় □

২৩। 'নৈবেদ্য' কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেন
(ক) বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে □ (খ) জামাতা প্রমথ চৌধুরীকে □
(গ) দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে □ (ঘ) পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে □

২৪। 'নৈবেদ্য' কাব্যটি প্রকাশিত হয়
(ক) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে □ (খ) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে □
(গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে □ (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় □

উত্তরমালা

১। (ক) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ। ২। (ক) প্রতিবাদ। ৩। (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ৪। (ঘ) কাব্যগ্রন্থ। ৫। (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। (গ) ১০০। ৭। (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮। (খ) ভাবনা পর্ব। ৯। (ঘ) ক্ষণিকা। ১০। (ঘ) ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। ১১। (ঘ) ইন্দিরা দেবী। ১২। (ক) বোয়ার যুদ্ধ। ১৩। (গ) ১৮৯৯ খ্রিঃ। ১৪। (ঘ) গীতাঞ্জলি। ১৫। (ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ। ১৬। (গ) গীতাঞ্জলি। ১৭। (ঘ) উপরের কোনোটিই নয়। ১৮। (খ) স্মরণ (১৯০২-১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯। (ঘ) ক্ষণিকা (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ)। ২০। (ঘ) ছয়। ২১। (খ) নবপর্যায় বঙ্গদর্শন। ২২। (ক) বাতি। ২৩। (ঘ) পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ২৪। (ক) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে।

নৈবেদ্য

৩০ সংখ্যক কবিতা

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

প্রেক্ষাপট

বিংশ শতকের শুরুতে সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে অস্থিরতা তা কবি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। সেই পটভূমিকায় 'নৈবেদ্য' রচিত। নৈবেদ্য রচনার দেশ-কালগত পটভূমিকাকে কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সমকালীন সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপচার দিয়েই নৈবেদ্যের প্রার্থনা রূপলাভ করেছে।

আলোচ্য ৩০ সংখ্যক কবিতাটিতে "সংসারের ঘূর্ণমান কর্মচক্রের সহিত ঈশ্বরসত্তার নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সংযোগ ও কবির প্রাণ চেতনায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বানুভূতির সর্বব্যাপ্ত অস্তিত্ব" প্রকাশিত হয়েছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবের মধ্যে ভারতীয় আদর্শকে দেখতে চাননি, দেখতে চেয়েছেন কর্মের মধ্যে। কারণ ভারতবর্ষের মূল ভাব উপলব্ধির জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা তপোবনের সাধনা হলেও সংসারবিমুখতা নয়, তা সংসারে সম্মুখীন হওয়ার

সাধনা, তা পরিপূর্ণ অস্তিত্বের দ্বারা অখণ্ড সত্যের সাধনা। আলোচ্য কবিতাতে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে উপলব্ধি করেছিলেন—মনুষ্যত্বের অবমাননা। তাই মনুষ্যত্বের অবমাননা যেখানে, সেখানে দেবতার আরাধনা নিষ্ফল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ অন্তরের মধ্যে তীব্র কর্মপ্রেরণা অনুভব করেছেন। সেই কর্মপ্রেরণা-বশত বিশ্বের কাছে নিজেকে মেলে ধরার ঐকান্তিক আগ্রহ থেকেই জন্ম নিয়েছে—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' কবিতাটি।

রবীন্দ্রনাথ জীবনবাদী কবি। তাই জীবনকে, জীবনের অঙ্গাঙ্গী কর্মকে, কর্মের অন্তর্গত দুঃখকে বাদ দিয়ে তিনি কাব্য সাধনায় ব্রতী হননি। সহস্র বন্ধনময় কর্মযজ্ঞে নিজেকে মেলে ধরতে তিনি চেয়েছিলেন। তাই কবি লিখেছিলেন—"যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্পর্কে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার কল্পনা মানব কল্পনা, আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তা মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। ....মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন।"

কবি লক্ষ্য করেছিলেন, ঈশ্বর সাধনার জন্য লোকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। কেউ বা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে আশ্রয় নেয়। তাই তিনি সংসারের কর্মময় জীবনে জড়িত থেকে মুক্তি পেতে চান। কবি তাঁর জীবনপ্রীতি ও ঈশ্বরভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন—"নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করাইতেছে। ....আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই, যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।"

বিষয়বস্তু

হিন্দু মাত্রেই মুক্তিকামী। সেই মুক্তির পথ বৈরাগ্য বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর ধর্ম। জীবনবিমুখ হয়ে গেরুয়া পরে সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়ে কবি বৈরাগীর জীবনের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চান না। জীবনের সহস্র বন্ধন স্বীকার করে এই জগৎ সংসারের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। কবি তাই সংসারের নানা বাধা-বিঘ্ন-বন্ধনের মধ্যে খুঁজে পেতে চান সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ। কবির কাছে এই পৃথিবী সুন্দর ও মধুর। তার রূপ-রস-গন্ধ তিনি প্রাণ ভরে নিতে চান। কবি তাঁর প্রাণের ও আনন্দের প্রদীপ শিখায় আলোকিত করতে চান সমস্ত সংসার।

সেজন্য অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করে, যোগাসনে বসে সাধনা করতে চান না। নির্জন একান্তিক কবির কাছে তাই আকাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি রূপজগতের মধ্যে থেকেই অরূপের সন্ধান পেতে চান। তাই দৃশ্য, গন্ধ, গানে যে আনন্দ বিরাজিত সেই আনন্দের মাঝেই কবির অধিষ্ঠান। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য এমন বৈদান্তিক ধারণায় তাঁর আস্থা নেই। এই পৃথিবীর ও প্রকৃতির দৃশ্যে, গন্ধে, গানে তিনি বিশ্বস্রষ্টার আনন্দকে খুঁজে নিতে চান। সাধকের চোখে যা মোহ, তাই তাঁর কাছে মুক্তি। প্রেমই তাঁর কাছে ভক্তি ও সাধনা। কর্মযোগেই মুক্তি, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি কবির কাছে বাঞ্ছিতও নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়।

ভাবসৌন্দর্য/কাব্যসৌন্দর্য

কাব্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে তার ভাবের ব্যঞ্জনায়, ভাব ও ভাষার অখণ্ড সমন্বয়ে। ৩০ সংখ্যক কবিতার মূল ভাব হল বৈরাগ্য সাধনার মধ্য দিয়ে জীবন নির্বাহ না করে কর্মময় জীবনের ধারায় নিজেকে নিয়োজিত করে মুক্তির পথ খোঁজা। এই বিষয়কে ব্যক্ত করার জন্য কবি যে জ্ঞান, রস ও অলংকারের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন তার আবেদন পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

কবিতাটির উপস্থাপনা সহজ ও সুন্দর—তা সরাসরি পাঠকের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। কবি তাঁর সিদ্ধান্তকে সরাসরি পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে প্রতিবাদী চেতনা। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্রসাধনার দিকটিকে কবি মেনে না নিয়ে যথার্থ মুক্তির পথ কোথায় তার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মর্ত্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনে ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দলীলা তার মধ্যেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়, জীবনের সহস্র বন্ধন স্বীকার করেই যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—তার জন্য যে যোগাসনে বসতে হয় না—এই চিরন্তন শাশ্বত সত্যটিকে ঋষি কবি আমাদের জানিয়েছেন। আসলে সীমার মাঝে অসীমকে সাধনার যে পথ তাকেই আলোচ্য কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

এই বক্তব্যকে পরিবেশন করেছেন ৮+৬=১৪ মাত্রার মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ২ ২

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি/সে আমার নয় (৮/৬)

শুধু ছন্দ নয়, অলংকারের সজ্জায় কবিতার আঙ্গিককে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিরোধাভাস অলংকারের সাহায্যে আপাত বিরোধের মধ্যেও সাদৃশ্যকে উপস্থাপিত করেছেন—

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

প্রদীপ জ্বালাতে গেলে যেমন ভাল করে সলতে পাকাতে হয় তেমনি কাব্যের কথাশরীরকে কাব্যরসের উপযোগী করে নির্মাণ করতে হয়। কবিতার কথাশরীর নির্মাণের জন্য শব্দচয়নের

সার্থকতা লক্ষ করার মতো। যেমন—'মহানন্দময়', 'মুক্তি', 'নানা বর্ণ- গন্ধময়', 'বৈরাগ্য সাধনে', 'মন্দিরমাঝে' ইত্যাদি। সব মিলিয়ে কবিতার আঙ্গিক ও প্রকরণের গঙ্গাযমুনা মিশ্রণ ভাব-সৌন্দর্যের আকর।

তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতার অন্তর্গত। রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যময় আলোচ্য লাইনগুলি বাংলা কাব্যে জগতে চিরন্তন হয়ে রয়েছে।

মানুষ মুক্তির পথিক, সে মুক্তি পেতে চায়। সেজন্য বৈরাগ্যের সাধনায় ব্রতী হয়। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যথার্থ মুক্তি বৈরাগ্যের মধ্যে নেই, যেখানে অসংখ্য বন্ধন, মানুষে মানুষে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন, সেই আনন্দময় জগতে যথার্থ মুক্তির স্বাদ লাভ করা যায়।

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই জগৎকে মায়া, মরীচিকা বলে ভাবেন। তারা ভাবেন এই সংসার মায়াময়। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন-অর্থ-সম্পদ—সবই মায়াময়। তাই তাঁরা সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য গ্রহণ করে। এই বৈরাগ্যের মাধ্যমে তাঁরা মুক্তি পাবেন এই কামনায় তীর্থে গমন করেন, সংসারকে ত্যাগ করেন। কিন্তু এভাবে মুক্তি আসে না। এ-তো পলায়নপর মনোবৃত্তি। বৈরাগ্য তো নিজের মুক্তির জন্য। অথচ মনুষ্যত্বের মুক্তি তো সাধারণ মানুষের সেবার মাধ্যমে। জীবের সেবার মাধ্যমেই তো ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এজন্য কর্ম করার প্রয়োজন। যথার্থ কর্মের মাধ্যমেই আসে মুক্তি। মনুষ্যত্বের সাধনার মাধ্যমে আত্মার মুক্তি-ই কামনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে পরাধীন ভারতবর্ষে মানবতার অবমাননা কবিকে পীড়িত করায় কর্মযজ্ঞে সামিল হতে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

অপূর্ব শব্দবন্ধনে, কর্মময় জীবনের মাধ্যমে, প্রেম-প্রীতিময় সংসারের সহস্র বন্ধনে মুক্তির সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ছন্দের হিল্লোলে মাধুর্যলাভ করেছে।

(খ) "প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'নৈবেদ্য'র ৩০ সংখ্যক কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিতে রবীন্দ্র জীবনানুভবের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঔপনিষদিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—'ঈশাবাস্য মিদং সর্বং' সেজন্য 'তোমার মন্দির মাঝে', 'তোমারি শিখায়' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ 'তোমার মন্দির মাঝে' কাব্যাংশটির দ্বারা এই বিশ্বচরাচর জগৎ সংসারকে বিশ্ববিধাতার সংসাররূপে উপলব্ধি করেছেন। সেইভাবে এই জগৎ সংসারকে বিধাতার আলোয় আলোকিত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝে অসীমকে, রূপের মাঝে অরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বারে বারে। তাঁর সেই ভাবই অভিব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে। আসলে মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে তিনি চেয়েছিলেন সীমার মধ্যে অসীমের আলোকে জাগ্রত করতে। এই আলোকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কবি চেয়েছিলেন ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্যে অবিচল থেকে তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই আলোকবর্তিকাকে সামনে রেখে তাঁরই সৃষ্ট গৃহাঙ্গণে অসংখ্য বন্ধনময় সংসারে আলোক-শিখাকে উজ্জ্বল করা। এক আলোর শিখা লক্ষ আলোর শিখা হয়ে উঠুক—একথা শুধু নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানেও বলেছেন—

তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।

(গ) ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতার অবিস্মরণীয় এই পঙ্‌ক্তি কয়টি রবীন্দ্র জীবনানুরাগের সংরাগে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। একদিকে স্থির লক্ষ্য অন্যদিকে সেই লক্ষ্য ও আদর্শের অনুগামী অবিচল ভক্তি ও কর্মস্পৃহা ব্যক্ত হয়েছে এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে।

যোগমার্গের পথিকরা এই জগৎকে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ হিসেবে মনে করে যোগসাধনার দ্বারা তার থেকে মুক্তি পেতে চান। সেজন্য পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে এই বস্তু জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগসাধনায় আত্মমগ্ন থাকতেন—এই পথের পথিকরা। রবীন্দ্রনাথ যোগসাধনার পথিক নন বলেই, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই পথ তাঁর পথ নয়। কারণ এই পার্থিব সৌন্দর্যের আকর্ষণ, তার দৃশ্য, গন্ধ, গানের মাধুর্য কবিকে আনন্দ দেয়। সেই আনন্দকে কবি ঈশ্বরের আনন্দ রূপেই উপলব্ধি করতে চান। তাই তো শেষ বয়সে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

(ঘ) মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই পঙ্‌ক্তি দুটিতে জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে। জীবনবাদী কবির জীবনের প্রাণ প্রাচুর্য কবিতাটির মধ্যে ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের মধ্যে মুক্তির পথ না খুঁজে সংসারের মায়া মোহ ও বন্ধনের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। কবি জানতেন সংসারের আকর্ষণ ছিন্ন না করে শুধুমাত্র বৈরাগ্যের ঝুলিকে আঁকড়ে ধরলে হবে না। যে ফল পাকে, সেই ফলই স্বাভাবিকভাবে বৃন্ত থেকে স্খলিত হয়ে যায়। তেমনি সাংসারিক বন্ধনের নিগড়ে

মায়া মোহ চরিতার্থ হলেই তো যথার্থ মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। সেজন্য কবি মোহকে মুক্তির সোপান বলেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রেম যখন ভক্তি হয়ে ওঠে, প্রেমের প্রদীপশিখা যখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে অপরকে আলোকিত করে—তার কথাই ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাই বলেছেন—'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা'। সেজন্য প্রেম-প্রীতির সংসারের আকর্ষণকে তিনি শ্রেয় মনে করেছেন।

শব্দার্থ

- মুক্তি—বন্ধনহীনতা।
- মহানন্দময়—মহৎ আনন্দময়।
- অসংখ্য বন্ধন-মাঝে—পার্থিব জীবনে সুখ-দুঃখময় সংসারে নানা প্রকার বন্ধনের মধ্যে থেকে।
- লভিব মুক্তির স্বাদ—মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করব।
- বসুধা—পৃথিবী।
- মৃত্তিকা—মাটি।
- অমৃত—সুধা, আনন্দধারা।
- অবিরত—সবসময়।
- বর্তিকা—বাতি, শিখা।
- নানা বর্ণগন্ধময়—বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধে পরিপূর্ণ।
- মন্দির মাঝে—গৃহ রূপ মন্দির, তার মাঝখানে থেকে।
- তোমারি শিখায়/তোমার মন্দির মাঝে—ঈশ্বরের আলোর নিশানায় গৃহের মাঝে কর্মের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা।
- রুদ্ধ—বদ্ধ।
- যোগাসন—ধ্যানের উপযোগী নির্দিষ্ট আসন।
- রবে—থাকবে।
- মোহ—ছয়টি রিপুর মধ্যে একটি।

টীকা

- **বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়**—ভারতীয় দর্শনে মুক্তির কথা বলা হয়েছে সেই মুক্তি পেতে বৈরাগ্য সাধনার প্রয়োজন নেই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মসাধকরা জীবন বৈরাগী। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের বৈরাগ্যময় জীবন কামনা করেননি।
- **বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি**—মাটির পৃথিবীতে স্নেহ-প্রীতি সম্পর্কের যে জীবনধারা
- **ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন**—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে নীরস বিশুদ্ধ ধর্মসাধনার প্রতি কবির অনাগ্রহ।

- **মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া**—এই পার্থিব সংসারে স্নেহ প্রেম পূর্ণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ-ই মুক্তি রূপে প্রতিফলিত হবে।
- **প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া**—মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের বন্ধনই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরূপে প্রতিফলিত হতে থাকবে।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'বৈরাগ্য' সাধনে মুক্তি....'—'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?
(ক) ৬৪ সংখ্যক □ (খ) ৭২ সংখ্যক □
(গ) ৩০ সংখ্যক □ (ঘ) ৯২ সংখ্যক □

২। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি...', কোন্ রীতির কবিতা?
(ক) পয়ার □ (খ) মুক্তক □
(গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা □ (ঘ) গদ্য কবিতা □

৩। 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়....'—কোন্ কবিতার অংশ?
(ক) 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' □ (খ) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' □
(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' □ (ঘ) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থ লোভ' □

৪। 'লভিব মুক্তির স্বাদ'....কবির কাঙ্ক্ষিত মুক্তি হল—
(ক) জগৎ-সংসার থেকে নিষ্কৃতি □
(খ) সংসারের মধ্যে আনন্দময়ের সাযুজ্য লাভ □
(গ) বন্দীদশা থেকে চিরমুক্তি □
(ঘ) ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ □

৫। 'এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি'— 'বসুধা' শব্দের অর্থ হল—
(ক) পর্বত □ (খ) পৃথিবী □
(গ) প্রদীপ □ (ঘ) বাতি □

৬। মুক্তি রূপে কি জ্বলে উঠবে?
(ক) মোহ □ (খ) বসুধা □
(গ) প্রেম □ (ঘ) ভক্তি □

৭। 'এই বসুধার—পাত্রখানি'—শূন্যস্থান পূরণ করো।
(ক) মৃত্তিকার □ (খ) মুক্তির □
(গ) মন্দির □ (ঘ) ভক্তির □

৮। 'সমস্ত সংসার মোর লক্ষবর্তিকায়'—'বর্তিকা' ও 'লক্ষবর্তিকা' শব্দদ্বয়ের অর্থ হল—
(ক) বাতি, অসংখ্য প্রদীপশিখা □ (খ) নিখিল, অসংখ্য আনন্দ □
(গ) প্রদীপ, অসংখ্য মুক্তি □ (ঘ) শিখা, অসংখ্য বন্ধন □

৯। 'তোমার মন্দির মাঝে'—'মন্দির' শব্দের বর্তমান ও প্রাচীন অর্থ লেখো।
(ক) দেবগৃহ, গৃহ □ (খ) গৃহ, দেবালয় □
(গ) ঘর, দেবতার অঙ্গন □ (ঘ) গৃহপ্রাঙ্গণ, ঘর □

১০। 'তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'— 'তার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? বা, আনন্দ কার মাঝে থাকবে?
(ক) দৃশ্য, গন্ধ, গানের □ (খ) শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের □
(গ) বাক্য, শব্দ, স্পর্শের □ (ঘ) দৃশ্য, শব্দ, গন্ধের □

১১। 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি...' কবিতাটি কোন্ ছন্দে রচিত?
(ক) মিশ্রকলাবৃত্ত □ (খ) কলাবৃত্ত □
(গ) দলবৃত্ত □ (ঘ) অমিত্রাক্ষর □

১২। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়' লাইনটি কোন্ অলংকারে রচিত?
(ক) ব্যাজস্তুতি □ (খ) উপমা □
(গ) বিরোধাভাস □ (ঘ) সমাসোক্তি □

১৩। 'মহানন্দময়/লভিব মুক্তির স্বাদ।'— 'মহানন্দময়' হল—
(ক) পৃথিবী □ (খ) দেবতা □
(গ) ঈশ্বর □ (ঘ) প্রদীপ □

১৪। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—৩০ সংখ্যক কবিতা অবলম্বনে এগুলি হল—
(ক) ইন্দ্রিয় □ (খ) রিপু □
(গ) নিয়ন্ত্রী □ (ঘ) কর্মেন্দ্রিয় □

১৫। সৃত-মিত-আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি নিয়ে সংসারের যে বন্ধন—এককথায় বল ৩০ সংখ্যক কবিতা অবলম্বনে—
(ক) অসংখ্য বন্ধন □ (খ) লক্ষবর্তিকা □
(গ) অমৃত □ (ঘ) যোগাসন □

১৬। 'সে নহে আমার'—'আমার' হল—
(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □
(গ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর □ (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর □

১৭। কবি অসংখ্য বন্ধন মাঝে কি লাভ করবেন?
(ক) বিষাদের স্বাদ □ (খ) মুক্তির স্বাদ □
(গ) রূপ-রস-প্রাণ □ (ঘ) জগৎ সংসার □

১৮। ৩০ সংখ্যক কবিতা অবলম্বনে একটি রিপু হল—
(ক) মাৎসর্য □ (খ) মোহ □
(গ) লোভ □ (ঘ) ঋণ □

১৯। 'প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া'— কত সংখ্যক কবিতার শেষ লাইন?
(ক) ৩০ সংখ্যক □ (খ) ৬৪ সংখ্যক □
(গ) ৭০ সংখ্যক □ (ঘ) ৭২ সংখ্যক □

২০। 'তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত...'—'তোমার' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) ঈশ্বরকে □ (খ) পৃথিবীকে □
(গ) লক্ষবর্তিকাকে □ (ঘ) মুক্তিকে □

২১। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়'—কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি কোনটি?
(ক) প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া □
(খ) মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া □
(গ) তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে □
(ঘ) মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার □

২২। 'রুদ্ধ করি যোগাসন,...'—'রুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল—
(ক) বন্ধ □ (খ) সন্ধি □ (গ) ক্রুদ্ধ □ (ঘ) অবাক □

২৩। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার/রুদ্ধ করি যোগাসন'—ইন্দ্রিয় কয়টি?
(ক) ৩ টি □ (খ) ৪ টি □ (গ) ৫ টি □ (ঘ) ৬ টি □

২৪। 'যোগাসন' শব্দের অর্থ হল—
(ক) নিদ্রাভঙ্গ □ (খ) বিশ্রাম করা □
(গ) ধ্যানের উপযোগী নির্দিষ্ট আসন □ (ঘ) ব্যায়াম করা □

২৫। 'এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি'—'বসুধা' শব্দের প্রতিশব্দ লেখ।
(ক) নিখিল □ (খ) প্রদীপ □
(গ) বাতি □ (ঘ) মৃত্তিকা □

২৬। মোহ কিভাবে জ্বলে উঠবে?
(ক) ভক্তি রূপে □ (খ) মুক্তি রূপে □
(গ) ইন্দ্রিয় রূপে □ (ঘ) মৃত্তিকা রূপে □

২৭। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি'—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) যা দিয়ে পদার্থের জ্ঞান, অন্ত বা কর্ম সাধনা করা যায় □
(খ) আমাদের কর্ম শক্তি □
(গ) আমাদের দৃষ্টিশক্তি □ (ঘ) আমাদের শ্রবণ শক্তি □

২৮। 'বর্তিকা' কথাটির অর্থ হল—
(ক) বাতি □ (খ) গোলাকার বস্তু □
(গ) আবর্তন □ (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় □

২৯। '—মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া'।—শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) আনন্দ □ (খ) প্রেম □
(গ) মুক্তি □ (ঘ) মোহ □

৩০। '—মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া'—শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) আনন্দ □ (খ) মোহ □
(গ) প্রেম □ (ঘ) মুক্তি □

৩১। 'লভিব মুক্তির স্বাদ'—স্বাদটি কেমন?
(ক) বর্ণগন্ধময় □ (খ) মহানন্দময় □
(গ) জ্বালাময় □ (ঘ) ভাবময় □

৩২। বসুধার যে পাত্রখানি কবি ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেই পাত্রখানি কেমন?
(ক) সোনার □ (খ) মৃত্তিকার □
(গ) লোহার □ (ঘ) তামার □

৩৩। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি', সে কার নয়?
(ক) তোমার □ (খ) আমার □
(গ) মনের □ (ঘ) চেতনার □

৩৪। 'মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি'—কীভাবে ভরার কথা বলা হয়েছে কবিতাটিতে?
(ক) একবার □ (খ) সহস্রবার □
(গ) বারম্বার □ (ঘ) শতবার □

৩৫। ভর্তি পাত্রে বারবার কী ঢালার কথা বলা হয়েছে?
(ক) অমৃত □ (খ) সোনা □
(গ) রুপো □ (ঘ) তাম্বুল □

৩৬। 'তোমার অমৃত ঢালি দিবে—' শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) অবিরত □ (খ) অনন্তকাল □
(গ) সহস্রবার □ (ঘ) বারম্বার □

৩৭। 'তোমার আনন্দ' কোথায় থাকবে?
(ক) তার শুরুতে □ (খ) তার মাঝখানে □
(গ) তার শেষে □ (ঘ) তার কাছে □

৩৮। 'জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি' কোথায়?
(ক) শিখায় □ (খ) পৃষ্ঠদেশে □
(গ) মধ্যদেশে □ (ঘ) নিম্নদেশে □

৩৯। 'দৃশ্যে গন্ধে গানে' কী আছে?
(ক) আনন্দ □ (খ) মুক্তি □
(গ) মোহ □ (ঘ) ভক্তি □

উত্তরমালা

১। (গ) ৩০ সংখ্যক। ২। (গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ৩। (খ) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'। ৪। (খ) সংসারের মধ্যে আনন্দময়ের সাযুজ্য লাভ। ৫। (খ) পৃথিবী। ৬। (ক) মোহ। ৭। (ক) মৃত্তিকার। ৮। (ক) বাতি, অসংখ্য প্রদীপশিখা। ৯। (ক) দেবগৃহ, গৃহ। ১০। (ক) দৃশ্য, গন্ধ, গানের। ১১। (ক) মিশ্রকলাবৃত্ত। ১২। (গ) বিরোধাভাস। ১৩। (গ) ঈশ্বর। ১৪। (ক) ইন্দ্রিয়। ১৫। (ক) অসংখ্য বন্ধন। ১৬। (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৭। (খ) মুক্তির স্বাদ। ১৮। (খ) মোহ। ১৯। (ক) ৩০ সংখ্যক। ২০। (ক) ঈশ্বরকে। ২১। (ক) প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। ২২। (ক) বন্ধ। ২৩। (গ) ৫ টি। ২৪। (গ) ধ্যানের উপযোগী নির্দিষ্ট আসন। ২৫। (ক) নিখিল। ২৬। (খ) মুক্তি রূপে। ২৭। (ক) যা দিয়ে পদার্থের জ্ঞান, অন্ত বা কর্ম সাধনা করা যায়। ২৮। (ক) বাতি। ২৯। (খ) প্রেম। ৩০। (খ) মোহ। ৩১। (খ) মহানন্দময়। ৩২। (খ) মৃত্তিকার। ৩৩। (খ) আমার। ৩৪। (গ) বারম্বার। ৩৫। (ক) অমৃত। ৩৬। (ক) অবিরত। ৩৭। (খ) তার মাঝখানে। ৩৮। (ক) শিখায় ৩৯। (ক) আনন্দ।

নৈবেদ্য

৬৪ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের শেষ ভাগে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল, তার এক ইতিহাস দিয়েছেন সমালোচক নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে—"১৮৮৬তে ট্রান্সভালে বোয়ারে স্বর্ণখনি আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিকদের আগমন, সামান্য অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বোয়ার প্রজাতন্ত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া—যা বোয়ার যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) নামে পরিচিত। প্রথমে বোয়ার কৃষকদের জয় হলেও অবশেষে ইংল্যান্ডের কাছে তাদের পরাজয়। অপরদিকে প্রাচ্য ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মহাচীনকে ভাগাভাগি করে নিতে ব্যস্ত হওয়া, ১৮৯৭তে জার্মানির চীনের 'কিয়াচো' অংশ দখল, রাশিয়ার চীনের কাছে পোর্ট আর্থার দাবী; ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের দক্ষিণ ও মধ্য চীনে খানিকটা আধিপত্য বিস্তার; আমেরিকার ফিলিপাইন গ্রীস ও চীনের কাছে 'বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করার' দাবী, সাম্রাজ্যবাদীদের এই উন্মত্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৮৯৯-১৯০১) এবং এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি শক্তিগুলির একযোগে চীন আক্রমণ।" পাশ্চাত্য

সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার এই সংঘাতের চিত্র স্মরণে রেখে কবি এই ৬৪ সংখ্যক কবিতা রচনা করেছিলেন।

আর এক সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে ৬৪ ও ৬৫ সংখ্যক কবিতার উৎস সম্বন্ধে বলেছেন—"এই দুইটি সনেট বোয়ার যুদ্ধের সময় লেখা। ১৯০০ সালে বোয়ার যুদ্ধ হয়। সেইজন্য শতাব্দীর সূর্যাস্তের কথা বলা হইয়াছে। ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রতি ওলন্দাজ উপনিবেশী বোয়ারেরা অন্যায় অত্যাচার করিতেছে এই অজুহাতে ইংল্যান্ডে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরে পররাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাকে কবি নিন্দা করিতেছেন।"

শতাব্দীর অন্তে সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত দানবিকতা ও দস্যুবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে গভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। সেই সময়ে প্রকাশিত 'রাজা ও প্রজা' প্রবন্ধে তিনি তাই লিখেছিলেন—"অতএব ইংরাজ আমাদের সহিত কেবল ইংরাজের মতোই ব্যবহার করিতে পারেন; যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে, কোনোকালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে পরিণত হইতে পারিবে না। ....রাড্ইয়ার্ড কিপলিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে একটি বলদর্প মিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয়, মানব মধ্যে মধ্যে সভ্যতার শততন্তু নির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীব্র ক্ষমতা মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদম্ভ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে; তাহা ইংরাজের পক্ষে সাহিত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলন্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য।"

বিষয়বস্তু

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে পৌঁছে কবি উপলব্ধি করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতি বিশ্বব্যাপী যে বিভীষিকা তৈরি করেছে, তার পরিণতি ছিল অকল্যাণকর। মানুষের স্বার্থ, হিংসা, লোভ কীভাবে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছে তারই বাস্তবচিত্র কবিতাটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। শতাব্দীর সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় কবি দেখেছেন অন্ধকারের প্রতিধ্বনি, শুনেছেন হিংসার রাগিণী আর উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুর বিভীষিকা। সেদিনের সভ্যতা যেন কালনাগিনীর বিষবাষ্পে পৃথিবীকে জর্জরিত করেছিল। সুন্দর পৃথিবী জুড়ে স্বার্থ আর লোভের হানাহানি কবিকে পীড়িত করেছিল। ধর্মের নামে অধর্ম, জাতিপ্রেমের নামে উগ্রতায় কবি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আরো দুঃখের হল, সে সময়ে তিনি দেখেছিলেন ইংল্যান্ডে কিপ্লিঙ প্রভৃতি কবিদল বোয়ার যুদ্ধে বিদ্বেষ জাগাতে উত্তেজক কবিতা লিখে চলছিল। অথচ কবিরা সত্য, সুন্দর ও আনন্দের উপাসক। পাশ্চাত্যের কবিরা সেই সত্য ও সুন্দরের জয়গান না করে যুদ্ধের স্বপক্ষে যে কবিতা রচনা করেছিল তাকে কবি 'শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি' নামে অভিহিত করে কবিতার উপসংহার টেনেছেন।

ভাবসৌন্দর্য/কাব্যসৌন্দর্য

কবিতাটির ভাবসৌন্দর্য নিহিত রয়েছে কবির ভাবনায়। যে ভাবনায় কবি বুঝেছিলেন মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু মানে সভ্যতার অধোগমন। সুতরাং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতি, উগ্র জাতিপ্রেমের নামে হানাহানি, হিংসা ও লোভের উগ্রতা কবিকে যে ভাবনায় ভাবিত করেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ এই কবিতাটিতে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"সংসারে একমাত্র যাহা বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। ....সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে যুগসঞ্চিত বেদনা চতুর্দশ পঙ্ক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তৎসম শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, অনুপম চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ও সুষম ছন্দোবন্ধে কবিতাটির আঙ্গিক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুগভীর ভাব সমৃদ্ধ কবি প্রকাশ করেছেন সনেটের রূপ-রীতিতে। বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলতে অলংকরণের নৈপুণ্য, সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার, নামধাতুর প্রয়োগ, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের তান প্রাধান্য লক্ষণীয়।

কবিতাটির শুরু হয়েছে শতাব্দীর অন্তিম লগ্নের বাস্তব তথ্য দিয়ে। হিংসার উৎসব, অস্ত্রে অস্ত্রে সংগ্রামের ঝংকার প্রভৃতির বর্ণনা বেশ জীবন্ত। সভ্যতার নামে অসভ্যতার স্বরূপ কবির প্রতিবাদী কলমে নিঃসৃত হয় চিত্রকল্পের মাধ্যমে—'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী/তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে/গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।" যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে কবিতাটির শুরু, তা মধ্য পথে এসে স্থিত হয়েছে স্পষ্ট ভাষণে, অন্যায়ের প্রতিবাদে—'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে/ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে/ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি/পঙ্কশয্যা হতে।' এরপর জাতিপ্রেমের উগ্রতার স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে এবং একেবারে উপসংহারে এসে একজন কবি হিসেবে সত্য সুন্দরের উপাসকরূপে পাশ্চাত্য কবিদের যুদ্ধে উসকানি দেওয়ার কবিতাকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন—'কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি/শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।'

কবিতাটির **ভাবগত কাব্যসৌন্দর্য** হল সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মনুষ্যত্বপীড়ক নীতি, যুদ্ধংদেহী মনোভাব, উগ্র স্বদেশপ্রেম, স্বার্থ ও লোভের উন্মত্ততা প্রভৃতির কাব্যময় প্রকাশে। ক্লাসিক গাম্ভীর্যে ও আর্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল ভাবঔদার্যে কবিতাটি অনবদ্য।

আঙ্গিকের সৌন্দর্য কবিতাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। যেমন—

(ক) তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ—'রক্তমেঘ-মাঝে', 'হিংসার উৎসবে', 'মরণের উন্মাদ রাগিণী', 'গুপ্ত বিষদন্ত', 'প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে' ইত্যাদি।

(খ) চিত্রকল্প প্রয়োগের সার্থকতা—

দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

(গ) অলংকারের প্রয়োগ নৈপুণ্য—শ্রুত্যনুপ্রাসের প্রয়োগ—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে ('ঝ' এবং 'জ')

(ঘ) পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহার—

'প্রলয়-মন্থন'—পুরাণ অনুসারে সমুদ্র মন্থনের সময় যে বিষ উত্থিত হয়েছিল, সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় হয়েছিলেন। সেখানে অমৃত লাভের জন্য লোভের যে উদগ্ররূপ দেখা গিয়েছিল তা কবিতাটির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) সুষম ছন্দোবন্ধে, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের সার্থক প্রয়োগে কবিতাটি অনবদ্য—

১ ১ ২ ২ ১১ ১১১ ১ ২
জাতিপ্রেম নাম ধরি,/প্রচণ্ড অন্যায় ৮/৬
১১১ ১ ১ ১ ১১ ১ ২ ১ ২
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে/বলের বন্যায়। ৮/৬

(চ) সনেটের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির বন্ধনে ও মিল বিন্যাসে কবিতার অনুপম মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

মিলবিন্যাস—ক ক, খ খ, গ গ, ঘ ঘ, ঙ ঙ, চ চ, ছ ছ।

তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) শতাব্দীর সূর্য আজি, রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি এটি। আলোচ্য অংশে উনবিংশ শতাব্দীর বিদায়ক্ষণে ফেলে আসা ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। শতাব্দীর শেষে সারা শতাব্দীর সালতামামি করতে চাইছেন কবি।

কেননা উনবিংশ শতাব্দী এমন সময়ে শেষ হয়েছে যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা আফ্রিকায় বুওর কৃষকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই বুওর যুদ্ধ আগামী শতাব্দীর এক ভয়াবহ মানবিক সংকট ও সভ্যতার অবসানের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ বিংশ শতকের শুরুতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

'রক্তমেঘ' শব্দটিকে কবি সমকালীন জীবনের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই প্রেক্ষাপট মানবাত্মা তথা মনুষ্যত্বের বিপর্যয়ের। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্পর্ধিত চেহারা দেখে স্বাভাবিকভাবেই মানবতার পূজারী কবি আতঙ্কিত। সেই আতঙ্কের স্পর্শ কবিতার এই পঙ্‌ক্তিতে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নতুন শতাব্দী আসন্ন অন্ধকারের আগমন বার্তারই ইঙ্গিত বহন করে। কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোভ লালসা, নিষ্ঠুর বর্বরতা এবং নির্লজ্জ স্বার্থমগ্নতা সমগ্র মানবসভ্যতাকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত। সে কথাই ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত হয়েছে আলোচ্য অংশে।

(খ) দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

আলোচ্য অংশটি 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতার অন্তর্গত।

আলোচ্য অংশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে নখদন্তময় কুটিল মূর্তি কবিকে ব্যথিত করেছিল, তা-ই ব্যক্ত হয়েছে এই চিত্রকল্পটির মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বাজার দখলের লড়াইয়ে কি কদর্য বর্বরতা ও পারস্পরিক হানাহানি। বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির ঐশ্বর্যের অধিকার নিয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নির্লজ্জ স্বার্থপরতা—যা কালনাগিনীর গুপ্ত বিষদন্তের সঙ্গে তুলনীয়। সাপের বিষ কিন্তু তার বিষদাঁতে থাকে না, লুক্কায়িত বিষ দংশনের পর প্রয়োগ করে। তেমনি এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও কুটিল সর্পের মতো। যারা হিংসা, বিদ্বেষ ও শঠতার দ্বারা বিশ্বকে জয় করতে চায়—এজন্য 'কুটিল ফণা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'দয়াহীন' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য হল—এই অশুভ শক্তির কাছে মনুষ্যত্বের অবমাননা, তথা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং, কবি চেয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা মনুষ্যত্ব বিনাশক এই কুটিল বৃত্তি ত্যাগ করুক।

(গ) স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
শঙ্কশয্যা হতে।

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতার অন্তর্গত এই অংশটি।

অংশটিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন, বর্বর, আগ্রাসী ও সুবিধাবাদী নীতি কিভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে, তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি।

ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির দেশ দখলের যে লড়াই তাতে যে স্বার্থের সংঘাত তা আসলে 'সভ্যবেশী নির্লজ্জতার প্রতীক।' যে কোন স্বার্থপর জাতি তাদের স্বার্থপরতা কায়েম করার জন্য এগিয়ে গেলে তার সঙ্গে আর এক স্বার্থপর জাতির সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামের কারণ স্বার্থ এবং অতিরিক্ত লোভ। লোভ যখন তীব্র হয় তখন ভদ্রতার মুখোশ খুলে যায়, লজ্জা চলে যায়, থেকে যায় শুধু হিংসা ও প্রতিহিংসার চালচিত্র। রবীন্দ্রনাথ এখানে সমুদ্র মন্থনের রূপকে স্বার্থের সংঘাত ও লজ্জা সরম ত্যাগ করে লোভের প্রকাশকে ধ্বনিত করেছেন। যা মানবতাবাদী কবিকে পীড়িত করেছিল। কারণ উপনিবেশ দখল ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম যে ভয়াবহ তা কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

(ঘ) জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ 'নৈবেদ্য'র ৬৪ সংখ্যক কবিতা থেকে উৎকলিত।

কবি আলোচ্য অংশে জাতিপ্রেমের নাম ধরে উগ্রতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। স্বদেশপ্রেমের নামে মানবিক ধর্মবোধ বিনষ্ট হওয়াকে কবি সহ্য করতে পারেন নি।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বুওর যুদ্ধ এবং তারপর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আফ্রিকাকে ভাগ করে নেবার অভিসন্ধি। এই অভিসন্ধির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল অন্ধ উগ্র সংকীর্ণ জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। ইউরোপীয় শক্তিগুলির এক এক জন আবার অপরকে নিম্নজাতি মনে করে অন্যায় লড়াইতে অবতীর্ণ হত। ফলে বহু রাষ্ট্রে জাতিগত সংকীর্ণ অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে একে অপরের সঙ্গে স্বার্থের কারণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যেমন, জার্মানিরা মনে করত টিউটোনিক জাতিরা সর্বোৎকৃষ্ট, ইংরেজরা মনে করত অ্যাংলো স্যাক্সন জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, রুশীয়রা মনে করত শ্লাভ জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এভাবে একে অপরে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায়, দেশপ্রেমের নামে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল অধর্ম—যা মানবতার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। সেকথা রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য অংশে ব্যক্ত করেছেন।

শব্দার্থ

- **শতাব্দীর সূর্য**—উনবিংশ শতকের শেষ প্রহরের অস্তমিত সূর্য।
- **আজি**—বিংশ শতাব্দীর শুরুতে।
- **হিংসার উৎসব**—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংসের তাণ্ডব।
- **মরণের উন্মাদ রাগিণী**—মরণ লীলায় মত্ত যে সুর।
- **ভয়ঙ্করী**—মারণযজ্ঞের বিভীষিকা।
- **দয়াহীন**—নির্দয়।
- **প্রলয়মন্থন**—প্রলয় সৃষ্টিকারী যে আলোড়ন বা বিক্ষোভ।
- **ভদ্রবেশী বর্বরতা**—ভদ্রতার মুখোশ পরা যে অসভ্য আচরণ বা নিষ্ঠুরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শাসনের আড়ালে শোষণের যে নগ্ন চিত্র।
- **পঙ্কশয্যা**—পাঁকের শয্যা।
- **লজ্জা শরম তেয়াগি**—লাজলজ্জা ত্যাগ করে।
- **চীৎকারিছে**—চিৎকার করছে (নামধাতু)।
- **কাড়াকাড়ি-গীতি**—কাড়াকাড়ি, মারামারি নিয়ে গান রচনা।

টীকা

- **রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল**—উনবিংশ শতাব্দীর রক্তাক্ত অধ্যায়ের অবসানকে এর দ্বারা ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার করাল গ্রাসে কত মানুষের রক্তে রঞ্জিত সভ্যতার শেষ প্রহর বোঝাতে গিয়ে কবির এই উক্তি।
- **অস্ত্রে অস্ত্রে**—সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের ঝনঝনি।
- **সভ্যতানাগিনী**—সভ্যতাকে কালনাগিনী অর্থাৎ বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সভ্যতা মানুষকে অগ্রগতির পথে না নিয়ে গিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় তার প্রতি কবির এই আক্ষেপোক্তি।

- **তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে**—অমানবিক কালনাগিনী সভ্যতা। হঠাৎ যেন ছোবল মারার জন্য তার বিষাক্ত কুটিল ফণা বিস্তার করেছে।
- **গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে**—সাপের বিষদাঁতে বিষ থাকে না। কিন্তু ছোবল মারার আগে বিষথলি থেকে বিষ দাঁতের কাছে নিয়ে আসে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বরূপও তাই। সভ্যতার অগ্রগতির নামে তাদের লোভ-লালসাকে প্রকাশ করছে।
- **স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত**—জগৎ জুড়ে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও হানাহানি।
- **লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম**—সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করতে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তার কারণ লোভ ও আগ্রাসী ঔপনিবেশিক নীতি।
- **জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়**—অন্ধ জাতিপ্রেমের নাম ধরে অন্যায় ও অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। জাতিপ্রেমের নামে উগ্রতা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি।
- **ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়**—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার ক্ষমতার দ্বারা মানবিক ধর্মকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়।
- **শ্মশানকুক্কুর**—শ্মশানে খাওয়ার লোভে সমবেত চিৎকাররত কুকুরেরা।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'শতাব্দীর সূর্য আজি....'—'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?
(ক) ৬৪ সংখ্যক □ (খ) ৭৪ সংখ্যক □
(গ) ৮৪ সংখ্যক □ (ঘ) ৯৪ সংখ্যক □

২। 'শতাব্দীর সূর্য আজি...'—কোন্ শতাব্দীর কথা বলা হয়েছে?
(ক) অষ্টাদশ শতাব্দী □ (খ) উনবিংশ শতাব্দী □
(গ) বিংশ শতাব্দী □ (ঘ) একবিংশ শতাব্দী □

৩। 'শতাব্দীর সূর্য আজি....' কোন্ রীতির কবিতা?
(ক) পয়ার □ (খ) মুক্তক □
(গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা □ (ঘ) গদ্য কবিতা □

৪। 'শতাব্দীর সূর্য আজি...' কোন্ প্রেক্ষাপটে রচিত?
(ক) সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি □ (খ) ধনতন্ত্রবাদের নীতি □
(গ) গণতন্ত্রবাদের নীতি □ (ঘ) জনগণতান্ত্রিক নীতি □

৫। 'শতাব্দীর সূর্য আজি....' কবিতাটি কোন্ বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত?
(ক) যুদ্ধ বিরোধী অবস্থা □ (খ) বুওর যুদ্ধ ও চীনের কিয়াচো অংশ দখল □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি □ (ঘ) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা □

৬। 'শতাব্দীর সূর্য আজি....' কবিতাটি রচিত হয়েছিল—
(ক) ১৯০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর □
(খ) ১৯০১ সালের ৩০শে নভেম্বর □
(গ) ১৯০৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর □
(ঘ) ১৯০৪ সালের ২৫শে এপ্রিল □

৭। 'স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত'—কোন্ কবিতার অংশ?
(ক) ৬৪ সংখ্যক □ (খ) ৭৪ সংখ্যক □
(গ) ৮৪ সংখ্যক □ (ঘ) ৯৪ সংখ্যক □

৮। 'লজ্জা শরম তেয়াগি'—'তেয়াগি' শব্দের গদ্যরূপ ও 'শরম' শব্দের অর্থ বল।
(ক) ত্যাগ করি, লাজলজ্জা □ (খ) গ্রহণ করি, কুকাজ □
(গ) আবাহন করি, ভালো কাজ □ (ঘ) অন্যায় করি, সুন্দর কাজ □

৯। 'হিংসার উৎসবে আজি বাজে'—'হিংসা' শব্দের বিপরীত শব্দ হল—
(ক) অহিংসা □ (খ) অসম্মান □
(গ) উন্মাদ □ (ঘ) দয়াহীন □

১০। 'ধর্মেরে ভাসাতে চায়...'—কিসের দ্বারা ভাসাতে চায়?
(ক) রক্তের বন্যায় □ (খ) যুদ্ধের দ্বারা □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা □ (ঘ) সাপের বিষ দাঁত দ্বারা □

১১। 'মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ংকরী'— মরণের উন্মাদ রাগিণী কোথায় বাজছে?
(ক) অস্ত্রে অস্ত্রে □ (খ) স্বার্থে স্বার্থে □
(গ) লোভে লোভে □ (ঘ) তীব্র বিষে □

১২। 'তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে'—কে কুটিল ফণা তুলেছে?
(ক) দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী □ (খ) স্বার্থে স্বার্থে □
(গ) অস্তমিত সূর্য □ (ঘ) শ্মশানকুক্কুর □

১৩। শ্মশানে সমবেত চিৎকাররত কুকুরেরা—৬৪ সংখ্যক কবিতা অবলম্বনে এককথায় বল।
(ক) শ্মশানকুক্কুর □ (খ) ভয়ঙ্করী □
(গ) হিংসার উৎসব □ (ঘ) গুপ্ত বিষদন্ত □

১৪। 'দয়াহীন সভ্যতানাগিনী'—সভ্যতানাগিনীর সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?
(ক) বিষধর সর্প □ (খ) যুদ্ধের □
(গ) স্বার্থের □ (ঘ) অস্তমিত সূর্যের □

১৫। 'রক্তমেঘ-মাঝে', 'হিংসার উৎসবে', 'মরণের উন্মাদ রাগিণী', 'গুপ্ত বিষদন্ত', 'প্রলয় মন্থন-ক্ষোভে'—প্রভৃতি শব্দগুলি কোন্ জাতীয় শব্দের অন্তর্গত?
(ক) তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দ □ (খ) তদ্ভব শব্দ □
(গ) দেশি শব্দ □ (ঘ) আগন্তুক শব্দ □

১৬। 'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়'—কোন্ ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে?
(ক) মিশ্রকলাবৃত্ত □ (খ) কলাবৃত্ত □
(গ) স্বরবৃত্ত □ (ঘ) পয়ার □

১৭। '....কাড়াকাড়ি-গীতি'—কাদের কাড়াকাড়ি গীতের কথা বলা হয়েছে?
(ক) শ্মশানকুক্কুরদের □ (গ) অস্ত্রে অস্ত্রে □
(গ) স্বার্থে স্বার্থে □ (ঘ) লজ্জা শরমে □

১৮। 'কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি'— কবিদল হল—
(ক) ইংল্যান্ডের রাড্ইয়ার্ড কিপলিং □
(খ) চীনের হো-চি-মিন □
(গ) পাকিস্তানের মোস্তাফা সিরাজ □
(ঘ) ভারতের ইউসুফ মালালা □

১৯। 'শতাব্দীর সূর্য আজি'—কবিতাটিতে কোন্ অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে?
(ক) শ্রুত্যনুপ্রাস □ (খ) যমক □
(গ) ব্যতিরেক □ (ঘ) সমাসোক্তি □

২০। 'দয়াহীন সভ্যতানাগিনী'—'সভ্যতা' শব্দের সঙ্গে 'দয়াহীন' ও 'নাগিনী' শব্দ দুটির তাৎপর্য হল—
(ক) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার নৃশংসতা □ (খ) স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত □
(গ) অস্তমিত সূর্যের রূপ □ (ঘ) লজ্জাশরম ত্যাগ করে □

২১। '৬৪ সংখ্যক' কবিতার শেষ লাইন হল—
(ক) কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি □
(খ) শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি □
(গ) স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত □
(ঘ) লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম □

২২। 'শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধোন্মাদনা □
(খ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংসা □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উন্মাদনা □
(ঘ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎসব □

২৩। 'সভ্যবেশি নির্লজ্জতার' পরিণতি কী?
(ক) বুওর যুদ্ধ □ (খ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন □
(গ) স্বাধীনতা আন্দোলন □ (ঘ) অন্য কোন ঘটনা □

২৪। 'হিংসার উৎসবে আজি বাজে'—'হিংসার উৎসব' হল—
(ক) বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংসের তাণ্ডব □
(খ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংসা □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উন্মাদনা □
(ঘ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎসব □

২৫। 'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়'—'জাতিপ্রেম' শব্দটি কী অর্থে এখানে ব্যবহৃত?
(ক) উগ্র জাতীয়তাবোধ □ (খ) সাম্রাজ্যবাদ □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি □ (ঘ) বুওর যুদ্ধ □

২৬। 'গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে'—কার কথা বলা হয়েছে?
(ক) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার লোভ-লালসা □
(খ) সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি □
(গ) বলের বন্যায় □
(ঘ) অস্ত্রের কথা □

২৭। 'ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়'—'ধর্ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) মানবিক ধর্ম □ (খ) বৌদ্ধ ধর্ম □
(গ) খ্রিশ্চান ধর্ম □ (ঘ) জৈন ধর্ম □

২৮। 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে'।—'পঙ্কশয্যা' কী?
(ক) পাঁকের শয্যা □
(খ) পঙ্কিল মানসিকতা □
(গ) সভ্যতার বর্বরতা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ □
(ঘ) উপরের সবগুলি ঠিক □

২৯। ৬৪ সংখ্যক কবিতায় যে বুওর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা কোথায় হয়েছিল?
(ক) দক্ষিণ আফ্রিকায় □ (খ) দক্ষিণ কোরিয়ায় □
(গ) দক্ষিণ চীনে □ (ঘ) দক্ষিণ সুদানে □

৩০। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'শ্মশানকুক্কুরদের' প্রসঙ্গ এনেছেন?
(ক) ৩০ □ (খ) ৬৪ □
(গ) ৬৫ □ (ঘ) ৭০ □

৩১। 'শতাব্দীর সূর্য আজি' অস্ত গেল কোথায়?
(ক) রক্তমেঘ-মাঝে □ (খ) নীলমেঘ-মাঝে □
(গ) সাদামেঘ-মাঝে □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৩২। 'অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের' রাগিণী কেমন?
(ক) উন্মাদ □ (খ) ভীষণ □
(গ) প্রলয়ংকর □ (ঘ) বিভীষিকাময় □

৩৩। 'তার ভরি তীব্র বিষে' কীভাবে?
(ক) গুপ্ত বিষদন্ত □ (খ) গুপ্ত শরীর □
(গ) গুপ্ত অঙ্গ □ (ঘ) গুপ্ত হস্ত □

৩৪। 'স্বার্থে স্বার্থে'—কী বেধেছে?
(ক) সংঘাত □ (খ) সংগ্রাম □
(গ) যুদ্ধ □ (ঘ) লজ্জা □

৩৫। সংগ্রাম ঘটেছে কীভাবে?
(ক) লোভে লোভে □ (খ) অস্ত্রে অস্ত্রে □
(গ) স্বার্থে স্বার্থে □ (ঘ) মরমে মরমে □

৩৬। কী ধরনের বর্বরতা জেগে উঠেছে?
(ক) ভদ্রবেশী □ (খ) পঙ্কবেশী □
(গ) লজ্জাবেশী □ (ঘ) অস্ত্রবেশী □

৩৭। কোন্ নাম ধরে প্রচণ্ড অন্যায় করা হয়েছে?
(ক) জাতিপ্রেম □ (খ) কবিপ্রেম □
(গ) শিক্ষাপ্রেম □ (ঘ) গুপ্তপ্রেম □

৩৮। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'দয়াহীন সভ্যতানাগিনী'র প্রসঙ্গ এনেছেন?
(ক) ৩০ □ (খ) ৬৪ □
(গ) ৬৫ □ (ঘ) ৭০ □

৩৯। কারা 'চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি'?
(ক) কবিদল □ (খ) জাতিদল □
(গ) ধার্মিকদল □ (ঘ) রাজনৈতিক দল □

৪০। কী ত্যাগ করে জাতিপ্রেম নাম ধরার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ?
(ক) লজ্জা শরম □ (খ) নির্লজ্জ □
(গ) লাজুক ভাব □ (ঘ) বেপরোয়া ভাব □

উত্তরমালা

১। (ক) ৬৪ সংখ্যক। ২। (খ) উনবিংশ শতাব্দী। ৩। (গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ৪। (ক) সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি। ৫। (খ) বুওর যুদ্ধ ও চীনের কিয়াচো অংশ দখল। ৬। (ক) ১৯০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ৭। (ক) ৬৪ সংখ্যক। ৮। (ক) ত্যাগ করি, লাজলজ্জা। ৯। (ক) অহিংসা। ১০। (ক) বলের বন্যায়। ১১। (ক) অস্ত্রে অস্ত্রে। ১২। (ক) দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী। ১৩। (ক) শ্মশানকুকুর। ১৪। (ক) বিষধর সর্প। ১৫। (ক) তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দ। ১৬। (ক) মিশ্রকলাবৃত্ত। ১৭। (ক) শ্মশানকুক্কুরদের। ১৮। (ক) ইংল্যাণ্ডের রাডইয়ার্ড কিপলিং। ১৯। (ক) শ্রুত্যনুপ্রাস। ২০। (ক) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার নৃশংসতা। ২১। (খ) শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি। ২২। (ক) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধোন্মাদনা। ২৩। (ক) বুওর যুদ্ধ। ২৪। (ক) বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংসের তাণ্ডব। ২৫। (ক) উগ্র জাতীয়তাবোধ। ২৬। (ক) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার লোভ-লালসা। ২৭। (ক) মানবিক ধর্ম। ২৮। (ঘ) উপরের সবগুলি ঠিক। ২৯। (ক) দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৩০। (খ) ৬৪। ৩১। (ক) রক্তমেঘ-মাঝে। ৩২। (ক) উন্মাদ। ৩৩। (ক) গুপ্ত বিষদন্ত। ৩৪। (ক) সংঘাত। ৩৫। (ক) লোভে লোভে। ৩৬। (ক) ভদ্রবেশী। ৩৭। (ক) জাতিপ্রেম। ৩৮। (খ) ৬৪। ৩৯। (ক) কবিদল। ৪০। (ক) লজ্জা শরম।

নৈবেদ্য

৭২ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

পটভূমিকা

(ক) কবির বিশিষ্ট স্বদেশচেতনা কবিতাটির উৎস বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, স্বদেশপ্রেমের উন্নত আদর্শ ও ঐতিহ্য কবিতাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ রূপ লাভ করেছে।

(খ) সমকালীন জীবনে কবি ভেবেছিলেন, আগামী ভারতবর্ষের উন্নতি কি করে সম্ভব। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে হলে জাতিকে স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন—সেকথা উপলব্ধি করে বিচিত্রমুখী কর্মসাধনার ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে কবির এই ধরনের কবিতা রচনার প্রয়াস।

(গ) সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা—২য় খণ্ড) বলেছেন—"৭২ সংখ্যক কবিতাটিও 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' নৈতিক আদর্শের সর্বজনগ্রাহ্য ভাব সমুন্নতির গুণে ও সমপরিমাণে কাব্য ব্যঞ্জনার আপেক্ষিক অভাবের জন্যও রবীন্দ্রজীবননীতির কেন্দ্রস্থ প্রকাশরূপে অ-বাঙালী সমজদারের বহু উদ্ধৃতিধন্য হইয়া আন্তর্জাতিক বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 'নৈবেদ্য'-এর সমস্ত তাৎপর্য ও আবেদন যেন ঐ একটি পদে সংহত হইয়া রবীন্দ্রভক্তের ধ্যানমন্ত্রাবৃত্তির গৌরবে সমাসীন হইয়াছে।"

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই.........কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাক, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত মস্তক যেন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে।"

(ঙ) নীহাররঞ্জন রায় (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা) এই কবিতার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথ সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয়জীবনে পরমুখাপেক্ষিতা, কাপুরুষতা, তুচ্ছ আচারসর্বস্বতা মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তুলেছে। তাই জাতিকে কাপুরুষতা ও নির্বীর্যতা ত্যাগ করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে নির্দেশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দও এই চিন্তার অনুসারী। আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শ বারবার বলেছে, শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে পুঁথির পাতার মধ্যে আচারের মরুবালিরাশির মধ্যে, ধর্ম সংস্কারের মধ্যে ভাবগত সাধন নাই, ভাগবত উপলব্ধি নাই।"

বিষয়বস্তু

কবি রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতবর্ষের হীনবীর্য জাতির অধঃপতিত দশা প্রত্যক্ষ করে মানবমহিমার প্রতিষ্ঠার জন্য বিধাতার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কবি দেখেছেন, ভারতবর্ষে প্রথা ও সংস্কারের অসংখ্য বন্ধন। সেই প্রথা-সংস্কারের বন্ধনে মানবাত্মার ক্রন্দন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই 'বিসর্জন' নাটকে তার রূপ-কে নাট্যায়িত করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করতে, ভয়শূন্য চিত্ত ও উচ্চ-শিরের প্রসঙ্গ এনেছেন কবিতাটিতে। পুঁথিগত বিদ্যা যে জ্ঞান নয়, তার প্রয়োগ যে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে কথাও ব্যক্ত করেছেন। মানুষ নিজেকে স্বার্থের, লোভের, মোহের ভ্রান্তির বন্ধনে আবদ্ধ না রেখে কথায় ও কর্মে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করবে—এটা কবি চেয়েছিলেন। বিধাতা যেন নিষ্ঠুর আঘাতের মাধ্যমে, নির্দয় দুঃখের অভিঘাতের দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করেন। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে সকলের আশা ও ভরসা থাকবে। এই বিশ্বাসে যেন সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়—'শিব সত্য, শান্তি সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক' কবির চোখে সেই হল প্রকৃত স্বর্গ।

ভাবসৌন্দর্য/কাব্যসৌন্দর্য

কবির নিজের ভাবনা যখন সমস্ত পাঠকের ভাবনার সমধর্মী হয়, তখন সেই কবির কবিতা হয় চিরন্তন, শাশ্বত। এ ধরনের একটি উন্নত ভাবনার সমুন্নত কবিতা হল 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'। কবি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে সমগ্র জাতির প্রার্থনারূপে উদ্ভাসিত করেছেন। চতুর্দশ পঙক্তি সনেটের আঙ্গিকে কবির সেই ভাবনা হয়ে উঠেছে কাব্যরূপময়, অনিন্দ্যসুন্দর এবং চিত্তাকর্ষী।

অতীত ভারতবর্ষের জ্ঞান, চিন্তা, কর্ম প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ যে উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল, সেই কথা স্মরণ করে কবি আলোচ্য কবিতায় সেই অতীত জীবনের উদ্বোধন কামনা

করেছেন। তার কারণ তৎকালীন ভারতের জীবনচর্যায় যে তুচ্ছ সংস্কার ও প্রথাবদ্ধতার দিকটিকে কবি উপলব্ধি করেছিলেন তা যে গতিময় জীবনের পক্ষে কাম্য নয়—তা বুঝেছিলেন কবি। ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডার যদি আচার-বিচার আর পুঁথি সর্বস্বতাকে অবলম্বন করে থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি যে অসম্ভব—সেকথা উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন। ভাবের এই উদাত্ততা এবং তার স্বতঃস্ফূর্ততা কাব্যসৌন্দর্যের আকর।

চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির **সনেটের আঙ্গিকে** কবিতাটি রূপ লাভ করেছে। **শব্দচয়নে ক্লাসিক গাম্ভীর্য** লক্ষণীয়। যেমন, 'প্রাঙ্গণতলে', 'দিবসশর্বরী', 'আচারের মরুবালুরাশি', 'কর্মধারা ধায়', 'বিচারের স্রোতঃপথ' প্রভৃতি।

রূপকল্প রচনায় কবির কাব্যসিদ্ধিও অনুপম। যেমন, স্রোতহীন, গতিহীন জলাশয়ের রূপকল্প। এখানে জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রেম-পৌরুষ সবই প্রাণহীন। রিক্ত, ধূসর মরুভূমি এবং বালির গ্রাসে জলের মতো সহজ স্নিগ্ধ জীবন প্রবাহ স্তব্ধ।

স্বর্গের রূপকল্পও কাব্যসৌন্দর্যের আকর। এই স্বর্গ কোন কল্পলোক বা দেবলোক নয় বরং তা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-প্রেমের আনন্দনিকেতন। যেখানে মানুষের সমস্ত রকমের হীনতা ও তুচ্ছতা মুক্ত হয়ে যায়।

অলংকার প্রয়োগেও কবিতাটির আঙ্গিকে এসেছে সুষমা। যেমন, রূপক অলংকারের প্রয়োগ—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি/বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,

আচাররূপ মরুবালুরাশি, বিচাররূপ স্রোতঃপথ সাঙ্গরূপকের দৃষ্টান্ত।

সনেটের অষ্টক, ষটক বিন্যাস পদ্ধতিকে গ্রহণ না করে আট, চার ও দুই—এভাবে স্তবক বিন্যাস করেছেন। মিলবিন্যাস রীতি নিম্নরূপ—

কক, খখ, গগ, ঘঘ, ঙঙ, চচ, ছছ।

মিশ্রকলাবৃত্তের ৮ ও ৬ এর কাঠামোর গতি এনেছেন কবি এই কবিতায়। যেমন—

১১১১ ১২১ ২১১ ১১

নিজ হস্তে নির্দয় আ/ঘাত করি, পিতঃ ৮/৬

১১২ ২১১ ১১ ১১১১

ভারতেরে সেই স্বর্গে/করো জাগরিত। ৮/৬

সুতরাং ভাবনা ও আঙ্গিকের হরগৌরী মিলনে কবিতাটির রসাস্বাদ যে কোন সহৃদয় সামাজিকের কাছে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ

- **মুক্ত**—বন্ধনহীন।
- **দিবসশর্বরী**—দিনরাত্রি।
- **প্রাঙ্গণতলে**—আঙিনায়।
- **বসুধা**—পৃথিবী।
- **হৃদয়ের উৎসমুখ**—স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ বোঝাতে একথা ব্যবহার করা হয়েছে।
- **উচ্ছ্বসিয়া উঠে**—স্বতঃস্ফূর্ত রূপে প্রকাশিত হয়।
- **নির্বারিত**—যা রোধ করা যায় না।

দিশে দিশে—দিকে দিকে।

যেথা নির্বারিত স্রোতে—সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও প্রকল্পে।

কর্মধারা—মানুষের কর্মের পদ্ধতির গতিময়তা।

পৌরুষ—শক্তি ও কর্মকুশলতা।

শতধা—শত খণ্ড।

পৌরুষেরে করেনি শতধা—বলিষ্ঠ জীবনবাদ বিপর্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে এই উক্তি।

- **পিতঃ**—জগৎ পিতা।
- **চিত্ত**—হৃদয়।
- **শির**—মস্তক।
- **নেতা**—পথপ্রদর্শক।
- **ফেলে নাই গ্রাসি**—গ্রাস করে ফেলেনি।
- **অজস্র**—অনেক, অসংখ্য।
- **আচার**—রীতি-নীতি।
- **চরিতার্থতায়**—সার্থকতায়।
- **দিশে দিশে**—দিকে দিকে।
- **জাগরিত**—জাগ্রত।
- **সহস্রবিধ**—হাজার রকমের।

টীকা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য—নির্ভীক চিত্তের মানুষ। এ ধরনের মানুষেরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। 'নৈবেদ্য'র ৪৮ সংখ্যক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়,/দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—/লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

উচ্চ যেথা শির—যেখানে উঁচু মাথা। পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না, সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি।

জ্ঞান যেথা মুক্ত—মানুষের সত্তার বিকাশ ঘটে জ্ঞানচর্চার দ্বারা। প্রকৃত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের উন্নত করতে পারে।

যেথা গৃহের প্রাচীর/আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি—যেখানে ঘরের প্রাচীর তার নিজের ক্ষেত্রে দিনরাত্রি পৃথিবীকে সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র করে রাখেনি।

সহস্রবিধ চরিতার্থতা—মানুষের কর্মই তার পরিচয়। সেইসব নানান কর্মের সমাহারে জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি—আচার-সর্বস্বতা মরুভূমিতে বালির মতোই। আচারগ্রস্ত জীবন পঙ্গু ও নির্জীব জীবন।

বিচারের স্রোতঃপথ—বিচারের সঙ্গে নদীর স্রোতের পথের তুলনা করা হয়েছে। কেননা যুক্তি, তর্ক ও বিচার-বুদ্ধি নদীর স্রোতের ধারার মতো গতিশীল।

নির্দয় আঘাত—দয়ামায়াহীন যে আঘাত। কবির কামনা অন্যায়ের প্রতিবিধানে ঈশ্বরের আঘাত হোক্ নির্দয় ও কঠিন।

সেই স্বর্গে—অতীত ভারতবর্ষের উন্নততর আদর্শ ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে। যেখানে মানবমহিমাই একমাত্র ঘোষিত হয়।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?
(ক) ৬৪ সংখ্যক □ (খ) ৭২ সংখ্যক □
(গ) ৮৪ সংখ্যক □ (ঘ) ৯৪ সংখ্যক □

২। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য',—কোন্ রীতির কবিতা?
(ক) পয়ার □ (খ) মুক্তক □
(গ) সনেট/চতুর্দশপদী কবিতা □ (ঘ) গদ্য কবিতা □

৩। ৭২ সংখ্যক ('চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির') কবিতার প্রথা ও সংস্কারের বন্ধন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন্ নাটকে নাট্যায়িত হয়েছে?
(ক) রাজা □ (খ) ডাকঘর □
(গ) অচলায়তন □ (ঘ) বিসর্জন □

৪। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৭২ সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তি হল—
(ক) 'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি' □
(খ) 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে' □
(গ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' □
(ঘ) 'জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর □

৫। 'আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবসশর্বরী'— 'দিবসশর্বরী' শব্দের অর্থ হল—
(ক) রাত্রি-দিন □ (খ) দিন-রাত্রি □
(গ) রাত্রি □ (ঘ) দিবা □

৬। ৭২ সংখ্যক কবিতার শেষ পংক্তি লেখ।
(ক) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' □
(খ) 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে' □
(গ) 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত' □
(ঘ) 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ' □

৭। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'—কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি?
(ক) ঈশ্বর বা জীবনদেবতার □ (খ) ভারতবর্ষের □
(গ) মানব মহিমার □ (ঘ) অধঃপতিত দশা □

৮। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটিতে পংক্তির সংখ্যা হল—
(ক) ১৪ □ (খ) ২৪ □ (গ) ৩৪ □ (ঘ) ৪৪ □

৯। 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'— 'স্বর্গ' শব্দের বিপরীত শব্দ হল—
(ক) নরক □ (খ) আচার □ (গ) জাগ্রত □ (ঘ) চিত্ত □

১০। 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ'— 'পিতঃ' বলতে কবি কাকে নির্দেশ করেছেন?
(ক) জগৎপিতা □ (খ) মনুষ্যত্ব □
(গ) মানবমহিমা □ (ঘ) দেবলোক □

১১। 'বিচারের স্রোতঃপথ' কে গ্রাস করতে চায়?
(ক) আচারের মরুবালুরাশি □ (খ) অজস্র সহস্রবিধ স্রোত □
(গ) নিজ হস্ত □ (ঘ) হৃদয়ের উৎসমুখ □

১২। 'বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'— 'বসুধা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পৃথিবী □ (খ) বিদ্যা □ (গ) দিশে দিশে □ (ঘ) ক্ষুদ্র □

১৩। 'দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়'—'দিশে দিশে' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত?
(ক) দিকে দিকে □ (খ) চিত্তে □
(গ) দেশে □ (ঘ) প্রাচীন □

১৪। 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে/ উচ্ছ্বসিয়া উঠে,'—কাব্যগ্রন্থের নাম ও কবিতার সংখ্যা বল।
(ক) নৈবেদ্য, ৬৪ সংখ্যক □ (খ) পুনশ্চ, ৭৪ সংখ্যক □
(গ) নৈবেদ্য, ৭২ সংখ্যক □ (ঘ) পূরবী, ৮২ সংখ্যক □

১৫। 'তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা'— কোন্ কবিতার অংশ ও কত সংখ্যক কবিতা?
(ক) 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য', ৭২ সংখ্যক □
(খ) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' ৩০ সংখ্যক □
(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি', ৬৪ সংখ্যক □
(ঘ) 'শক্তি দম্ভ স্বার্থ লোভ' ৯২ সংখ্যক □

১৬। 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'— উল্লিখিত স্বর্গরূপ ভারতবর্ষ হল—
(ক) বৈদিক কালের ভারতবর্ষ □ (খ) কুসংস্কারমুক্ত আত্মশক্তিতে বলীয়ান □
(গ) ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতবর্ষ □ (ঘ) ইতিহাসের সুবর্ণ যুগে □

১৭। 'পৌরুষেরে করেনি শতধা;'—রবীন্দ্রনাথের মতে কি পৌরুষকে শতধা করেনি? 'শতধা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) আচারসর্বস্ব তুচ্ছ মরুবালুরাশি; শত খণ্ড □ (খ) মরুবালুরাশি ; খণ্ড □
(গ) আচার সর্বস্ব ; খণ্ড জিনিস □ (ঘ) স্রোতঃপথ ; হালকা খণ্ড □

১৮। যা রোধ করা যায় না—৭২ সংখ্যক কবিতা অবলম্বনে এককথায় বল।
(ক) নির্বারিত □ (খ) মরুবালুরাশি □
(গ) স্রোতঃপথ □ (ঘ) দিশে দিশে □

১৯। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কথাগুলির প্রসঙ্গ হল—
(ক) পরাধীন দেশবাসীর অধঃপতিত অবস্থা থেকে মানবমহিমায় উত্তরণ □
(খ) উন্নততর আদর্শ ও জীবনবোধের ক্ষেত্র □
(গ) আচারগ্রস্ত জীবন পঙ্গু □ (ঘ) দয়ামায়াহীন আঘাত □

২০। 'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' কথাগুলির প্রসঙ্গ হল—
(ক) নির্ভীক চিত্তের মানুষ □
(খ) আচারগ্রস্ত জীবন পঙ্গু ও নির্জীব □
(গ) কর্মের সমাহারে জীবনের স্বাদ □
(ঘ) জ্ঞানচর্চার দ্বারা সত্তার বিকাশ ঘটে □

২১। 'আচারের মরুবালুরাশি', 'বিচারের স্রোতঃপথ' প্রভৃতি বাক্যে কোন্ অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে?
(ক) সমাসোক্তি □ (খ) সাঙ্গ রূপক □
(গ) শ্লেষ □ (ঘ) উপমা □

২২। নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ— কোন্ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) মিশ্রকলাবৃত্ত (৮ + ৬) □ (খ) স্বরবৃত্ত (৪ + ৪ + ৪ + ৪) □
(গ) মাত্রাবৃত্ত (৭ + ৫) □ (ঘ) প্রত্নকলাবৃত্ত (৮ + ৬ + ১০) □

২৩। চিত্ত ভয়শূন্য হলেও শির কেমন?
(ক) উচ্চ □ (খ) নিম্ন □ (গ) মধ্য □ (ঘ) মধ্যোচ্চ □

২৪। 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—' কোন্ কবিতার অংশ?
(ক) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' (৩০) □
(খ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' (৭২) □
(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' (৬৪) □
(ঘ) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন' (৯২) □

২৫। চিত্ত কেমন হবে?
(ক) ভয়শূন্য □ (খ) দিবসশর্বরী □
(গ) মরুবালুরাশি □ (ঘ) উৎসমুখ □

২৬। জ্ঞান কেমন হবে?
(ক) মুক্ত □ (খ) প্রাচীর □
(গ) শর্বরী □ (ঘ) দিবস □

২৭। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'আচারের মরুবালুরাশি'-র প্রসঙ্গ এনেছেন?
(ক) ৩০ □ (খ) ৬৪ □
(গ) ৭০ □ (ঘ) ৭২ □

২৮। 'যেথা বাক্য হৃদয়ের—হতে।'—শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) উৎসমুখ □ (খ) বসুধা □
(গ) দিবসশর্বরী □ (ঘ) কর্মধারা □

২৯। 'জ্ঞান যেথা' কী?
(ক) মুক্ত □ (খ) বদ্ধ □
(গ) ক্ষুদ্র □ (ঘ) হৃদয় □

৩০। 'আপন প্রাঙ্গণতলে' কে আছে?
(ক) দিবসশর্বরী □ (খ) বসুধা □
(গ) শর্বরী □ (ঘ) মরুবালুরাশি □

৩১। '—রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,'—শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) বসুধারে □ (খ) দিবসযামিনীরে □
(গ) দিবসশর্বরী □ (ঘ) মরুবালুরাশি □

৩২। 'হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে'— কী উঠে?
(ক) শব্দ □ (খ) বাক্য □
(গ) ধ্বনি □ (ঘ) শির □

৩৩। 'যেথা তুচ্ছ আচারের'—আচারের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?
(ক) বসুধার □ (খ) মরুবালুরাশির □
(গ) দিবসশর্বরীর □ (ঘ) শতধার □

৩৪। 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি,'—শূন্যস্থানটি পূরণ করো।
(ক) মাতঃ □ (খ) পিতঃ □
(গ) ভ্রাতঃ □ (ঘ) বান্ধবঃ □

৩৫। 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো'—কী করার কথা বলা হয়েছে?
(ক) জাগরিত □ (খ) উন্নীত □
(গ) বিকশিত □ (ঘ) সমুন্নত □

৩৬। 'সেই স্বর্গে করো জাগরিত'—কবি কাকে জাগরিত করার কথা বলেছেন?
(ক) চীনকে □ (খ) ভারতকে □
(গ) নেপালকে □ (ঘ) দার্জিলিং-কে □

উত্তরমালা

১। (খ) ৭২ সংখ্যক। ২। (গ) সনেট/ চতুর্দশপদী কবিতা। ৩। (ঘ) বিসর্জন। ৪। (গ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। ৫। (খ) দিন-রাত্রি। ৬। (গ) ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। ৭। (ক) ঈশ্বর বা জীবনদেবতার। ৮। (ক) ১৪। ৯। (ক) নরক। ১০। (ক) জগৎপিতা। ১১। (ক) আচারের মরুবালুরাশি। ১২। (ক) পৃথিবী। ১৩। (ক) দিকে দিকে। ১৪। (গ) নৈবেদ্য, ৭২ সংখ্যক। ১৫। (ক) 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য', ৭২ সংখ্যক। ১৬। (খ) কুসংস্কারমুক্ত আত্মশক্তিতে বলীয়ান ভারতবর্ষ। ১৭। (ক) আচারসর্বস্ব তুচ্ছ মরুবালুরাশি; শত খণ্ড। ১৮। (ক) নির্বারিত। ১৯। (ক) পরাধীন দেশবাসীর অধঃপতিত অবস্থা থেকে মানবমহিমায় উত্তরণ। ২০। (খ) আচারগ্রস্ত জীবন পঙ্গু ও নির্জীব। ২১। (খ) সাঙ্গ রূপক। ২২। (ক) মিশ্রকলাবৃত্ত (৮ + ৬)। ২৩। (ক) উচ্চ। ২৪। (খ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' (৭২)। ২৫। (ক) ভয়শূন্য। ২৬। (ক) মুক্ত। ২৭। (ঘ) ৭২। ২৮। (ক) উৎসমুখ। ২৯। (ক) মুক্ত। ৩০। (ক) দিবসশর্বরী। ৩১। (ক) বসুধারে। ৩২। (খ) বাক্য। ৩৩। (খ) মরুবালুরাশির। ৩৪। (খ) পিতঃ। ৩৫। (ক) জাগরিত। ৩৬। (খ) ভারতকে।

৯২ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

পটভূমিকা

(ক) এই কবিতাটির সমসাময়িক কালে রচিত 'ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থের এক প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—"আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞান মদমত্ত বাহুবল গর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্করুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিত পাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনো অমর হইবে না, তাহাদের যত্রতত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বত প্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা সেই উপকরণ বহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে।" আলোচ্য কবিতাটি রচনাকালে কবির এই মনোভাবের পরিচয় বেশ স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে প্রবন্ধটিতে।

(খ) জাতীয়তার নামে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের স্বরূপ কবি উপলব্ধি করেছিলেন, এই কবিতা রচনাকালে।

(গ) বস্তুসম্পদে ভারত শক্তিশালী না হতে পারে, কিন্তু অন্তরসম্পদে যে ভারত শক্তিশালী

ছিল, তার শান্ত প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর জীবন যে বিশ্ববাসীর কাছে আকর্ষণীয় ছিল—সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবিতাটির মধ্যে।

(ঘ) তাছাড়া কবি এই কবিতা রচনাকালে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষ ক্রমশ নিজের ভাবসম্পদ ত্যাগ করে জড়বাদী সভ্যতায় আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন দেখে কবি বিচলিত হয়েছিলেন, তারই প্রমাণ এই কবিতায়।

বিষয়বস্তু

কবি উপলব্ধি করেছিলেন, পাশ্চাত্য শক্তির মদমত্ততা, অপরিমিত লোভ-লালসা ভারতীয় ভাববাদী সভ্যতাকে বিনষ্ট করছে—সেই পটভূমিকায় কি করণীয়, সেকথাই কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বরের সন্তানরূপে যে মানুষ খ্যাত, সেই মানুষ যদি ক্ষমতার মদমত্ততায় অপরকে অধীন করে রাখে, তাহলে তা কাম্য হয়ে ওঠে না মানুষের কাছে। শক্তি যদি কল্যাণের কাজে ব্যয়িত হয়, তাহলে ভালই, নতুবা তাতে বিকৃতি দেখা দেয়। শক্তিদম্ভে মানুষ যখন মত্ত হয়, তার প্রতাপের ভোজে বলি হয় নিরীহ মানুষ, স্বার্থ ও লোভরিপুর প্রকোপে ধ্বংস হয় সভ্যতা। তার বিষবাষ্পে প্রেমের অমৃত রূপান্তরিত হয় হিংসার গরলে। রোগ যেমন মহামারীতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি বিদ্বেষ, লোভ ও স্বার্থের প্রকৃতিও তাই। ব্যক্তিস্বার্থ বড় হলে সমষ্টিগত স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। অথচ এই ভারতবর্ষের রূপ প্রাচীনকালে ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। তখন ভারতের বসুধা ছিল কুটুম্বতুল্য, সেখানে বিত্ত থেকে চিত্ত ছিল বড়ো। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারত তার অতীত ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ হয়ে গেছে কৃত্রিম, আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী। মানুষের আত্মিক সম্পদ হৃদয়বৃত্তি অপসারিত হল, তার জায়গায় এল বস্তু সম্পদ, আড়ম্বর এল কিন্তু ভারত হারাল তার তৃপ্তিবোধ, ভারত তার চিরাচরিত শান্তি হারিয়ে পেল স্বার্থের সংঘাত। এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তপোবন আদর্শকে উপস্থাপিত করে সেই আদর্শে আস্থাবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভাবসৌন্দর্য/কাব্যসৌন্দর্য

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূল বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সুন্দর কাব্যময় রূপে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি সমকালীন ভারতবর্ষে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতকে আবার বিশ্বসভায় পৌঁছে দিতে গেলে, ভারতীয় সভ্যতার তপোবনের শান্ত রসাস্পদ সুখী, শান্ত জীবনের আদর্শই প্রয়োজন। চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির সনেটে কবির এই ভাব অপূর্ব রসময় রূপ লাভ করেছে।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"কবি ভারতের এই অধঃপতনের যুগেও উহার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে আশা পোষণ করেন। ভারতের নবজাগরণ যে আধুনিক জড়বাদী ও শক্তিমত্ত পাশ্চাত্যের আদর্শের বিপরীতগামী হইবে, তাহার প্রভাতের নির্মল আলোক যে তারকাখচিত নৈশ আকাশ ও সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটামণ্ডিত প্রলয় দীপ্তির সগোত্রীয় নহে, সে সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত। এই নবভারত

ত্যাগ ও তপস্যার মহিমায় ভাস্বর হইয়া সম্পদহীনতার মধ্যেও সন্তোষ ও ধৈর্যকে বরং করিয়া লইবে ও ব্রাহ্মণ্যের প্রাচীন আদর্শকে তাহার জীবনযাত্রায় ও রাষ্ট্রনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ভারতের চিরনবীন প্রকৃতিসৌন্দর্য শাশ্বত ধ্রুবসত্যের প্রত্যয় বহন করে না বলিয়াই ইহা আধুনিক ভারতীয়দের কণ্ঠে কোন নব আশার সঙ্গীতধ্বনি উদ্দীপন করে না। তাহার ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতির চিরপ্রবহমান প্রাণস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থের জীর্ণ পত্রাবলীর মধ্যে সমাধিলাভ করিয়াছে।"

সনেটের আঙ্গিকে কবিতাটি রচিত হলেও প্রচলিত স্তবক বিন্যাস এখানে অনুসৃত হয়নি। দুটি সপ্তকের (সাত লাইন) মাধ্যমে বিন্যস্ত হয়েছে। মিলবিন্যাস এরকম—ক ক, খ খ, গ গ, ঘ ঘ, ঙ ঙ, চ চ, ছ ছ।

শব্দচয়নেও ক্লাসিক রীতি অবলম্বিত হয়েছে। ফলে ধ্বনিগাম্ভীর্যে ও ভাবগৌরবে কবিতার কথাশরীর হয়ে উঠেছে কাব্যরসের উপযোগী।

যেমন, 'শক্তিদম্ভ', 'স্পর্শবিষ', 'শান্তিময় পল্লী', 'প্রশান্ত সরলতা', 'সন্তোষে শীতল', 'অবারিত ধ্যান', 'স্বার্থের সমর' ইত্যাদি।

চিত্রকল্প ব্যবহারেও কবির কৃতিত্ব যথেষ্ট। যেমন—

(ক) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন'—এখানে শক্তির দম্ভ ও স্বার্থলোভকে মারীর চিত্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) স্বার্থ কুটিলতাকে বিষধর সর্পের বিষের চিত্রকল্পে প্রয়োগ করেছেন কবি।

উপমা ও রূপক অলংকারের প্রয়োগে কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব রূপময় হয়ে উঠেছে। যেমন—

উপমা অলংকার—শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন।

রূপক অলংকার—দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার।

অনুপ্রাস অলংকার—দেশ হতে দেশান্তরে।

সুতরাং যথাযথ ভাবনার রূপায়ণে, শব্দ, ছন্দ, অলংকারের সার্থক প্রয়োগে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। বিশেষ করে মানবতাবাদী কবির জীবনদর্শনজনিত বলিষ্ঠ জীবনাকৃতির প্রকাশে কবিতাটি অনুপম।

ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

(ক) শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।

আলোচ্য অংশটি 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৯২ সংখ্যক কবিতার অন্তর্গত। কবি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার শক্তির মদমত্ততা ও স্বার্থপরতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি বলেছেন।

শক্তির মত্ততা ও স্বার্থের অপরিমিত লোভ মানুষকে তথা পৃথিবীকে কোথায় নিয়ে যায়, সেই উপলব্ধিজাত সত্যটিকে আলোচ্য অংশে কবি ব্যক্ত করেছেন।

আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বার্থ ও লোভের অপরিণামদর্শিতা কবিকে মুগ্ধ করতে পারেনি। তাই নৈবেদ্যের অনেক কবিতায় তাঁর সেই প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করার যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তা ছিল শক্তির দম্ভ মাত্র। এই নীতি ছোঁয়াচে রোগের মতো ধনী রাষ্ট্রগুলিকে স্পর্শ করেছিল। তাই মারীর রূপকল্পে পাশ্চাত্য জাতির সেই শক্তির স্ফীতি ও স্বার্থের কথাকে ব্যক্ত করেছেন কবি।

(খ) যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৯২ সংখ্যক কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

কবি এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও স্বার্থের অপরিমিততা যে মহৎ মনুষ্যত্বের বিনষ্টির কারণ সেকথা বোঝাতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্মসম্পদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। প্রাচীন মুনি ঋষিদের ধ্যানের ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে যে শান্তি ও সুখ বিরাজ করত, সেই শান্তি, সুখ ও সরলতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এই অংশে।

কবি তাঁর অতীত ভারতবর্ষের ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত সরলতা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা, গুরুগৃহে স্নেহপূর্ণ পরিবেশে রসসাধনা এবং সবকিছুর মধ্যে একটি সরল প্রশান্ত সন্তুষ্টিকে স্মরণ করেছেন, তৎকালীন ভারতবর্ষের অধঃপতনের মধ্যে। সেই অধঃপতন মূলত নিজেদের ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বরকে গ্রহণ করা।

সুতরাং এখানে শুধু কবির অতীতচারিতা নিছক রোমান্টিক ভাববিলাস নয়, বাস্তব জীবনবাদিতার লক্ষণ।

(গ) বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে।

এই অংশটিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের অতীত সম্পদকে কবি স্মরণ করেছেন, তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণকারী ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে।

অতীতে ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পদ ছিল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। যে ঐশ্বর্যে বলীয়ান হয়ে ভারতের মানুষ পেয়েছিল সুখ, শান্তি ও আনন্দ যা বস্তুসম্পদে প্রাণবান হয়েও বর্তমানে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। আসলে বস্তুভারহীন অতীত ভারতবর্ষের মানুষের মানসিকতা ছিল উদার কল্যাণের বাণী—ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। সেই ধ্যানমগ্ন তপোবনকেন্দ্রিক ভারতীয় জীবনে যে ধ্যানময়তা ও নিবিড় তন্ময়তা ছিল, মানুষে মানুষে যে আত্মার সম্পর্ক ছিল, সেকথা সন্নত চিত্তে স্মরণ করেছেন এই অংশে।

(ঘ) আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

আলোচ্য অংশটি 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৯২ সংখ্যক কবিতার অংশ।

উদ্ধৃত অংশে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন কবি। এখানে কবি যেন গীতার সেই বাণী—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহঃ' উচ্চারণ করেছেন। ভারতবর্ষের যে চিরাচরিত আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিল, তা ক্রমশ বস্তুবাদী সভ্যতার স্পর্শে ও প্রভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে, তাই সেই প্রতিক্রিয়া এখানে কাব্যময় রূপ লাভ করেছে।

কবি তৎকালীন ভারতবর্ষে দেখেছেন, মানুষের হৃদয়কে আবদ্ধ করে দিয়েছে বস্তুসম্পদ। যেখানে ভারতীয়দের তৃপ্তি ছিল, সে জায়গায় এল বাহ্যাড়ম্বর এবং শান্তিকে বিঘ্নিত করল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতা।

কারণ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কবি উপলব্ধি করেছিলেন, তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার কি অপরিণামদর্শী সাম্রাজ্য বিস্তারী নীতি, যা মানুষের শান্তি, সুখ ও আনন্দকে হরণ করে নিয়েছিল। সেই পটভূমিকায় অতীত ভারতের শান্ত, ধ্যানগম্ভীর তপোবনের আদর্শকে রোমন্থন করেছেন চতুর্দশ পঙ্‌ক্তি সনেটের রূপবন্ধনে। তাই শুধু স্মৃতিচারণ নয়, শাশ্বত সত্যের প্রকাশে কবিতাটি হয়ে উঠেছে কাব্যরসময়।

শব্দার্থ

- **শক্তিদম্ভ**—শক্তির অহংকার। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি শক্তির দম্ভে মত্ত হয়ে যেভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গে এই উক্তি।
- **স্বার্থলোভ**—স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি নিজেদের লোভকে যে বাড়িয়ে তুলেছিল, সেকথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
- **মারীর মতন**—সংক্রামক ব্যাধির মতো ছোঁয়াচে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে ভয়ংকর লোভ ও স্বার্থপরতা তা ছোঁয়াচে রোগের আকার ধারণ করেছিল।
- **ভুবন**—পৃথিবী।
- **দেশ হতে দেশান্তরে**—পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী নীতি দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।
- **স্পর্শবিষ**—পাশ্চাত্য জাতির স্বার্থবোধ ও শক্তির মত্ততার বিস্তৃতি বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
- **পল্লী**—গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষকে বোঝান হয়েছে। যে পল্লী ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম।
- **প্রশান্ত সরলতা**—প্রাচীন ভারতবর্ষের ধ্যানগম্ভীর সারল্যের কথা বলা হয়েছে।
- **সমুজ্জ্বল**—সম্যক রূপে উদ্ভাসিত।
- **জ্ঞানে সমুজ্জ্বল**—প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান সাধনার ঐতিহ্যের দিকটিকে কবি উপস্থাপিত করেছেন।
- **সন্তোষে শীতল**—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সন্তুষ্টিতে পূর্ণ যে রূপ সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে।
- **তপোবন তলে**—প্রাচীন ভারতবর্ষে তপোবনে যে শান্ত রসাস্পদ জীবনের বাণী প্রচারিত হয়েছিল, সেই দিকটিই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
- **বস্তুভারহীন মন**—নির্লোভ ও উদার মন।

- **পরিব্যাপ্ত**—প্রসারিত।
- **উদার কল্যাণ**—যে কল্যাণ কোন সংকীর্ণ বেষ্টনীতে বদ্ধ নয়।
- **নাশি**—বিনাশ করে।
- **সর্বভূতে**—পঞ্চভূতময় পৃথিবীর সর্বত্র।
- **অবারিত**—নির্বাধ।
- **দ্রব্যরাশি**—বস্তুসর্বস্বতা।
- **আড়ম্বর**—বাহ্যিক বাহুল্য।
- **স্বার্থের সমর**—স্বার্থের সংঘাত। যা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

টীকা

- **শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার**—পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী নীতিতে ও আড়ম্বরপূর্ণতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কীভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল, সে কথা বোঝাতে গিয়ে এই কথা বলেছেন।
- **অবারিত ধ্যান**—প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক চর্চা ও প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা বোঝাতে ব্যক্ত হয়েছে।

বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (MCQ)

১। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন...' 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?

(ক) ৬৪ সংখ্যক □ (খ) ৭২ সংখ্যক □

(গ) ৮৪ সংখ্যক □ (ঘ) ৯২ সংখ্যক □

২। 'ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে'—কোন্ ও কত সংখ্যক কবিতার অংশ?

(ক) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন' (৯২) □

(খ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' (৭২) □

(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' (৬৪) □

(ঘ) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' (৩০) □

৩। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন...' কথাগুলির প্রসঙ্গ হল—

(ক) পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থপরতা ও শক্তি মদমত্ততা □

(খ) জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বরভাব □

(গ) ভুবন বা পৃথিবীকে ঘিরে ধরেছে □

(ঘ) বাস্তব চিন্তায় মন আচ্ছন্ন থাকে না □

৪। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন' কাকে ঘিরে ধরেছে—

(ক) ভুবনকে □ (খ) শক্তিকে □

(গ) জড়কে □ (ঘ) তৃপ্তিকে □

৫। শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন—'মারী' শব্দের অর্থ হল—
(ক) ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ □
(খ) স্বার্থের সমর □
(গ) অধ্যাত্ম সম্পদ ও শান্তির পরিবেশ □
(ঘ) পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ জীবন □

৬। 'দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার'—কার স্পর্শবিশ?
(ক) শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের □ (খ) শক্তির মদমত্ততা লোভ লালসার □
(গ) ছোঁয়াচে রোগের □ (ঘ) স্বার্থের সংঘাতের □

৭। দেশ থেকে দেশান্তরে স্পর্শবিষের ফল হল—
(ক) ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় গ্রামগুলি ছিন্নভিন্ন □
(খ) শক্তির মদমত্ততা ও অপরিমিত লোভলালসা □
(গ) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার আগ্রাসী নীতি □
(ঘ) জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বরভাব □

৮। 'ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে'— ভারতের তপোবনতলে কি ছিল?
(ক) প্রশান্ত সরলতা □ (খ) আগ্রাসী নীতি □
(গ) স্বার্থের সমর □ (ঘ) মারণ ব্যাধি □

৯। 'প্রশান্ত সরলতা' কিসে উজ্জ্বল ছিল?
(ক) ধ্যানে □ (খ) মারীতে □ (গ) সমরে □ (ঘ) ভুবনে □

১০। 'দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন' কথাগুলির প্রসঙ্গ হল—
(ক) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শক্তির দম্ভ ও স্বার্থের লোভ □
(খ) পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ জীবন □
(গ) জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বর ভাব □
(ঘ) সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার আগ্রাসী নীতি □

১১। 'শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার'— 'শান্তিময় পল্লী' হল—
(ক) শান্ত, স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম পল্লী □ (খ) অশান্ত ও কৃত্রিম পল্লী □
(গ) জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বর ভাব □ (ঘ) যান্ত্রিক বস্তুসর্বস্ব সভ্যতা □

১২। 'বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে'— 'বস্তুভারহীন মন' হল—
(ক) নির্লোভ ও উদার মন □ (খ) যান্ত্রিক বস্তুসর্বস্ব সভ্যতা □
(গ) গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয় □ (ঘ) সর্বভূতে অবারিত ধ্যান □

১৩। 'শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার'— 'ছারখার' শব্দের অর্থ হল—
(ক) ছিন্নভিন্ন □ (খ) নির্লোভ □
(গ) উদার মন □ (ঘ) যান্ত্রিক জীবন □

১৪। 'ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে'—তপোবন কী?
(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশে শান্ত স্নিগ্ধ তরুলতা সমাচ্ছন্ন স্থান □
(খ) গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র □
(গ) যান্ত্রিক বস্তুসর্বস্ব সভ্যতা □
(ঘ) অপরিমিত লোভ লালসা □

১৫। 'ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে'— তপোবন হল—
(ক) প্রাচীন ভারতের শান্ত রসাস্পদ জীবনের আশ্রয়স্থল □
(খ) ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় গ্রাম □
(গ) জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বর ভাব □
(ঘ) চিত্তের পরিবর্তে বস্তুগত দ্রব্যসম্ভার □

১৬। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন'—কোন্ অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে?
(ক) অনুপ্রাস □ (খ) উপমা □
(গ) সমাসোক্তি □ (ঘ) যমক □

১৭। 'পশিত আত্মীয়রূপে'—'পশিত' শব্দের গদ্যরূপ লেখ। আত্মীয়রূপে কী পশিত?
(ক) প্রবেশ করত; জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বর ভাব □
(খ) বাহির হওয়া; ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় গ্রাম □
(গ) পৃথিবী; ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ □
(ঘ) নির্বাধ ; স্বার্থের সংঘাত □

১৮। 'জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান'— 'সর্বভূত' হল—
(ক) পঞ্চভূতময় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম □
(খ) হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা □
(গ) গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয় □
(ঘ) পৃথিবী, জগৎ, বসুন্ধরা, বিশ্ব, ভুবন □

১৯। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৯২ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে কোন্ কবিতা সমধর্মী?
(ক) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি....' (৩০) □
(খ) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির (৭২) □
(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' (৬৪) □
(ঘ) 'সব সজ্জা লজ্জা-ভরা চিত্ত যেথা নাই (৯৬) □

২০। 'স্বার্থের সমর'—'সমর' শব্দটির অর্থ হল—
(ক) সংঘাত বা যুদ্ধ □ (খ) অবক্ষয় □
(গ) সরলতা □ (ঘ) বসুন্ধরা □

২১। 'শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর' কথাগুলির প্রসঙ্গ হল—
(ক) যুদ্ধ উন্মত্ত পৃথিবী □ (খ) ব্রিটিশ শাসনের দুর্বলতা □
(গ) আধুনিক সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতা □
(ঘ) আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে সংঘর্ষ □

২২। 'তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর'— কোন্ কবিতার অংশ?
(ক) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য...' (৭২) □
(খ) 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি....' (৩০) □
(গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' (৬৪) □
(ঘ) শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন (৯২) □

২৩। চিত্ত যেথা ছিল, সেখানে কি এল?
(ক) দ্রব্যরাশি □ (খ) আড়ম্বর □
(গ) স্বার্থগত যুদ্ধ □ (ঘ) ঈশ্বর ভাব □

২৪। শান্তির পরিবর্তে কী এল?
(ক) আড়ম্বর □ (খ) বস্তুগত দ্রব্যসম্ভার □
(গ) স্বার্থের সমর □ (ঘ) বস্তুগত প্রাচুর্য □

২৫। ৯২ সংখ্যক কবিতা ('শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন') কোন্ রীতির কবিতা?
(ক) পয়ার □ (খ) মুক্তক □
(গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা □ (ঘ) গদ্য কবিতা □

২৬। কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদমত্ততা ও স্বার্থলোভকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?
(ক) স্বার্থের সংঘাতের □ (খ) দ্রব্যসম্ভারের □
(গ) মারীর □ (ঘ) আড়ম্বরের □

২৭। 'আজি তাহা নাশি/চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল—'—শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) আড়ম্বর □ (খ) দ্রব্যরাশি □
(গ) স্বার্থের সমর □ (ঘ) স্পর্শবিষ □

২৮। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ'—কার মতন?
(ক) লোভের □ (খ) মারীর □
(গ) হিংসার □ (ঘ) অসংযমের □

২৯। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'ভারতের তপোবনতলে'র প্রসঙ্গ এনেছেন?
(ক) ৩০ □ (খ) ৭০ □
(গ) ৭২ □ (ঘ) ৯২ □

৩০। 'দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে—'। শূন্যস্থানের শব্দটিকে চিহ্নিত করো।
(ক) মারী □ (খ) স্পর্শবিষ □
(গ) ভুবন □ (ঘ) আড়ম্বর □

৩১। স্পর্শবিষ কোথা থেকে কোথায় দেখা যায়?
(ক) গ্রাম হতে গ্রামান্তরে □ (খ) সাগর হতে দ্বীপান্তরে □
(গ) দেশ হতে দেশান্তরে □ (ঘ) নগর হতে নগরান্তরে □

৩২। কোন্ 'পল্লী যত করে ছারখার'?
(ক) শক্তিদম্ভ □ (খ) শান্তিময় □
(গ) শীতল □ (ঘ) আড়ম্বর □

৩৩। 'যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে' তা কী?
(ক) আড়ম্বর □ (খ) শীতল □
(গ) সমুজ্জ্বল □ (ঘ) শান্তিময় □

৩৪। 'স্নেহে যাহা রসসিক্ত', তা কীসে শীতল?
(ক) সমুজ্জ্বলে □ (খ) স্পর্শবিষে □
(গ) সন্তোষে □ (ঘ) ধ্যানে □

৩৫। 'বস্তুভারহীন মন' কোথায় থাকত?
(ক) জড়ে জীবে □ (খ) জলে স্থলে □
(গ) দেশে বিদেশে □ (ঘ) নগরে প্রান্তরে □

৩৬। উদার কল্যাণ কী করে দিত?
(ক) রসসিক্ত □ (খ) বস্তুভারহীন □
(গ) পরিব্যাপ্ত □ (ঘ) শীতল □

৩৭। 'জড়ে জীবে সর্বভূতে'—কী?
(ক) উদার কল্যাণ □ (খ) অবারিত ধ্যান □
(গ) ছারখার □ (ঘ) প্রশান্ত সরলতা □

৩৮। 'জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান' কীভাবে প্রবেশ করত?
(ক) সন্তোষে □ (খ) আড়ম্বরে □
(গ) আত্মীয়রূপে □ (ঘ) মারীরূপে □

৩৯। 'তৃপ্তি যেথা ছিল' সেখানে কী এল?
(ক) চিত্ত □ (খ) দ্রব্য □
(গ) আড়ম্বর □ (ঘ) ধ্যান □

৪০। 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন'—কোন ধরনের অলংকার?
(ক) উপমা □ (খ) রূপক □
(গ) ব্যতিরেক □ (ঘ) সমাসোক্তি □

৪১। 'শক্তিদম্ভ' শব্দটির ব্যাসবাক্য কী?
(ক) শক্তিরূপ দম্ভ □ (খ) শক্তির দম্ভ □
(গ) দম্ভের শক্তি □ (ঘ) শক্তি যে দম্ভ □

৪২। 'স্পর্শবিষ' শব্দটি কোন্ সমাসের উদাহরণ?
(ক) রূপক কর্মধারয় □ (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ □
(গ) নিত্য সমাস □ (ঘ) অব্যয়ীভাব □

৪৩। 'মারী' ও 'মহামারী' শব্দ দুটির পার্থক্য কী?
(ক) প্রাবল্য বোঝাতে □ (খ) ব্যাপ্তি বোঝাতে □
(গ) একই বিষয় □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

৪৪। 'দেশান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য কী?
(ক) অন্য দেশ □ (খ) দেশ দেশ □
(গ) দেশের বাইরে □ (ঘ) দেশের অন্তর □

৪৫। চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল '______' : শূন্যস্থান পূরণ করো।
(ক) দ্রব্যরাশি □ (খ) আড়ম্বর □
(গ) কল্যাণ □ (ঘ) সমর □

৪৬। '______' যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর—শূন্যস্থান পূরণ করো।
(ক) তৃপ্তি □ (খ) শান্তি □
(গ) চিত্ত □ (ঘ) স্নেহ □

৪৭। 'বস্তুভারহীন মন' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
(ক) নির্লোভ ও উদার মন □ (খ) বস্তুর ভারে আক্রান্ত নয় □
(গ) প্রাচুর্যহীন মন □ (ঘ) কোনোটাই নয় □

উত্তরমালা

১। (ঘ) ৯২ সংখ্যক। ২। (ক) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন' (৯২)। ৩। (ক) পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থপরতা ও শক্তি মদমত্ততা। ৪। (ক) ভুবনকে। ৫। (ক) ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ। ৬। (ক) শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের। ৭। (ক) ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় গ্রামগুলি ছিন্নভিন্ন। ৮। (ক) প্রশান্ত সরলতা। ৯। (ক) জ্ঞানে। ১০। (ক) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শক্তির দম্ভ ও স্বার্থের লোভ। ১১। (ক) শান্ত, স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম পল্লী। ১২। (ক) নির্লোভ ও উদার মন। ১৩। (গ) উদার মন। ১৪। (ক) প্রাকৃতিক পরিবেশে শান্ত স্নিগ্ধ স্বাভাবিক জীবন। ১৫। (ক) প্রাচীন ভারতের শান্তরসাস্পদ জীবনের আশ্রয়স্থল। ১৬। (খ) উপমা। ১৭। (ক) প্রবেশ করত; জীব ও জড়ের প্রতি ঈশ্বর ভাব। ১৮। (ক) পঞ্চভূতময় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ১৯। (গ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' (৬৪)। ২০। (ক) সংঘাত বা যুদ্ধ। ২১। (গ) আধুনিক সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতা। ২২। (ঘ) 'শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন' (৯২)। ২৩। (ক) দ্রব্যরাশি। ২৪। (গ) স্বার্থের সমর। ২৫। (গ) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ২৬। (গ) মারীর। ২৭। (খ) দ্রব্যরাশি। ২৮। (খ) মারীর। ২৯। (ঘ) ৯২। ৩০। (গ) ভুবন। ৩১। (গ) দেশ হতে দেশান্তরে। ৩২। (খ) শান্তিময়। ৩৩। (গ) সমুজ্জ্বল। ৩৪। (গ) সন্তোষে। ৩৫। (খ) জলে স্থলে। ৩৬। (গ) পরিব্যাপ্ত। ৩৭। (খ) অবারিত ধ্যান। ৩৮। (গ) আত্মীয়রূপে। ৩৯। (গ) আড়ম্বর। ৪০। (ক) উপমা। ৪১। (খ) শক্তির দম্ভ। ৪২। (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ। ৪৩। (ক) প্রাবল্য বোঝাতে। ৪৪। (ক) অন্য দেশ। ৪৫। (ক) দ্রব্য রাশি। ৪৬। (ক) তৃপ্তি। ৪৭। (ক) নির্লোভ ও উদার মন।

CYBER RESEARCH & TRAINING INSTITUTE
BURDWAN
ESTD-2000